Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/ 141	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1281 b.s.
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Ishanchandra Biswas Sahitya Jantra 47, Pataria-ghata
Author/ Editor:	Katyayanicharan Mitra	Size:	
		Condition:	Brittle
Title:	Purush-probodhi	Remarks:	Fiction

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/ 141	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1281 b.s.
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Ishanchandra Biswas Sahitya Jantra 47, Pataria-ghata
Author/ Editor:	Katyayanicharan Mitra	Size:	
		Condition:	Brittle
Title:	Purush-probodhi	Remarks:	Fiction

পুরুষ-প্রবোধ

স্ত্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

শ্রীকাত্যায়নীচরণ মিত্র

প্রণীত।

কলিকাতা

পাতরিয়া-ঘাটা ৪৭ সংখ্যক ভবনে

সাহিত্য-যন্ত্রে
শ্রীঈশানচন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ছয় টাকা। [illegible]

বিজ্ঞাপন।

বিনয় পুরঃসর সুধীগণসমীপে নিবেদন এই যে, আমি বহুল শ্রম স্বীকার করিয়া "পুরুষ-প্রবোধিনী" নামে এই অভিনব ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি রচনা করিয়া আপনাদিগের করকমলে অর্পণ করিলাম। ইহাতে স্ত্রীজাতির চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং যোষিদ্‌গণের দুষ্ক্রিয়াতে মতি হইলে স্বীয় ইষ্ট সাধনজন্য তাহারা কিরূপ সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া পুরুষকে প্রতারিতমানস করিয়া রাখে তাহারই কতিপয় উদাহরণ উপন্যাস চ্ছলে বর্ণন করা হইয়াছে। আমি যদিও বিশেষরূপ জানিতেছি যে, ঈদৃক্ গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের মনোরঞ্জনীয় হইবে না তথাপি দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া যাঁহারা আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের এই ভ্রমান্ধতা নিবন্ধন নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে তাঁহাদিগের সেই ভ্রম দূরীকরণে ইহা কিয়ৎ-পরিমাণে উপকারী হইলেও হইতে পারিবে, এই প্রত্যাশায় প্রকাশ করিতে সাহসিক হইলাম। এক্ষণে আপনারা ইহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব ইতি।

সন১২৮১সাল
তাং ২১ অগ্রহায়ণ। } শ্রীকাত্যায়নীচরণ মিত্র।

উপক্রমণিকা।

একদা সিংহল রাজ তনয় চন্দ্রকেতু দেশ পরিভ্রমণে মানস করিয়া স্বীয় বয়স্যগণকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন সখে! তোমরা ত সকলেই পরিজ্ঞাত আছ যে, কতিপয় দিবসাবধি আমার মন একবার দেশ পর্য্যটনার্থে অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছে, কিন্তু পিতার অনভিমতে আমি এতদ্ কার্য্যে কোনমতেই প্রবর্ত্ত হইতে পারি না। অতএব আমি মানস করিয়াছি যে, কল্য প্রত্যুষে তোমাদিগের সমভিব্যাহারে নৃপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া মনোভিলাষ ব্যক্ত করিব।

রাজকুমার বয়স্যগণের সহিত এইরূপ যুক্তি করিয়া পরদিনপ্রত্যুষে নৃপ সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণ বন্দনানন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন পুরঃসর বিনীত বচনে স্বীয় মনোভিলাষ বিদিত করিলেন। নৃপতি, পুত্রের এই প্রার্থনা যদিও যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত জানিতেন তথাপি বাৎসল্য প্রযুক্ত তাঁহাকে এতৎ কার্য্যে নিবৃত্ত করাই শ্রেয় বিবেচনায় সস্নেহ বচনে বিবিধ প্রকার সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন বৎস! তুমি ইহাতে নিবৃত্ত হও। কিন্তু কুমারের মানসিক ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত না হওয়াতে তিনি সাতিশয় বিষণ্ণ চিত্তে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, সুতরাং ভূপতি তনয়ের ঈদৃক্ ঔৎসুক্যাবলোকনে নিষেধ করিলে পাছে চিত্তের কোন বৈলক্ষণ্য

জন্মে কিয়ৎক্ষণ মনে মনে এই অনুধ্যান করিয়া অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন।

যুবরাজ অভিলষিত বিষয়ে পিতার সম্মতি লাভে পরম পুলকিত হইয়া বয়স্যগণকে আহ্বান পুরঃসর অপ্রকাশ্য ভাবে ভ্রমণোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা পরম প্রিয় নৃপনন্দনের অভিলাষানুসারে অতি স্বল্পকাল মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করিলে সকলে একত্রে নৃপ সমীপে উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণ বন্দনানন্তর বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক শুভ যাত্রা করিলেন। পরে নানা দেশ, নগর, বন, উপবন, নদ, নদী, অতিক্রম করিয়া বিবিধ পাদপশ্রেণীবিরাজিত কুসুমোদ্যানে পরিশোভিত একটী রমণীয় নগরে উপনীত হইলেন। অনন্তর রাজতনয় সেই অপূর্ব্ব নগরীর শোভা দর্শন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তত্রত্য একটী মনোহর সরসিজসম্পন্ন সরোবর ও পুষ্পফলসমাকীর্ণ তরু নিকরে বেষ্টিত উদ্যানে শ্রান্তি দূর করণার্থ উপবেশন করিয়া বয়স্যগণকে পান্থনিবাস অন্বেষণে পাঠাইয়া দিলেন। পরে তিনি উক্ত উদ্যানের সৌন্দর্য্য দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া ইতঃস্তত পাদবিহার করিতে করিতে হঠাৎ তন্মধ্যস্থিত সুরম্য হর্ম্মের দিকে নেত্রপাত করিবামাত্র গবাক্ষ মধ্যে এক সৌদামিনীবিনিন্দিত রূপলাবণ্যবতী কামিনী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। তাহার কুঞ্চিত কুন্তলে বেষ্টিত বদনমণ্ডলের শোভা এবং নয়নভাতি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তিনি অনিমেষ নয়নে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু

নিতম্বিনী ঈষদ্ধাস্য করত তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। যুবরাজ তত্তুল্য রূপ কখন নয়ন পথের পথিক করেন নাই, সুতরাং তদ্দর্শন মাত্রই স্মর শরে বিদ্ধ হওয়াতে বিচলিত চিত্তে সেই গবাক্ষে লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যশূন্যের ন্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ;—এই রমণীরত্ন যদি লাভ না হয় তবে রাজ্য সুখ সমস্তই বৃথা গৃহে প্রত্যাগমনেই বা কি প্রয়োজন। আর গৃহে যে যাইব তাহারই বা প্রত্যাশা কি? এই ভুবনমোহিনীকে দর্শনমাত্র আমার দৈহিক ও মানসিক যেরূপ বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে তাহাতে তল্লাভ আশে নৈরাশ হইলে যে অধিক দিন জীবিত থাকিব এমৎ বোধ হয় না। এইরূপ নানা ভাবনা ভাবিতেছেন, ইতি মধ্যে এক বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা নবীনা-ষোড়শী কামিনী সহাস্য আস্যে হঠাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং একাকী এখানে বসিয়া বিষণ্নচিত্তে কি চিন্তা করিতেছেন? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলে আপনার দুঃখাপনোদনে যথাসাধ্য যত্নবান হই। যুবরাজ সচকিতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন সুন্দরি! ভবদীয় অমৃতময় বাক্যেই আমার দুঃখের অনেক সমতা হইয়াছে। আর তোমাকে ঈদৃক করুণার্দ্র দেখিয়া আমার মনোবেদনা প্রকাশ করিতেও সাহস হইতেছে। আমি বিদেশী ভ্রমণ করিতে করিতে অদ্য ক্ষণকাল পূর্ব্বে তোমাদিগের এই নগরে উপনীত হইয়াছি। পরে বিশ্রামার্থ এই উদ্যান মধ্যে আসিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ ঐ অট্টালিকার গবাক্ষ দিকে নয়ন নিপতিত

হইবামাত্র এক ললিতলাবণ্যযুতা নিরুপম সুন্দরী ললনা দেখিলাম এবং তাঁহারই কটাক্ষবাণে এতদ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার চিত্তবিকারের আর কোন কারণ নাই। যুবতী তাঁহার সৌকুমারাকৃতি দর্শনে প্রেমাসক্তা হইয়াই হউক বা পরে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিবে তাহা পরিজ্ঞাত থাকাতে করুণার্দ্র হইয়াই হউক ঈষৎ হাস্য করত কহিলেন হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার যে প্রকার যুবতীজনরঞ্জন রতিপতি গঞ্জন অপূর্ব্ব রূপ তাহাতে আমার বোধ হয় সংসারে এমন রমণী নাই যে তোমাকে একবার দর্শন করিয়া তোমার চরণ সেবা করণ আশে কুল শীল মানে জলাঞ্জলি দিতে সমুৎসুক না হয়। এবন্বিধায় ভবদীয় আশালতা ফলবতী হওয়া কোনমতে অসম্ভাবনীয় নহে, কিন্তু তুমি ইহাতে যে অমৃতময় ফলের প্রত্যাশা করিতেছ উহা তদ্বৈপরীত্যে বিষময় ফল প্রসব করিয়া যাবজ্জীবন তোমার শরীরকে দগ্ধ করিবে। তজ্জন্য আমি বিনতি পূর্ব্বক কহিতেছি যে ঈদৃক্ বিষাক্ত লতা আপনার চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে না দেওয়াই কর্ত্তব্য।

যুবরাজ তদীয় বচনাকর্ণনে কহিলেন সুন্দরি! আমার চিত্তের গতি তোমাকে বাক্য দ্বারা আর অধিক কি জ্ঞাত করিব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব দেখিয়া সকলই বুঝিতেছ। সেই মনোমোহিনীর প্রেম-লাভ-আশারূপ লতা যদি ফলবতী হইয়া আমার জীবন পর্য্যন্ত হন্তারক হয় তাহা হইলেও উহার পরিবর্দ্ধনার্থ আমার যত্নের ত্রুটি হইবে না। অতএব যদ্যপি মদীয় আশার সুসার ভবদীয় সুসাধ্য হয় তাহা

হইলে করুণা পূর্ব্বক শীঘ্র তৎপক্ষে যত্নবতী হইয়া আমাকে আপাতত বিরহ যন্ত্রণা হইতে রক্ষা কর।

যুবতী সেই ভুবনমোহিনীরই প্রেরিতা, তজ্জন্য যুবরাজকে তদীয় প্রেমাভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিতে আর অধিক যত্ন করিয়া সুসিদ্ধ না হইলে পাছে পরে প্রকাশ হইয়া স্বীয় কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে রমণীশিরোরত্ন! আমি এক্ষণে জানিলাম যে আপনার রূপ যেমত, গুণও ততোধিক এবং প্রেম যে কি অমূল্য ধন তাহা আপনিই চিনিয়াছেন অতএব এক্ষণে চিত্তের ব্যাকুলতা দূর করিয়া আমার সমভিব্যাহারে আগমন করুন। সেই সুলোচনাও আপনার বদন সুধাকর দর্শনাবধি তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় ভবদীয় সমাগমরূপ বারি প্রতীক্ষা করিতেছেন। যুবরাজ তাহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে যার পর নাই আনন্দিত ও সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন সুন্দরি! ভাগ্য কি আমার প্রতি ঈদৃক্ অনুকূল! যে সেই চিত্তহারিণী আমার প্রেমাভিলাষিনী?—ইহা কোন ক্রমেই আমার বিশ্বাস হইতেছে না। বোধ হয় আমার অযোগ্য আশা জন্য তুমি পরিহাস করিতেছ। যুবতী ঈষৎ হাস্য করত কহিল মহাশয়! আপনার যে প্রকার চিত্তের গতি দেখিতেছি তাহাতে প্রত্যক্ষ দর্শন না করিলে মদীয় বাক্যে বিশ্বাস হওয়া দুরূহ। অতএব আর বিলম্বের কি প্রয়োজন। আমার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেই সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন। অনন্তর যুবরাজ আর কোন প্রত্যুক্তি না করিয়া পরমসন্তোষ চিত্তে তৎক্ষণাৎ

তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যুবতী সেই বৃহৎ অট্টালিকার একটী গুপ্ত খট্‌কি উন্মুক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় যাইবামাত্র যুবরাজ দেখিতে পাইলেন সেই চিত্তহারিণী অপূর্ব্ব সুবর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি সখিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্টা রহিয়াছেন। তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্য দর্শন মাত্র তিনি চৈতন্য শূন্য হইয়া ভূতলে পড়িলেন। সখিগণ তখনি তাঁহাকে উত্তোলন করিল। তরুণী তাঁহার ঈদৃক্ ভাবাবলোকনে হাস্য করিতে করিতে তদীয় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে বসাইয়া নানাবিধ কথোপকথন ও হাস্য কৌতূক করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে তাঁহাকে লইয়া অপর এক গৃহে গমন করিলেন। তথায় নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী পাত্রে পরিপূর্ণ ছিল, তাহা সকলে একত্রে বসিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে সখিগণ যুবরাজ সহ ক্ষণকাল প্রেমরসালাপনে অতিবাহিত করিয়া সকলে নিজ নিজ বাসগৃহে গমন করিলে নিতম্বিনী যুবরাজ সঙ্গে রস রঙ্গে নিশা বঞ্চন করিতে লাগিল। পরে শর্ব্বরী শেষ হইবার অনতিক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহাকে এক প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনে অচৈতন্য করিয়া সখিগণকে আহ্বান পূর্ব্বক লইয়া যাইতে আদেশ করিল। তাহারা তদীয় আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে একখানি বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া মৃত দেহের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া নগরপ্রান্তস্থিত একটী সমাধিস্থানে নির্দ্দয় চিত্তে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল।

এস্থলে পাঠকগণ এই অপবিত্র চরিত্রা নিষ্ঠুর কামিনী কে?

এবং তাহার ঈদৃক্ নির্দ্দয়তাচরণের তাৎপর্য্যই বা কি ইহা জানিতে কৌতুকাবিষ্ট হইতে পারেন এতদর্থে অগ্রে তাহার পরিচয় প্রদান করা কর্ত্তব্য। তিনি উক্ত দেশীয় রাজমন্ত্রীর কন্যা, উহাঁর রূপের পরিচয় আর অধিক কি দিব, বোধ হয়, জগৎস্রেষ্টা তৎসৃজিত সমস্ত সৌন্দর্য্য একাধারে দর্শন করিবার জন্যই ঐ রমণীরত্ন সৃজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ঈদৃক্ জগৎমনোমোহিনী রূপমাধুরী সত্বেও কৌমার্য্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ঐ উদ্যান বাটীতে কতিপয় সহচরী সহ বাস করিতেন তজ্জন্য তিনি তদ্দেশবাসী জনগণের দেব দেবী তুল্য পূজনীয়া ছিলেন। তাঁহার বাক্যের উপর লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তিনি যাহা কহিবেন তাহার কখন অন্যথা হইবে না। অবশ্যই ঘটিবে। এই কুসংস্কারবশতঃ অনেকেই অভীষ্টকার্য্যের শুভাশুভ ফল জ্ঞাত হওনাভিলাষে তন্নিকটে আগমন করিত এবং তদীয় পিতা তাহার তত্ত্বাবধারণার্থ এক একবার আসিতেন। এবম্বিধায় সেই ললনা দিবসে ধর্ম্মার্চ্চনার কতকগুলিন মিথ্যা আড়ম্বর করিয়া বসিয়া থাকিত পরে দিবাবসান সময়ে গবাক্ষে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রকৃত ইষ্ট সাধনার্থ মনোমত নায়ক অন্বেষণে নিযুক্তা হইত, কিন্তু এই দুশ্চরিত্রতার বৃত্তান্ত প্রকাশ হইলে জনসমাজে যারপর নাই হাস্যাস্পদ ও রাজ দ্বারে দণ্ডার্হ হইবে বলিয়া স্বদেশীয় যুবতীজনরঞ্জন মনোহর রূপলাবণ্যবিশিষ্ট নবীন পুরুষ হইলেও তৎসঙ্গে স্বাভিলাষ সাধনে নিবৃত্ত থাকিত। ভিন্নদেশীয় সুপুরুষ দর্শন করিলেই তাহাকে সহচরিগণ দ্বারা আহ্বান করিয়া তৎসঙ্গে সুখে যামিনী যাপন

করিত কিন্তু পরিশেষে সকলকেই যুবরাজ সম দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে হইত। সে কাহারও প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকিত না। ঐ উদ্যানটী নগর প্রবেশ পথের সম্মুখস্থিত হওয়াতে বিদেশীয় ব্যক্তিগণ নগর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র উহা সর্ব্বাগ্রেই দৃষ্টিপথে পতিত হইত এবং পরে কেহবা শ্রান্তি দূর করণার্থ, কেহ বা দর্শনে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেন সুতরাং ঐ দুর্ব্বিনীতার নায়কাভাবে অভীষ্ট পুরণের কখন ব্যাঘাত ঘটিত না।

এদিকে বয়স্যগণ একটি পান্থনিবাস সত্বরে স্থির করণানন্তর যুবরাজকে আহ্বানার্থ উদ্যান মধ্যে আসিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে না পাওয়াতে আশ্চর্য্য হইয়া নগর মধ্যে ইতস্তত সমস্ত রজনী অন্বেষণ করিতে করিতে প্রত্যুষে একটী সমাধিস্থানের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিলেন অদূরে একটী মৃতদেহ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত পতিত রহিয়াছে তদ্দর্শনমাত্র সকলেরই মনোমধ্যে সন্দহ উপস্থিত হওয়াতে উহার বদনের আচ্ছাদন উন্মোচন করিবামাত্র দেখিলেন যাঁহার জন্য তাঁহারা চিন্তাকুলচিত্তে সারানিশি পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন তাঁহারই এই দশা,এতদবলোকনে সকলেই ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে শোকবেগ কিঞ্চিৎ সংবরণ পূর্ব্বক শবাকারে পতিত প্রিয় নৃপনন্দনের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া নয়ননীরে ভাষিতে ভাষিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন ভাই। আমাদিগের আর গৃহে যাইবার কি প্রয়োজন ? যখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বয়স্যকে হারাইয়াছি তখন সংসারাশ্রমে

আর কি সুখ পাইব ? এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই বা নৃপতিকে কিরূপে এই বক্ষ বিদারণ সংবাদ দিব। অতএব চল, নিবিড় বনমধ্যে গিয়া ফল মূল ভক্ষণ করত জীবনাবশেষ করি অথবা আইস, হলাহল ভক্ষণ করত বয়স্যের পশ্চাদ্গামী হই। এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিলেন যুবরাজের একটী হস্ত ঈষৎ সঞ্চালিত হইল। ইহাতে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করাতে জীবন শূন্যের কোন চিহ্নই অবলোকন করিলেন না। পরে নাসিকারন্ধ্রে হস্ত দিয়া দেখিলেন যে নিশ্বাসও বহিতেছে তখন তাহাদিগের নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে যুবরাজ জীবিত আছেন। অনন্তর নিকটস্থ একটী কুপ হইতে তৎক্ষণাৎ বারি আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় নয়নে সেচন ও নানাপ্রকার সুশ্রুষা করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার দিব্য চৈতন্য হইল কিন্তু চেতনা প্রাপ্তিমাত্র সচকিতে গাত্রোত্থান করিয়া বয়স্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা এখানে কেন ? এই বলিয়াই একবার চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করত পুনর্ব্বার অচৈতন্য হইলেন। ইহাতে তাঁহার বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পুনরায় পূর্ব্বরূপ সুশ্রুষা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে পুনর্ব্বার তাঁহার চৈতন্য হইল কিন্তু বয়স্যগণের সহিত কোন বাক্যালাপ করিলেন না তখন তাঁহারা কি করেন সকলেই বলিলেন যে এই অপরিচিত দেশে ইহাঁকে ইদৃক অবস্থায় লইয়া আমাদিগের এক মুহূর্ত্ত কালও থাকা কর্ত্তব্য নহে, পরে সকলেই স্বদেশ প্রত্যাগমনে স্থিরিকৃত হইয়া

তদ্দণ্ডেই যাত্রা করিলেন এবং দিবা নিশী অবিশ্রান্ত পর্য্যাটন করতঃ অতি স্বল্পকাল মধ্যেই স্বরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন।

নৃপতি তনয়ের প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রবণে পরম পুলোকিত হইয়া মন্ত্রীকে তদীয় কুশলবার্ত্তা জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে রাজ কুমারের বয়স্যগণ তাঁহার নিকট বিষণ্ণচিত্তে উপস্থিত হইয়া তদীয় চরণ বন্দনানন্তর পথিমধ্যে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্‌বৃত্তান্ত সমস্ত বিদিত করিয়া কহিলেন যে তদবধি তাঁহাদিগের প্রিয় নৃপনন্দন অহর্নিশী একাকি বসিয়া প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন কাহারও সহিত বাক্যালাপ কিছুই করেন না। নৃপতি এতদ্‌শ্রবণে যদিও অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন তথাপি তাঁহারা যে রাজকুমারকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তজ্জন্য ভুয় ভুয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন তদনন্তর তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সুতঃ! তোমাদিগের বাক্য শ্রবণে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে তদীয় চিত্তের ঈদৃশ ভাবান্তরের অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে তাহা তোমরা ব্যতিরেকে আর কেহই জানিতে পারিবেনা। কারণ তোমাদিগের নিকট তাঁহার গোপনীয় কিছুই নাই অতএব উক্ত কারণটি সত্বরে বিদিত হইবার জন্য বিশেষ রূপ যত্ন করিবে। এই বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলেন।

বয়স্যগণ নৃপতির নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজ কুমারের মনোভাব পরিজ্ঞাত হওনার্থ কতিপয় দিবসাবধি নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য

হইতে না পারাতে অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া একদিবস সকলে একত্রে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া স্তুতি মিনতি পূর্ব্বক কহিলেন সখে! আপনি অর্হনীশী এই প্রকার বিষন্ন চিত্তে থাকাতে আমরা যে কিরূপ মনঃক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছি তাহা আপনাকে বাক্য দ্বারা আর কি জানাইব। আমরা যখন আপনার সুখসুশ্রুষার্থ জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছি তখন আমাদিগের নিকট ভবদীয় চিত্তের দূর্ভাবনা অপ্রকাশ রাখিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে একবার করুণা পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলেই তদ্‌মোচনার্থ প্রাণপনে যত্নবান হই। নৃপনন্দন বয়স্যগণের এইরূপ বাক্যে করুণার্দ্র হইয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন সখে! তোমাদিগের নিকট আমার অপ্রকাশ্য কি আছে কিন্তু এই উপস্থিত মনঃ ক্লেশ দূরকরণ তোমাদিগের সুসাধ্য নহে বলিয়াই আমি কাহার নিকট প্রকাশ করিব এমত ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এক্ষণে তোমাদিগের অনুরোধে আমাকে প্রকাশ করিতে হইল। তদনন্তর সে রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে আমার অবশ্যই কোন অপরাধ হইয়া থাকিবে তজ্জন্যই সেই চিত্তহারিণী আমাকে তদ্দশাপন্ন করিয়াছিলেন। বয়স্যগণ তখন তাঁহাকে অত্যন্ত বিষাদিত দর্শনে আর কিছুই না বলিয়া বিদায় হইলেন।

পুরুষ-প্রবোধিনী।

পরদিন প্রত্যুষে বয়স্যগণ রাজকুমার সমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে নৃপনন্দন! আমরা সকলেই বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম সেই ললনাটী কখন সচ্চরিত্রা নহে। সে স্বীয় দুশ্চরিত্রতা ঢাকিবার জন্য আপনাকে তদ্দশাপন্ন করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা এই কথা কহিবামাত্র যুবরাজ কহিলেন, বন্ধুগণ! সেই চিত্তহারিণীর মধুর ভাব দর্শন না করিয়া অকারণ তাঁহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। এতচ্ছ্রবণে বয়স্যগণ কহিলেন, সখে! আপনি নিঃসন্দেহ তদীয় কুহকজালে পতিত হইয়াছেন অতএব আমরা স্ত্রীজাতির আশ্চর্য্য চরিত্রের বিষয় বর্ণন করিতেছি করুণা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তাহা হইলে আপনার এ ভ্রম একেবারেই বিদূরিত হইবে।

সখে! বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বাধিপতি মানবজাতিকে জ্ঞানরত্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং এই জাতির ইহকাল ও পরকালের সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মনামে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার অমৃতময় ফলাস্বাদনের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য সে মনুষ্যনামের মহত্ব রাখিয়া সেই পবিত্র ফললাভে সমর্থ হইতে পারে কি না তদ্‌পরীক্ষার্থ তিনি ঐ বৃক্ষটিকে লোভমোহাদিরূপ নানা প্রকার কণ্টক দ্বারা আবৃত করিয়া নারী এবং অর্থ দুইটিকে তাহার প্রহরিতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে নারীই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টাভিসন্ধি সহযোগে ঐ ফল লাভের বিঘ্ন উৎপাদন করে। মনুষ্য যখন বিদ্যা দ্বারা তাহার জ্ঞানরত্নকে মার্জ্জিত করিয়া ঐ বৃক্ষটির ফলভক্ষণের আশয় তৎসান্নিধ্যে গমন করে, তখন সে মোহিনী মন্ত্র প্রভাবে তাহার জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়া লয়, এবং কেবল জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না,

পুরুষ-প্রবোধিনী।

পরদিন প্রত্যুষে বয়স্যগণ রাজকুমার সমীপে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন হে নৃপনন্দন! আমরা সকলেই বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম সেই ললনাটী কখন সচ্চরিত্রা নহে। সে স্বীয় দুশ্চরিত্রতা ঢাকিবার জন্য আপনাকে তদ্দশাপন্ন করিয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহারা এই কথা কহিবামাত্র যুবরাজ কহিলেন, বন্ধুগণ! সেই চিত্তহারিণীর মধুর ভাব দর্শন না করিয়া অকারণ তাঁহার প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে। এতচ্ছ্রবণে বয়স্যগণ কহিলেন, সখে! আপনি নিঃসন্দেহ তদীয় কুহকজালে পতিত হইয়াছেন অতএব আমরা স্ত্রীজাতির আশ্চর্য্য চরিত্রের বিষয় বর্ণন করিতেছি করুণা পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। তাহা হইলে আপনার এ ভ্রম একেবারেই বিদূরিত হইবে।

সখে! বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বাধিপতি মানবজাতিকে জ্ঞানরত্ন দ্বারা ভূষিত করিয়া বিশ্বসংসারের সমস্ত প্রাণিবর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন এবং এই জাতির ইহকাল ও পরকালের সুখের নিমিত্ত ধর্ম্মনামে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার অমৃতময় ফলাস্বাদনের সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য সে মনুষ্যনামের মহত্ব রাখিয়া সেই পবিত্র ফললাভে সমর্থ হইতে পারে কি না তদ্‌পরীক্ষার্থ তিনি ঐ বৃক্ষটিকে লোভমোহাদিরূপ নানা প্রকার কণ্টক দ্বারা আবৃত করিয়া নারী এবং অর্থ দুইটিকে তাহার প্রহরিতা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, এই উভয়ের মধ্যে নারীই স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ দুষ্টাভিসন্ধি সহযোগে ঐ ফল লাভের বিঘ্ন উৎপাদন করে। মনুষ্য যখন বিদ্যা দ্বারা তাহার জ্ঞানরত্নকে মার্জ্জিত করিয়া ঐ বৃক্ষটির ফলভক্ষণের আশয় তৎসান্নিধ্যে গমন করে, তখন সে মোহিনী মন্ত্র প্রভাবে তাহার জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়া লয়, এবং কেবল জ্ঞানরত্ন হরণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না,

পুনর্ব্বার তাহার শরীরকে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ শরে বিদ্ধ করিয়া যাবজ্জীবন ব্যথিত করিতে থাকে ও স্বীয় সুখ সম্ভোগার্থ তদীয় অর্থপিশাচী সখী দ্বারা তাহাকে অকিঞ্চিৎকর অনিত্য সুখভোগের আশায়ে আশ্বাসিত করে। তদনন্তর প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও চৌর্য্যবৃত্তি নাম্নী কয়েকজন পরিচারিকাকে তাহার সাহায্যার্থ সমভিব্যাহারে প্রেরণ করে। যে পুরুষ রমণীর কুহকে পতিত কিম্বা স্মরশরে ব্যথিত না হইয়া ধর্ম্মবৃক্ষের অমৃতময় ফলাস্বাদনে দৃঢ়রূপে যত্নবান্ হন, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী এবং তিনিই অন্তে অনন্তকাল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করেন।

হে নৃপনন্দন! এই অখিলব্রহ্মাণ্ডমধ্যে নারীর ন্যায় পাপাচারিণী আর কে আছে? নারী সকল সংশয়ের আশ্রয়, সকল দোষের আস্পদ্, অপ্রত্যয়ের পাত্র, কপটের নিলয় এবং সর্ব্ব প্রকার মায়ার আধার। সংসারে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যে তৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। স্ত্রীজাতি উপপতির সন্তোষ লাভার্থ কিম্বা নির্ব্বিঘ্নে

উপপতি সম্ভোগ লালসায় অনায়াসে স্বীয় স্বামির অমূল্য জীবন ধন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে বিমুখী হয় না। তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগেচ্ছা অতীব আশ্চর্য্য, যিনি তাহাদিগের যথার্থ প্রেমাভিলাষী হইয়া নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করেন, তাহারা তাঁহার প্রতি বিরক্তা, কিন্তু আপনারা যৎপরোনাস্তি ক্লেশ স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করিয়া অতি কদাকার নীচ এবং যথার্থ ঘৃণাস্পদ্ ব্যক্তিকে অকাতরে প্রেম-সুধা দান করে। নারী জাতির চরিত্র কখনই পবিত্র থাকে না, তাহারা স্বামিকে প্রতারণা করিয়া স্ব স্ব উপকান্তের সহিত মিলিত হয়: কিন্তু তাহাদিগের চিত্ত নবদলগত তোয়বিন্দুর ন্যায় অস্থির বলিয়া প্রেমেরও কখন স্থিরতা থাকে না। দেখ, বাল্যকালে তাহারা পুত্তলিকার-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া অহর্নিশ তাহারই বেশ বিন্যাসে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু অদ্য যেটিকে প্রাণপণে যত্ন করে, কল্য অপর একটি প্রাপ্ত হইলে সেটিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতনটির প্রতি মনোনিবেশ করে। এইরূপে পুত্তলিকা লইয়া পুরু-

যের সহিত ভবিষ্যতে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার পূর্ব্বানুশীলন করে। তদনন্তর যৌবনকালে উত্তীর্ণ হইলে পুরুষের প্রেমাধিনী হয় এবং পূর্ব্বে নির্জীব পদার্থ লইয়া যেরূপ ক্রীড়া করিয়াছে, বর্ত্তমানে মানবগণের সহিত অবিকল তদ্রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। পতির নিকট কপট সতীত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু তাহাদিগের নয়নতৃপ্তিকর নূতন পুরুষ দেখিবামাত্রই তাহার প্রেমাভিলাষিনী হয় এবং যখন যাহার প্রেমানুরক্তা হয় তখন তাহাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম জ্ঞান করে। তদনন্তর বার্দ্ধক্য আসিয়া যৌবনগর্ব্ব খর্ব্ব করিলে কাযে কাযেই পূর্ব্বরূপ ব্যবহার সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য প্রেম আশ্রয় করে। কিন্তু কোন প্রেমেই চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারে না।

পুরুষগণ, কেহবা যুদ্ধবিগ্রহে, কেহবা অর্থোপার্জ্জনে, কেহবা প্রকৃত সুখান্বেষণে এবং কেহবা নিয়তই রঙ্গরসে অনুরক্ত, কিন্তু স্ত্রীজাতির শৃঙ্গাররস-সম্ভূত সুখই কেবল সারজ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত সুখ লাভের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ব্যতিরেকে

অন্য কোন উপায় না থাকাতে কখনই সুখী হইতে পারে না, কারণ তরুণাবস্থায় আপনাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠবে আপনারা গর্ব্বিত হইয়া তাহাদিগের সৌন্দর্য্যরূপ কুহকজালবদ্ধ পক্ষীর প্রতি যত্ন না করিয়া অপর পক্ষী ধৃত করিতে চেষ্টা করে এবং সেটিকেও জালবদ্ধ করিয়া অন্য একটির প্রতি ধাবমান্ হয়। এইরূপে যত পক্ষী ধৃত হয় কোনটিরই প্রতি যথার্থ প্রেম প্রদর্শন করে না, কিন্তু কামিনীর সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় অতি স্বল্পকাল স্থায়ী, উক্ত স্বল্পকাল মধ্যে পুরুষগণ তৎকর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিষ্পীড়িত হয়। নির্ব্বোধ নৃপতিগণ কামিনীর সংসর্গদোষে অল্পদিন মধ্যেই রোগাক্রান্ত বা হীনবল হইয়া যেরূপ মহাক্লেশে জীবন যাপন করেন, নারীগণও সৌন্দর্য্যহীন হইলে ঐরূপ সকলের ঘৃণার্হ হইয়া যৎপরোনাস্তি শারীরিক ও মানসিক ক্লেশে জীবনাবশেষ করে।

নারীজাতি, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং প্রখর মনীষা ঐ দুইটি স্বভাবসিদ্ধ গুণ থাকাতে বাল্যকালাবধি

উহার সাহায্যে কেবল পুরুষকে প্রতারণা করিতে শিক্ষা করে, পরে তরুণাবস্থায় এত দূর কৃতকার্য্য হয় যে, বিবিধ শাস্ত্রাধ্যাপক পরম ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও তাহাদিগের কুহকজালে নিপতিত হন। হায়! মায়াবিনী কামিনীগণ বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া পুরুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, দয়া, ধর্ম্ম, সকলই হরণ করে। পরে তাহাকে বাজিকরের পালিত পশুর ন্যায় এই সংসাররূপ রঙ্গনাট্যালয়ে লইয়া নানা প্রকার কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির ন্যায় অবিশ্বাসিনী এই ভূমণ্ডলমধ্যে আর নাই। তাহাদিগের অবিশ্বস্ততাতে পুরুষের পক্ষে সংসার অরণ্যসম হইয়াছে। পুরুষ তাহাদিগকে অবলা জানিয়া এবং তাহাদিগের অঙ্গসৌষ্ঠবে মুগ্ধ হইয়া বিবেচনা করেন যে, রমণীর সহিত প্রেম করিলে সংসারযাত্রা মহাসুখে কাটাইতে পারিবেন এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে এই ভারভূত দেহ যাবজ্জীবন বহন করা অপেক্ষা শীঘ্রই ত্যাগ করা শ্রেয়। মনোমধ্যে এইরূপ

পর্য্যালোচনা করিয়া তদীয় প্রেমলাভার্থ জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কল্প করেন। পরে অনেক যত্নে যদ্যপি কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে যত দিন ভ্রম দূর না হয়, তত দিন আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞানে আনন্দপ্রবাহে সন্তরণ দিতে থাকেন এবং ধন, মান, জীবন পর্য্যন্ত তাহার হস্তে সমর্পণ করেন। কিন্তু কামিনীগণ কি বিশ্বাসঘাতিনী! তাহারা এমন সরলহৃদয় পতির, অর্থনাশ পূর্ব্বক পথের ভিকারী করিয়া পরকীয় রসপানে মত্ত হয়, কেহবা পরপ্রেমাভিষিক্ত হইয়া স্বীয় পতিকে হলাহল ভক্ষণ করাইয়া শমনভবনে প্রেরণ করে, কেহবা সুষুপ্ত পতিকে সুতীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া উপকান্তসহ মনের সুখে কালাতিপাত করে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগের অবিশ্বস্ততাচরণে পুরুষ যে কত প্রকারে নিগৃহীত হয়, তদ্বর্ণনে বর্ণনী বিবর্ণ হয়। তজ্জন্য দূরদর্শী বুধগণ কহিয়াছেন যে, যুবতী নারী, সসর্প গৃহ আর কপট মিত্র, ইহাদিগকে বিশ্বাস করা, আর জ্ঞানতঃ কৃতান্তমুখে হস্তক্ষেপ করা দুই সমতুল্য।

ভূমণ্ডলে যত প্রকার হিংস্র জীব জন্তু আছে, তন্মধ্যে স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হিংস্রক বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যেহেতু শ্বাপদ জীবগণ, কতকগুলি স্ব স্ব উদর পূরণার্থ আর কতকবা আত্মরক্ষার্থ মানবের জিঘাংসা করে। কিন্তু কামিনীগণ নিরর্থক হিংসাবশ-বর্ত্তিনী হইয়া মানবের যে কত প্রকার অনিষ্ট করে, তাহা প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। সংসারে যে কোন প্রকার গৃহবিচ্ছেদ হয়, তাহা-দিগের হিংসাই তাহার মূলীভূত কারণ। পরম-বন্ধু সহোদর ভ্রাতার সহিত কামিনীগণ কেহ স্বীয় পতির বিচ্ছেদ করিয়া, কেহবা পিতাকে সন্তানের প্রতি স্নেহবর্জ্জিত করিয়া, কিম্বা সন্তানকে পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও স্নেহবর্জ্জিত করত চিরবিরোধোৎপত্তি করিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করে, কেহবা পতির যদি কোন সুহৃদ্ থাকে, তৎকর্ত্তৃক তাহার প্রভুত্বের লাঘবতা, কিম্বা উপকান্তসহ সম্মিলনের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে পতির নিকট অহর্নিশি তদীয় বিরুদ্ধে মিথ্যা

দোষারোপ করিয়া সৌহার্দ্দ বিচ্ছেদ করত পতিকেই মহাবিপদ্‌গ্রস্ত করে। তাহাদিগের পরস্পর বিদ্বেষ ভাবের বিষয় আর বর্ণন করি-বার আবশ্যক নাই, তাহাদিগের স্বশ্রেণীস্থ অপরাপর অঙ্গনাগণের সহিত কখন ঐক্য হয় না, পরস্পর বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে মৌখিক সমব্যথিত ভাব প্রকাশ করে বটে, কিন্তু অন্তরে মহা সন্তুষ্ট হয় এবং অন্যের কোন অপযশ হইলে উক্ত অপযশ সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়া আরও তাহাকে লজ্জিতা করিতে পারিলে মহা-আনন্দানুভব করে। এইরূপ তাহারা পরস্পরের সুখসৌভাগ্যের এতাদৃশ দ্বেষ করে যে, হিংসা পরবশ হইয়া আপনারা কখন মনের সুখ প্রাপ্ত হয় না।

রমণীগণ অর্থই জগতের সার পদার্থ জ্ঞান করে, তজ্জন্য অর্থের এরূপ বশীভূত যে, তাহারা অকিঞ্চিৎকর অর্থলোভে স্বীয় পতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধনসম্পন্ন পুরুষত্বহীন বৃদ্ধ অথবা চিররো-গীকেও অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রেমালিঙ্গন করে, কিন্তু

স্বাভিলাষ সাধনার্থ নিরন্তর তাহার মৃত্যু কামনা করিতে থাকে, পরে তাহার মৃত্যু হইলে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের মনোমত নায়ক সঙ্গে প্রেমরসপানে মত্ত হয়। পতি যদ্যপি নির্ধন হন, তাহা হইলে ভার্য্যার কখন প্রিয় হইতে পারেন না, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক যে সুখ আশা করিয়াছিলেন তাহাতে নিরাশ হইয়া অহর্নিশি তদীয় তিরস্কার ও গঞ্জনা সহ্য করত যৎপরোনাস্তি মনঃক্লেশে কালাতিপাত করেন, কেহবা সংসারাশ্রম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন। পতির যদ্যপি কিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে সম্ভবাসম্ভব বিবেচনা না করিয়া নিত্য নিত্য নূতন নূতন সচঞ্চল চিত্তোদ্ভাবিত অভিলাষ সংপূরণে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি যদি কোন বিষয় আপনার সাধ্যাতীত জানিয়া সংপূরণে অসম্মত হন, তাহা হইলে মধুর সম্ভাষণ দ্বারা আনন্দবিহ্বল করিয়া কখনবা বিলাপসূচক উক্তি অথবা ক্রন্দন দ্বারা তাঁহার চিত্তকে আর্দ্র করিয়া কখনবা অভি-

মান করিয়া তাহাকে উক্ত কার্য্যে অনুরক্ত করে। অন্ধ যেমন সমস্ত জগতীস্থ জীবমাত্রকেই অন্ধ দেখে, সেইরূপ কামিনীগণ আপনারা অবিশ্বাসিনী বলিয়া সকলকেই তদ্রূপ জ্ঞান করে, তজ্জন্য পতির নিকট হইতে যে কোন প্রকারে হউক, কিঞ্চিৎ অর্থ হস্তগত করণে নিয়তই সচেষ্টিত থাকে। এ দিকে পতি প্রিয়তমার মনস্তুষ্টিকর কার্য্য করিতে করিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলে, প্রিয়তমা নূতন প্রিয়জনান্বেষণ করিতে থাকেন, সুতরাং তাঁহার প্রতি আর পূর্ব্বরূপ ব্যবহার করণে তাদৃশ অনুরাগ থাকে না। ভ্রমান্ধ পতি অর্থাভাবে প্রেয়সীর মনোমত কার্য্য করণে অক্ষম হওয়াতে তাহার পূর্ব্বভাবের অভাব হইয়াছে জানিয়া ঋণ গ্রহণ করত কিম্বা চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তদীয় সন্তোষ লাভ করেন। পরে ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইলে কিম্বা চৌর্য্যবৃত্তিতে ধৃত হইলে রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইয়া কারারুদ্ধ হন। অর্থশোষিণী কামিনীগণ পতিকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হয় না বরং পতির

আলয়ে নির্ব্বিঘ্নে উপপতি সম্ভোগ হইবে বলিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্না হয়। পতি যদ্যপি ভবাদৃশ অক্ষয় ধনসম্পন্ন হন, তাহা হইলে অর্থলালসায় যদিও চিরকাল একত্রে থাকে, তথাপি স্রোতস্বতী যেমন পর্ব্বত শিখরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াও নীচগামিনী হয়, তাহারাও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ নীচ প্রবৃত্তি হইতে কখন নিবৃত্ত হইতে পারে না, পতির অধীনস্থ দাস, ভৃত্য কিম্বা অমাত্যবর্গের সহিত গুপ্ত প্রেমে রত হয়।

রমণীগণ স্বভাবতঃ ক্ষীণপ্রকৃতি, স্বয়ং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণে অক্ষম জানিয়া পুরুষের সাহায্য অবলম্বন করে, কিন্তু পুরুষের উপর প্রাধান্য লাভ করিব এই ইচ্ছাটী তাহাদিগের অন্তরে বলবতী থাকাতে পুরুষের নিকট প্রকাশ করে যে, পরমেশ্বর তাহাদিগকে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি প্রদান করাতেই কাযে কাযেই তাহার সাহায্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হয় তাহাদিগের উক্ত প্রধানত্ব লাভের তাদৃশ কোন গুণ নাই বলিয়া তাহারা বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে পুরু-

ষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের অভীষ্ট সাধন করে। অনিপুণ চিত্রকর যেমন তাহার অনৈপুণ্য ঢাকিবার জন্য তদঙ্কিত চিত্রকে নানা বর্ণে রঞ্জিত, অথবা নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভুষিত করে; কামিনীগণও সেইরূপ আপনাদিগের বিকৃতাঙ্গ সকল ঢাকিবার জন্য বিচিত্র বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা বেশ বিন্যাস করিতে সমধিক যত্নবতী হয়। অতএব তাহাদিগের সৌন্দর্য্য বিবিধ বর্ণে বিচিত্রিত মৃত্তিকাবিনির্ম্মিত কোন পদার্থের সদৃশ, ঐ মৃণ্ময় বস্তুটিকে ধৌত করিলে যেমন উহার প্রকৃত বিকৃতাবস্থাপ্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ তাহাদিগকেও অনাবৃত করিলে আর পূর্ব্বরূপ মোহনীয়তা থাকে না; কিন্তু মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! পুরুষ একবার তাহাদিগের কৃত্রিম রূপ অবলোকন করিয়াই মহামোহে অন্ধ হন, সুতরাং তখন তাঁহার আর কিছুই অরমণীয় জ্ঞান থাকে না; বস্ত্রাচ্ছাদিত কদর্য্য স্থান সকল সৌন্দর্য্যের অবয়ব স্বরূপ জ্ঞানে, উরঃস্থিত মাংস পিণ্ডদ্বয়কে কুচ-কলিকা বলিয়া আলিঙ্গন করেন;

লালরসদূষিত মুখমণ্ডল আসবযুক্ত চষকের ন্যায় লেহন করেন এবং অপবিত্র ক্লেদযুক্ত স্থান বিশেষে রমণ করিয়া থাকেন। সখে! এবম্ভূত নিন্দিত কলেবরে কেবল মূর্খ [illegible]গণই আসক্ত হইয়া [illegible] এব তাদৃশ বিবেকী জ্ঞানিগণের [illegible] তাহাতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য।

বয়স্যগণের এইরূপ জ্ঞানপূরিত হিতবাক্যগুলি শ্রবণকালীন যুবরাজ কোন বৈরক্তি প্রকাশ না করাতে তাঁহারা সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, নৃপনন্দন এতক্ষণ পর্য্যন্ত যখন আমাদিগের প্রবোধবাক্যে কোন অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া বরং মনোনিবেশ পূর্ব্বক কর্ণপাত করিলেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তদীয় হৃদয়মন্দিরে সহসা সেই মায়াবিনী কামিনী প্রবেশ করিয়া মানবদেহের সার পদার্থ জ্ঞানরত্ন অপহরণ করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছিল, এক্ষণে আমাদিগের প্রবোধবাক্যরূপ প্রহরীগণ তাঁহাকে মোহনিদ্রা হইতে কিয়ৎপরিমাণে জাগ্রত করাতে তিনিও কিঞ্চিৎ সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু ভাই! কামিনীগণ ঈদৃশ কার্য্যে বড়ই নিপুণা এবং পুরুষাপেক্ষাও বলিষ্ঠা, অতএব আমাদিগের যে কেবল ঐ বাক্যরূপ প্রহরীগণের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মোহনিদ্রার ঘোর একেবারে তিরোহিত না হয় এবং ঐ কুহকিনী হতাশ হইয়া তাঁহার হৃদয়াগার হইতে একেবারে প্রস্থান না করে, তদবধি আমরা প্রহরীগণের সহকারিতা করিবার জন্য উদাহরণস্বরূপ কতিপয় সহচর নিয়োগ করিব এবং বোধ হয় তাহাদিগের দ্বারাই আমাদের ইষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে। অপর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না, যেহেতু তাহারা দেহ ও মনের অগোচরে হৃদয়পুরে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিতে বিশেষ পারদর্শী। এবম্বিধায় তাদৃশ জনেরই সাহায্য গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু ভাই, একেবারে কতকগুলিকে এক দিবসে নিযুক্ত করিলে পাছে কোন বিপর্য্যয় ঘটে, তজ্জন্য আমরা প্রথমে একটিকে নিয়ো-

জিত করিব। পরে তৎকর্ত্তৃক অভীষ্টকার্য্য কত দূর সম্পাদিত হইয়াছে, দৃষ্টি করিয়া পর দিবস অপর একটিকে নিয়োগ করা যাইবে। এই স্থিরনিশ্চয় করিয়া তাঁহারা সে দিবস এতৎসম্বন্ধে আর অধিক আন্দোলনে নিবৃত্ত হইলেন।

প্রথম—উদাহরণ।

পরদিন অপরাহ্ণ সময়ে রাজকুমার স্বীয় ক্রীড়ামন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া বয়স্যগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা তথায় সমাগত হইয়া নৃপাত্মজের চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ হাস্য কৌতুক করিলেন। পরে অবসরক্রমে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! একটী অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা কহিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরে একটী সৎকুলোদ্ভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি অদৃষ্টের প্রতিকূলতাচ-

রণের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়দ্দিবস সমূহ কষ্টে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পূর্ব্বলুপ্ত মান সম্ভ্রম সকল পুনরুদ্দীপিত করিলেন, কিন্তু এই সুখ বহুকাল ভোগ করিতে পারিলেন না, যেহেতু তিনি অতি শীঘ্রই কালের করালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাঁহার পরলোকান্তে তদীয় পুত্র অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বয়সের স্বধর্ম্মে বিবিধ রসে রসিক হইয়া উঠিলেন। একদা তাঁহার কতিপয় বন্ধু বহুকালব্যাপক পর্য্যটনের পর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি সানন্দচিত্তে তাহাদিগের সঙ্গে একত্রে বসিয়া বিবিধ বিষয়ের কথোপকথন ও হাস্য কৌতুক করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্যগণ! তোমরা ত জগতের নানদেশ পরিভ্রমণ করিয়া বহুবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্তু সকল সন্দর্শনে নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছ,

যদি কোন স্থানে কোন আশ্চর্য্য ঘটনা তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, আমার নিকট ব্যক্ত কর। তাহারা এতৎশ্রবণে কহিলেন, তুরঙ্ক নগরে এক অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন, তাঁহার ভার্য্যার তুল্য সুন্দরী রমণী আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। সখে! তাঁহার রূপের কথা কি বলিব, সৌদামিনী তাঁহাকে দেখিয়া আপনাকে হীনকান্তি বিবেচনায় লজ্জিতা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মেঘাড়ম্বর দ্বারা বদনাবৃত করে। তিনি এই বাক্য শ্রবণ মাত্র ঐ প্রমদারে দর্শনলালসায় এরূপ চঞ্চলমনাঃ হইলেন যে, তৎপর দিবসেই তীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইব, বাটীতে প্রচার করিয়া সেই নগরে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবসান্তে উক্ত নগরে উপনীত হইয়া ঐ ভাগ্যধরের আলয় অন্বেষণ করণাভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে এক সুরম্য হর্ম্ম্যের সম্মুখীন হইলেন এবং হঠাৎ নেত্রোত্তোলন করাতে দেখিলেন, অট্টালিকার গবাক্ষে এক পরমা সুন্দরী নারী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্যে বিমোহিত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু নিতম্বিনী অনতিক্ষণ পরেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে তাঁহাকে সে সুখে বঞ্চিত হইতে হইল. সুতরাং তিনি বিষন্নচিত্তে বাসস্থানের অন্বেষণে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, বয়স্যাগণের মুখে যাহার কথা শুনিয়াছিলাম ইনিই সেই রমণীরত্ন হইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহাঁকে অবলোকন করিয়াই আমার চিত্ত চকোর তদ্‌প্রেমসুধাপানার্থ যেরূপ বিচলিত হইয়াছে যে, তদর্থ সংসারিক ভোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইলেও আমি তাহাতে নিবৃত্ত হইব না।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সেই নগরমধ্যেই এক গৃহস্থের ভবনে বাস করিয়া নিবাসকর্ত্তাকে ঐ কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, মহাশয়! উনি এক জন ভুবনবিখ্যাতা সুন্দরী, অস্মদ্দেশের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বনিতা। সে ব্যক্তি উহাঁর প্রেমে এমত

মুগ্ধ যে, ক্ষণেকের নিমিত্ত ঐ নারী তাঁহার নেত্র-পথের বহির্ভূত হইলে তিনি চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় বোধ করেন, এবং ঐ যুবতীও উহাঁর প্রতি ততোধিক ভক্তি করিয়া থাকেন।

যুবক পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে গৃহস্বামির সহিত তাহা ঐক্য হওয়াতে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু ঐ কুলকামিনীর প্রতি তাঁহার যে প্রণয়াভিলাষ জন্মিয়াছিল, তাহাতে কৃতকার্য্য হওনের কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারায় মহা চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর কতিপয় দিবস এই ভাবে বিগত হইলে, প্রেমাকাঙ্ক্ষা আরও উদ্রিক্ত হওয়াতে অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া মনে মনে কল্পনা করিলেন, ঐ ভাগ্যধরের ভৃত্যপদে নিযুক্ত হইয়া চিত্তহারিণীর মনস্তুষ্টিকর কার্য্য করিলে যদি তাঁহার প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহাও করিবেন। পরন্তু অন্য উপায়াভাবে তাহাই স্থিরীকৃত করিয়া নিজ ভৃত্য ও সহচরগণকে স্বদেশ প্রত্যাগমনে আদেশ প্রদান করিলেন এবং আপনি স্বীয় নাম ধাম সংগোপন পূর্ব্বক ছদ্মবেশে ঐ আঢ্যের সমীপে গমন করিয়া বিনীত বচনে কহিলেন, হে মহানুভব! আমি অতি দরিদ্র বিদেশী, অশনাভাবে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি বলিয়া ভবদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিতে একান্ত বাসনা করি, যদি কৃপা বিতরণ পুরঃসর কোন কার্য্যের ভারার্পণ করেন, তাহা হইলে জীবনোপায়ের জন্য আর দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হয় না। তাহার এবম্বিধ বচনে তদীয় চিত্তে করুণরসের আবির্ভাব হওয়াতে তদ্দণ্ডেই তিনি প্রধানামাত্যকে ডাকাইয়া তাহাকে পরিচারক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যুবক প্রভুর মনোরঞ্জনার্থ সাধ্যাতীত পরিশ্রম সহকারে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিল। প্রভু তাহাকে এতাদৃশ পরিশ্রমী ও কার্য্যক্ষম অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রতি গৃহের প্রায় সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিলেন এবং তজ্জায়া, যাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া তিনি এই দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তিনিও মনে মনে তাহার প্রতি সমা-

হৃষ্টা হওয়াতে যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একদা পতি মৃগয়ায় গমন করিলে, কুলটানব-ভৃত্যের পরিচয় বিদিত হইবার আশয়ে তাহাকে অক্ষক্রীড়া করিতে আহ্বান করিল। যুবক পূর্ব্বাবধিই মানস করিয়াছিলেন যে, এক দিবস কোন সুযোগে তাহার সহিত একত্রে বসিয়া কথোপকথন ও হাস্য কৌতুক করিতে পাইলে তাহাকে স্বীয় মনোভিলাষ জ্ঞাত করাইবেন। অতএব তিনি আহ্বান করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া সকল কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং মনোমোহিনীর আনন্দবর্দ্ধনার্থ পুনঃ পুনঃ স্বেচ্ছাক্রমে পরাজয় স্বীকার করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহাকে হৃষ্টচিত্ত বিলোকনে নিজ বাসনা পরিজ্ঞাত করণার্থ যদিও অতিশয় উৎসুক হইলেন, তথাপি সহসা ব্যক্ত করা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গী দ্বারা স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া তদীয় মন জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস

পরিত্যাগ ইত্যাদি নানা প্রকার মানসবিকারের চিহ্ন সকল প্রদর্শন করাইতে লাগিলেন। কামিনী তাঁহাকে হঠাৎ এই প্রকার বিকৃতভাবাপন্ন দর্শন করাতে কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধমনা হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্রীড়ায় বিরত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যুবকবর! তোমার অকস্মাৎ এই প্রকার চিত্তোদ্বেগের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি, অতএব তুমি কি জন্য এবম্ভূত বিষাদিত হইলে, তাহা আমাকে ত্বরায় বিদিত কর। তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু তরুণী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে কহিলেন, সুন্দরি! মদীয় বিষাদের প্রকৃত কারণ আপনার নিকট বলিবার নহে, তাহা হইলে এতক্ষণ অবশ্যই বলিতাম, অতএব আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে হইবে। এই প্রকার তিনি যত গোপন রাখিতে মিথ্যা যত্ন করিতে লাগিলেন যুবতীও শ্রবণার্থ তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর যুবক আর অধিক বিলম্ব করিয়া তাহার কৌতূহল বৃদ্ধি

করণ অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! আপনি যদি আমার নিকট শপথ করেন, যে এ বিষয় আর কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না, তাহা হইলে আমি ব্যক্ত করিতে পারি। নবীনা তাঁহার এতদ্বচনে কিঞ্চিৎ বৈরক্তি প্রকাশ পুরঃসর বলিল, তুমি কেন এত অবিশ্বাস করিতেছ? আমি শপথ করিতেছি যে, এবিষয় আমা কর্ত্তৃক আর কাহারও শ্রুতি-গোচর হইবে না। তখন তিনি আশ্বাসিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আপনার ইতিবৃত্ত সমস্ত বর্ণনানন্তর তদীয় পদ যুগল ধারণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। হে বিদ্যুৎবরণি! এক্ষণে সকলই ত অবগত হইলে। পরন্তু এ অধীন জনের প্রতি যদ্যপি অনুকম্পান্বিতা হইয়া ভবদীয় প্রেমামৃতপানে বঞ্চিত না কর, তাহা হইলে আমার এ জগতের সুখ ঐশ্বর্য্য সমুদায়ই সার্থক হয় নতুবা সাংসা-রিক ভোগে পুনঃ সুখোৎপত্তির সম্ভাবনামাত্র থাকিবে না। অধিকন্তু, তোমার প্রতি আমার যে প্রেমাকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা জীবনের সহিত

সংলগ্ন। উক্ত আশায় নিরাশ হইলে বোধ হয় দেহ পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া প্রাণপাখী পলায়ন করিবে। যুবতী তাঁহাকে দর্শন করিয়াই তদ্ প্রেমাসক্ত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সমভাবা-পন্ন কি না, পরিজ্ঞাত হওনাশয়ে স্বীয় আন্তরিক ভাব প্রকাশ করণে নিবৃত্তা ছিল। এক্ষণে তাহার ইতিবৃত্ত সমস্ত অবগত হইয়াও তাহাকে তাঁহার জন্য এতাদৃশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবলোকন করাতে প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধরা হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক কপোলচুম্বন পুরঃ-সর কহিল, যুবকবর! তোমার যে অবধি এখানে শুভাগমন হইয়াছে, তদবধি আমি জীবন যৌবন তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি, কিন্তু এতা-বৎকাল তোমার আন্তরিক ভাবের আবির্ভাব না হওয়াতে, কুলনারী লজ্জাপ্রযুক্ত কিছুই প্রকাশ করিতে পারে নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে যখন শুভসংমিলন হইল, তখন অভিলাষ পূরণার্থ আর অধিককাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। আমি অদ্যই উপায় স্থির করিব, তুমি রজনী

প্রহরেক গতে আমার শয়নাগারে আগমন করিও। যুবক তরুণীর এবম্বিধ বাক্যে কৃত-কৃতার্থ হইয়া তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করত সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর প্রভু সন্ধ্যা সমাগমে মৃগয়ায় নিবৃত্ত হইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন। পরে সমস্ত দিবসের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়াতে সত্বরেই পান ভোজনাদি করিয়া শয়ান হইলেন। স্বৈরিণী পতিকে ছলনা করিয়া নায়ক সঙ্গে সুখে রজনী বঞ্চনার্থ উপায় স্থিরীকৃত করিয়া অনতিক্ষণ পরে তদীয় পার্শ্বে শয্যা পরিগ্রহণ করিল। এ দিকে যুবক প্রণয়িনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চঞ্চলচিত্তে নিরূপিত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, অতঃপর দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার কিয়দ্বিলম্বে আস্তে আস্তে প্রভুর শয়নমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। দুঃশীলা তাহাকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিবামাত্র ইঙ্গীত দ্বারা তাহাকে স্বীয় পার্শ্বে শয়ন করিতে বলিল, কিন্তু তিনি প্রভুকে শয্যোপরি অবলোকন করাতে নিরাশ

হইয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলে সেই দুষ্টা পুনরপি হস্ত সঞ্চালন দ্বারা তদ্রূপ ইঙ্গীত করিল। যুবক যদিও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পাছে পরে অভীষ্ট লাভের কোন ব্যাঘাত ঘটে এতদাশঙ্কায় তাহাতে নিবৃত্ত হইয়া সভয়চিত্তে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র স্বৈরিণী হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক প্রেমালিঙ্গন করত তাহাকে স্বীয় পার্শ্বে শয়ন করাইল। অতঃপর পতিকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া উপপতির সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে বিহারকরণাশয়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গার্থ শয্যোপরি পদ সঞ্চালন ও তদীয় গাত্রে হস্ত প্রক্ষেপণ ইত্যাদি নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনন্তর তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে কিয়ৎক্ষণ অন্য অন্য বিষয়ের কথোপকথন পূর্ব্বক কহিল, প্রিয়তম! অদ্য তুমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ তজ্জন্য মৃগয়াবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আর অধিক ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে মন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে, যদ্যপি শ্রবণে তোমার বৈরক্তি

বোধ না হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পারি; পতি স্নেহবশতঃ তাহার এতদ্বচনে প্রত্যুত্তর করিলেন, প্রিয়ে! ভবদীয় বদননিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রবণে আমার বৈরক্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রান্তি দূর হইবে; অতএব তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করিয়া আমার শ্রবণোৎসুক কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর। পতির এতদ্বাক্য শ্রবণে যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, নাথ! তুমি বাটীর অমাত্যবর্গের মধ্যে কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও স্নেহ কর? তিনি কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি জ্ঞাত নহ যে, আমি নবভৃত্যকে ইদানী সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস ও স্নেহ করি এবং তজ্জন্য তাহারই প্রতি গৃহের সমস্ত কার্য্যের ভারার্পিত হইয়াছে, কিন্তু সে যাহা হউক, অকস্মাৎ তোমার ঈদৃশ প্রশ্ন করণের কোন ভাব বুঝিতে না পারায় চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইল। অতএব ত্বরায় ইহার কারণ ব্যক্ত করিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর। তখন সেই বিশ্বাসঘাতিনী কহিল, প্রিয়তম!

আমিও তাহাকে সৎলোক বিবেচনায় অত্যন্ত বিশ্বাস ও স্নেহ করিতাম, কিন্তু তাহার অদ্যকার দুশ্চরিত্রতা দেখিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইয়াছে এবং উক্ত ভয়ানক বিষয় যদিও তুমি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করিলেই তাহাকে যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই তথাচ তোমার সমক্ষে তাহার দুশ্চরিত্রতা প্রকাশকরণাভিলাষিনী হইয়া একটি উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি তাহাও শ্রবণ কর।

অদ্য তুমি মৃগয়ায় গমন করিলে আমি একাকী গৃহে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম, এমত সময়ে ঐ দুষ্ট সহসা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আমার পদতলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিল। হে সরোজনয়নে! ভবদীয় সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য অবলোকনাবধি আমাতে আর আমি নাই, কিন্তু কি করি, এতাবৎকাল মনোভাব প্রকাশ করণের কোন সুবিধা না পাওয়াতে কাযে কাযেই ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছিল। এক্ষণে কৃপাবিতরণ পুরঃ-

সর যদ্যপি এ তৃষিতচাতককে প্রেমবারিদানে পরিতৃপ্ত কর, তাহা হইলে ভবদীয় মনোরঞ্জনার্থ আমি জীবনপর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইতে পারি।

আমি তাহার এবম্বিধবাক্যে অত্যন্ত ভীত ও লজ্জায় জড়ীভূত হইয়া কি প্রত্যুত্তর দি চিন্তা করিতে লাগিলাম। কারণ, অস্বীকার করিলে যদি বল পূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট কারিয়া পলায়ন করে, তাহা হইলে আমি একাকিনী কি করিতে পারিব। এই ভাবিয়া ও তোমাকে প্রত্যক্ষ তাহার দুশ্চরিত্রতা দেখাইবার জন্য তৎকালে তাহার দুরাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করণে স্বীকৃত হওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচনায় কহিলাম, হে যুবকবর! আমিও তোমাকে দর্শনাবধি তোমার প্রেমাসক্ত হইয়াছি এবং তোমার শিষ্টাচারে আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, তুমি যথার্থ প্রেমের পাত্র। অতএব আমি স্বীকার করিতেছি যে, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিব, তুমি অদ্য নিশীথসময়ে উদ্যানস্থিত তমালবৃক্ষমূলে আগমন করিও, আমি সেইখানে তোমার

প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা থাকিব। তিনি পতির নিকট এই সকল বিষয় বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র যুবক অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রস্থানের উদ্যম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি যত পলায়নের চেষ্টা করেন, যুবতী তাহাকে ততই চাপিয়া ধরিতে লাগিল। অবশেষে পলায়নে অক্ষম হওয়াতে জীবনে হতাশ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় শয্যায় পড়িয়া আপনা আপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমি এমত্ সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! একটী সামান্য নারীর ছলনাজালে পতিত হইয়া এমন অমূল্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিলাম? এই প্রকার নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে পতি ভার্য্যার প্রমুখাৎ এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি? ভৃত্যের এতাদৃশ স্পর্দ্ধা, প্রভুভার্য্যার সহিত তাহার প্রেমাভিলাষ; আমি এই মুহূর্ত্তেই তাহার জীবন সংহার করিয়া একেবারে আশা পূর্ণ করিতেছি। এই বলিতে বলিতে

তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তরবারি হস্তে লইয়া ভৃত্যান্বেষণে গমনোদ্যত হইলেন। পুংশ্চলী এতদবলোকনে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ইনি এইরূপে গমন করিলে যদি অদ্য নিশিতে যুবকের সহিত আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে আমার ছলচাতুর্য্য সমুদায়ই বৃথা হয়। ফলতঃ যে জন্য এবম্বিধ ছলনাজাল বিস্তীর্ণ করিয়াছি, তাহার কোন ফল দর্শে না। এতদর্থে তিনি পুনরায় পতিকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, প্রিয়তম! তুমি এই ভাবে গমন করিলে নানা প্রকার অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা, তজ্জন্য আমার একান্ত অভিলাষ যে, তুমি আমার বেশভূষা পরিধান পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ সেই নির্দ্দিষ্ট তরুতলে গমন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাক; পরে সে তোমাকে নারী বিবেচনায় সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিতে আসিলে তৎক্ষণাৎ তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে। অধিকন্তু তুমি স্বচক্ষে তাহার দুশ্চরিত্রতা দেখিতে পাইবে, আমি যাহা কহিলাম, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে। প্রেয়সীর এই পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হওয়াতে আর পুনরুক্তি না করিয়া অবিলম্বে তদীয় বেশ ধারণ পুরঃসর পরিচ্ছদাভ্যন্তরে তরবারি গুপ্তভাবে রাখিয়া উক্ত বিটপীতলে গমন করিলেন।

ভর্ত্তা বহির্ভূত হইলে সেই দুষ্টা রমণী প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করত উপকান্তের সহিত মিলিত হইয়া মদনোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। অর্দ্ধবিভাবরী এইরূপে বিগত হইলে, স্বৈরিণী ভবিষ্যতের সুখাভিলাষে পতির নিকট স্বীয় সতীত্ব ও তাহার সচ্চরিত্রতার সপ্রমাণার্থ উপপতিকে যাহা যাহা করিতে হইবে বলিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট তরুতলে গমন করিতে আদেশ করিল। যুবক তাহার এবম্বিধ বুদ্ধিকৌশল অবলোকনে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিয়ংক্ষণ হতজ্ঞানপ্রায় হইয়া রহিলেন। পরে আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া তন্নির্দ্দেশানুসারে উক্ত বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া নারীবেশধারী প্রভুকে সক্রোধবচনে কহিতে লাগিলেন, রে ব্যভিচারিণি! তুই

পতির তাদৃশ স্নেহসত্ত্বেও পরপ্রেমাভিলাষিনী হইয়া একাকিনী এই তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে গৃহ-বহির্দ্দেশে আগমন পূর্ব্বক আমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছিস্? তুই কি মনে করিয়াছিস্ যে, আমি যথার্থই তোর্ প্রেমপ্রত্যাশায় তদ্রূপ কহিয়াছিলাম; তোর্ কপট পতিপরায়ণাতায় আমার সন্দেহ হওয়াতে তদ্ভঞ্জনার্থ এই ছলনা করিয়াছি। এক্ষণে আমার সে সংশয় দূর হইয়াছে এবং তুই যেমত্ সতী, তাহাও জানিয়াছি। এইবার তোর্ দুশ্চরিত্রতার যথোচিত প্রতিফল দিলেই আমি সন্তুষ্ট হই। কারণ তাহা হইলে আমাকে আর প্রভুর নিকট এতদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া লজ্জিত হইতে হইবে না, তোরই নিজমুখে সমস্ত ব্যক্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রভুকে যষ্টি দ্বারা উত্তমরূপ প্রহার করিলেন। তিনি এবম্প্রকার প্রহারিত হইলেও জায়ার সতীত্ব এবং ভৃত্যের সংস্বভাব প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে অপরিসীম হৃষ্টান্তঃকরণে আস্তে আস্তে স্বালয়ে প্রত্যাগত হইলেন। পুংশ্চলী যদিও তাঁহাকে

এতদ্দশাগ্রস্ত দেখিবার জন্যই দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিল, তথাপি তিনি আসিবামাত্র আন্তরিক ভাব সংগোপন পূর্ব্বক আস্তে ব্যস্তে তদীয় এই শোকাবহ ঘটনার বৃত্তান্ত বিদিত হইতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। পতি মৃদুস্বরে সমস্ত বর্ণনানন্তর ভৃত্যের ভূয়োভূয়ঃ যশোকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কুলটা এতদ্শ্রবণে মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত হইয়াছেন বলিয়া তৎকালে বাহ্যিক নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করাইয়া বেদনার উপশমার্থ ঔষধাদি মর্দ্দন করিতে লাগিল।

পতি সেই অবধি সহধর্ম্মিণীকে ভৃত্যের সহিত এক শয্যোপরি শয়ন করিতে দেখিলেও কোন দূষ্য ভাবিতেন না। এ দিকে বারবিলাসিনী সুযোগ পাইলেই নায়ককে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে মনোভিলাষ পূর্ণ করিত। রাজকুমার বয়স্যগণমুখে দুষ্টা নারীর চরিত্রসম্বন্ধে এই উপাখ্যানটী শ্রুতিগোচর করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহার

অপেক্ষাকৃত মানসিক ভাবেরও কিয়ংপরিমাণে পরিবর্ত্তন হইল।

দ্বিতীয়—উদাহরণ।

পরদিন রাজনন্দন অপরাহ্ন সময়ে নিভৃত প্রদেশে উপবিষ্ট হইলে, বয়স্যগণ তাঁহার সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক উপদেশগর্ভ বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধন করত কহিলেন, যুবরাজ! আর একটী স্ত্রীজাতির ব্যভিচারদুষিত বুদ্ধিচাতুর্য্যসম্বন্ধিনী আখ্যায়িকা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। তুরস্কদেশে এক জন স্থপতি বাস করিত, সৌভাগ্যবশতঃ একটী রূপবতী রমণীর সহিত তাহার পরিণয় হইয়াছিল। উক্ত ললনার সহিত প্রগাঢ় প্রণয় হওয়াতে যদিও প্রাত্যহিক পরিশ্রম দ্বারা কষ্টসৃষ্টে তাহার দিনপাত হইত, তথাপি সে মনের সুখে কালযাপন করিত, কিন্তু হে যুবরাজ!

স্ত্রীজাতিমাত্রেই প্রায় সুখবিলাসিনী, তাহারা অকিঞ্চিৎকর অনিত্য সুখাভিলাষে ব্যভিচাররূপ অপার কলুষ পারাবারে নিমগ্ন হইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না; সুতরাং সেই স্থপতিবনিতা পতিপ্রদত্ত সামান্য অন্নাচ্ছাদনে দীনভাবে কালাতিপাত করা অত্যন্ত ক্লেশকর বিবেচনায়, এক দিবস মনে মনে ভাবিতে লাগিল, কেনই বা আমি পতিব্রতা হইয়া এতাদৃশ কষ্টে কালযাপন করি, আমার ত এখন পূর্ণযৌবনকাল, এসময়ে যদি মনোমত সুরসিক নায়কের মনোরঞ্জন করিতে পারি তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে বাটীতে বসিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করত বিবিধ প্রকার বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সুখে দিন যাপন করিতে, পারিব, অথচ পতি এবিষয় কিছুই জানিতে পারিবেন না।

মনোমধ্যে এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে তাহার স্মরণ হইল যে কতিপয় দিবস পূর্ব্বে তাহাদিগের পল্লীর অনতিদূরস্থিত একজন ধনাঢ্য বণিক্‌তনয় তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া

প্রেমাভিলাষী হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে সতীত্বে দৃঢ় ভক্তি থাকাতে তদীয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই, এক্ষণে পূর্ব্বভাবের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত তাহারই প্রতি মন আকৃষ্ট হইল, কিন্তু তিনি অদ্যাপি সমভাবাপন্ন আছেন কি না জানিবার বাসনা হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক কোন কার্য্য উপলক্ষ করিয়া তদীয় ভবনাভিমুখে গমন করিল। কিয়দ্দূর গমন করিতে না করিতে দৈবাৎ সেই যুবকের সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়াতে সানন্দচিত্তে অপাঙ্গভঙ্গি দ্বারা আন্তরিক ভাব প্রকাশ করিয়া এবং স্বীয় ভবনে আসিবার জন্য ইঙ্গীত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। বণিক্তনয় পূর্ব্বে এত যত্ন করিয়াও যাহার মন আর্দ্র করিতে পারে নাই এক্ষণে সহসা তাহার ঈদৃশ ভাবাবলোকনে, যদিও কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধমনা হইল তথাপি প্রেমাভিলাষ প্রগাঢ় থাকাতে অনতিবিলম্বে তদীয় আলয়ে গমন করিল। কুলটা নায়ক আসিবামাত্র প্রণয় সম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল,

হে যুবকবর! তুমি সহসা আমার পূর্ব্ব ভাবের পরিবর্ত্তন বিলোকনে সন্দিগ্ধ হইলেও হইতে পার, কিন্তু আমার মন তোমার প্রতি পূর্ব্বাবধিই আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কেবল তুমি যথার্থ প্রেমিক কি না জানিবার জন্য এতাবৎকাল তোমার মনোরথ পূরণে সম্মত হই নাই, যেহেতু অপ্রেমিকের সঙ্গে প্রেম করিলে সে প্রেম কখন সুখকর হয় না এবং তদ্বিচ্ছেদেও অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তজ্জন্য এমত্ বিষয়ে অগ্রে পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া প্রবৃত্ত হইলে পশ্চাত্তাপের আর আশঙ্কা থাকে না। এক্ষণে তোমার প্রেমপরায়ণতা বিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই, অতএব প্রত্যহ পতি স্বীয় কার্য্যে গমন করিলে তুমি মদীয় ভবনে আগমন পূর্ব্বক অনায়াসে সমস্ত দিবস এ অধিনীর সহিত আমোদ প্রমোদে বঞ্চন করিতে পারিবে, পরে তদীয় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিলে তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। লম্পট বণিক্তনয় যুবতীর এবম্বিধ বচনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ

স্বীয় অঙ্গুরীয় তাহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিল, এবং ক্ষণকাল প্রেমলীলা করিয়া সায়ংকাল সম্মুখবর্ত্তী হইলেই সে দিবস গৃহে প্রত্যাগমন করিল তদবধি প্রত্যহ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে সেই লম্পট তাহার আলয়ে আসিয়া তদীয় ভার্য্যার সহিত নব নব রসাশ্রিত ক্রীড়াকৌতুকে সমস্ত দিবস যাপন করিয়া তাহার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই গমন করিত।

ঐ স্থপতির গৃহে একটী কাষ্ঠের বৃহৎ অলিঞ্জর ছিল। একদা বহির্গমনকালে তিনি ঐটিকে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই অলিঞ্জরটীতে আমার কোন আবশ্যক নাই বরং বিক্রয় করিলে তন্মূল্যে অনায়াসে তুই তিন সপ্তাহ কায়িক পরিশ্রম না করিয়া সুখে কাটাইতে পারিব। এই ভাবিয়া তিনি সে দিবস আর কার্য্যালয়ে গমন করিলেন না। এক জন ক্রেতা অন্বেষণ করত তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া অতি সত্বরেই গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে তদীয় ভার্য্যা তাঁহার বহির্গমনের কিয়ৎক্ষণ পরেই উপপতি আগমন করিলে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইয়াছে এমত্ সময়ে স্বামীর সহসা প্রত্যাগমনে সে সুখে বঞ্চিত হওয়াতে অত্যন্ত বিরক্তা হইয়া, দুশ্চরিত্রতা সংগোপনার্থ কি ছলনা করিবে ভাবিতে লাগিল। কিন্তু শ্রেষ্ঠী-তনয় মহাভীত হইয়া অতি মৃতুস্বরে যুবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, সুন্দরি! বোধ হয় আমাদিগের গুপ্তপ্রেমবৃত্তান্ত তোমার পতি জানিতে পারিয়া, উভয়কেই কর্ম্মোচিত প্রতিফল দিবার জন্য এমত সময়ে আগমন করিয়াছেন, যাহা হউক, অদ্য অদৃষ্টে যে কি ঘটিবে কিছুই বলিতে পারি না। এইরূপ নানা আক্ষেপ করিতে লাগিল। পুংশ্চলী তাঁহার ঈদৃশ বিলাপোক্তি শ্রবণে এবং সন্ত্রাসদর্শনে কৌতুক করিতে করিতে বলিল, স্বামী আসিয়াছেন বলিয়া এত ভীত হইয়াছ কেন,? তিনি ত তোমাকে না দেখিতে পাইলে কিছুই করিতে পারিবেন না, অতএব তুমি ঐ অলিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া

কিয়ংক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া থাক; পশ্চাৎ যাহা যাহা করণ শ্রয় আমি করিতেছি। যুবক অন্য উপায়াভাবে অগত্যা তম্মধ্যে লুক্কায়িত হইল।

অনন্তর স্বৈরিণী প্রবেশদ্বারের খট্‌কী উন্মোচন করিয়াই পতিকে ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে তদীয় সত্বর প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পরন্তু তাঁহার প্রত্যুত্তর প্রদান প্রতীক্ষা না করিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, আমি সচ্ছলে সংসার নির্ব্বাহের জন্য অহর্নিশি এতাদৃশ পরিশ্রম করি যে,প্রতিবেশিনীরা সকলেই আমার পরিশ্রমাবলোকনে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া কত প্রকার উপহাস করে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগের সহবাসপর্য্যন্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, একাকিনী স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকি। আর তুমি এই প্রকার নিত্য নিত্য বাটীতে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাতে কেবল সংসারের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ফলতঃ তোমার সহিত পরিণয় হওয়াবধি আমি এক দিবসের নিমিত্ত সুখ যে কি পদার্থ তাহা জানিতে পারিলাম না। হায়!

আমি যদি অন্যান্য দুশ্চরিত্রা রমণীগণের মত হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে ছলনা করিয়া কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত গুপ্ত প্রেম করত অনায়াসে সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। স্থপতি ভার্য্যার তিরস্কারে বিষাদিত ও সমধিক ব্রীড়িত হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন প্রিয়ে! আমাকে বৃথা তিরস্কার করিলে কি হইবে, অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে আমার কি সাধ্য যে তোমাকে সুখ অর্পণ করি; তোমার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমি এক মুহূর্ত্তও নিরুদ্বেগ নহি। অদ্য বহির্গমনকালে প্রাঙ্গনস্থিত অলিঞ্জরটী অনাবশ্যকীয় বিবেচনায় বিক্রয়করণমানসে কার্য্যালয়ে গমন না করিয়া ইতস্ততঃ একজন ক্রেতা অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। পরে এই ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর নিমিত্ত একটী অলিঞ্জর অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া উহাঁর সহিত দ্বাদশ মুদ্রা অলিঞ্জরের মূল্যাবধারণ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছি। অলিঞ্জরমধ্যে নায়ক লুক্কায়িত আছেন বলিয়া কুলটা এতদ্‌শ্রবণে কিঞ্চিৎ

ভীত হইল কিন্তু, দুষ্টমতিত্ববলে তৎক্ষণাৎ মনোমধ্যে একটী অভিসন্ধি স্থির করিয়া, ঈষদ্ধাস্য করিতে করিতে বলিল, তাহা না হইলে আমার অদৃষ্ট এমন হইবে কেন? আমি অবলা নারী হইয়া যে দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করিলাম, তুমি উহা স্বচ্ছন্দে তন্ন্যূনমূল্যে বিক্রয় করণে স্বীকৃত হইয়াছ। স্থপতি লজ্জানম্রবদনে উহা কিরূপে এবং কত মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি কয়েক দিবসাবধি অলিঙ্গরটী বিক্রয়করণে মানস করিয়াছিলাম, অদ্য তুমি বহির্গমন করিলে আমাকে কোন প্রয়োজনবশত বাজারে গমন করিতে হইয়াছিল, তথায় কোন ব্যক্তি একটী অলিঙ্গরের মূল্যাব ধারণ করিতেছেন অবলোকনে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! যদি অলিঙ্গর ক্রয় করেন, তাহা হইলে আমার ভবনে একটী উত্তম আছে, এবং উহা অতি সুলভ মূল্যে পাইবেন। ঐ ব্যক্তি মদীয় প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, ষোড়শ মুদ্রা মূল্য স্থির করত; তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া

তোমার আসিবার অনতিপূর্ব্বে আমি প্রত্যাগমন করিয়াছি, এবং অলিঙ্গরটীও তাঁহার মনোনীত হইয়াছে; কিন্তু স্ফুট কি না পরীক্ষার্থ, এই মাত্র তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন॥ স্থপতি এতৎ শ্রবণে সমভিব্যাহারী ক্রেতাকে বলিলেন মহাশয়! অলিঙ্গরটী আমাদিগের আসিবার পূর্ব্বেই ভার্য্যা কর্ত্তৃক অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে অতএব আপনি স্থানান্তরে অপর একটী ক্রয় করিতে গমন করুন॥ এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন॥

বণিক্‌তনয় অলিঙ্গর মধ্য হইতে যুবতীর বুদ্ধি কৌশল দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন, কিন্তু আত্মরক্ষার্থ তাঁহাদিগের স্ত্রী পুরুষের কথোপকথনানুসারে তন্মধ্য হইতে বহির্ভূত হইয়া বলিলেন, অলিঙ্গরটী স্ফুট নয় বটে কিন্তু অত্যন্ত অপরিষ্কৃত রহিয়াছে, কুলটা তৎ শ্রবণমাত্র বলিল। সে জন্য চিন্তা কি, স্বামী এই দণ্ডেই উত্তমরূপে পরিস্কার করিয়া দিবেন; স্থপতি আর কোন কথা না কহিয়া তৎক্ষণাৎ উহা

পরিস্কার করণার্থ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ অনন্তর, পুংশ্চলী স্বীয় দুশ্চাতুর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া, উপকান্ত, পতির আগমনে তাদৃশ ভীত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সহিত নানাপ্রকার কৌতুক করিতে লাগিল এবং সেই খানেই পুনর্ব্বার রঙ্গরসে প্রবর্ত্ত হইল ॥ পরে স্থপতি অলিঞ্জর পরিস্কার করিয়া তন্মধ্য হইতে বহির্ভূত হইলে যুবক তাঁহার হস্তে ষোড়শ মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক উহা লইয়া ভবনাভিমুখে গমন করিলেন ॥

তদবধি স্থপতি ভার্য্যার তিরস্কারের ভয়ে, কোন কার্য্য না থাকিলেও স্থানান্তরে সমস্ত দিবস যাপন করিয়া নিরূপিত সময়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ॥ এদিকে তদীয় ভার্য্যা এতাবৎকাল নিরুদ্বেগে উপপতি সহ প্রেমলীলায় বঞ্চন করিত ॥

তৃতীয়—উদাহরণ।

ইটালির অন্তর্গত রোমনগরে একজন মহাধনসম্পন্ন যুবক বাস করিতেন। তিনি তরূণ

বয়ঃক্রম এবম্ভূত অতুল ঐশ্বর্য্যের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াও বিবিধ সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার শান্তস্বভাব উক্ত সমুদায় সদ্গুণের উপযুক্ত আভরণস্বরূপ হইয়াছিল। যুবকের একটি সৌদামিনীবিনিন্দিত রূপলাবণ্যবতী কামিনী-মহিষী ছিল। তিনি উক্ত ললনাকে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তম জ্ঞান করিতেন, তজ্জন্য, পাছে প্রিয়তমা স্বাভাবিক অল্পবুদ্ধি ও হীনস্বভাব প্রযুক্ত, কোন দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায়, কিম্বা স্বয়ংই অপর কাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তদীয় প্রণয় বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক ব্যভিচাররূপ ঘোর পাপে প্রবর্ত্ত হন, এতদাশঙ্কায় তাঁহাকে এক মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্তও নয়নান্তরাল হইতে দিতেন না, কার্য্যবশতঃ কোন স্থানান্তরে একাকী গমন করিতে হইলে দ্বারে কুলুপ বদ্ধ করিয়া আপনার নিকট কুঞ্জিকা রাখিতেন। কিন্তু হে সখে! রমণীগণ পরকীয় রসপানাভিলাষিণী হইলে তাহাদিগকে মঞ্জুসামধ্যে বদ্ধকরিয়া অহর্নিশি অক্ষের সমীপে রাখিলেও তাহাদিগের দুর্ব্বাসনা অসম্পাদিত

থাকে না॥ এ বিষয় যদিও ভূয়ো ভুয়ঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বপ্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি উক্ত কুল-ললনার ভ্রষ্টাচারিত্বের আশ্চর্য্য কাহিনীটী ভবদীয় শ্রবণবিষয়ীভূত করণার্থ একান্ত অভিলাষী হই-য়াছি, আকর্ণনে অবহিত হইলে কৃতকৃতার্থ হইব॥

পতি এই প্রকার সতর্কতা পূর্ব্বক প্রয়েসীরে অসতীত্বরূপ মহাপাপ হইতে রক্ষাকরণার্থ প্রাণ-পণে যত্ন করিতেন। কিন্তু রমণীগণের চিত্তের কি বিচিত্র গতি! যুবতী কিয়দ্দিবস কায়মনো তদানুরক্তা থাকিয়া ক্লান্ত হওয়াতে, তাঁহার ঈদৃশ যত্নের বৈপরীত্য ভাবাবলম্বন পূর্ব্বক একদিবস মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, যে আমি এমন পতিপরায়ণা অহর্নিশি পতির সেবাতেই নিযুক্ত থাকি, কখন পরপুরুষের মুখপর্যন্ত অব-লোকন করি না। তথাপি তিনি মদীয় চরি-ত্রোপরি সন্দিহান পুরঃসর এবম্বিধ নিষ্ঠুরতাচরণ করেন, আমার পতিপ্রাণা হইয়া ঈদৃশ কষ্টে কালাতিপাত করণের কি প্রয়োজন? বরং সংগোপনে অপর কোন সুরসিক পুরুষের প্রেমা-

নুরক্তা হইলে তাহার সহিত প্রেমরসালাপে অব-রুদ্ধাবস্থা সুখে কাটাইতে পারিব, অথচ পতির এতদ্রূপ অন্যায়াচরণের সমুচিত প্রতিশোধ দেওয়া হইবে। মনোমধ্যে এইরূপ কুতর্ক করিতে করিতে তদীয় দুষ্টাভিলাষ ক্রমে ক্রমে দৃঢ়তর হইয়া উঠিল, সুতরাং অল্পবুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই নারী তদনু-সারে কার্য্যকরণে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, কিরূপে এবং কাহার সহিত মনোরথ পূর্ণ করিবে, তচ্চি-ন্তায় নিমগ্না হইল॥

যুবকের আলয়ের পার্শ্বেই একজন চর্ম্মকার বাস করিত, সে ব্যক্তি যদিও অতি নীচবংশো-দ্ভব ও অতিনীচ ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তথাপি যুবতীজনরঞ্জন রূপমাধুরী ছিল বলিয়া অনেক কুলকামিনীই তদীয় প্রেমা-কাঙ্ক্ষায় কুলে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইতেন, কিন্তু সে সাধুস্বভাবপ্রযুক্ত কাহার প্রতি কুটিল-নয়নে কখন দৃষ্টি নিক্ষেপ পর্য্যন্ত করিত না এক্ষণে যুবতী একজন মনোমত নায়কজন্য চিন্তা করিতে করিতে উক্ত চর্ম্মকারের প্রতিই তদীয় মন আসক্ত হওয়াতে ভাবিলেন, যদি তাহাকে কোন

প্রকারে স্বমতানুগামী করিতে পারি, তাহাহইলে অভীষ্ট সাধনের বড়ই সুবিধা হয়, কিন্তু একবার তাহার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ না হইলেই বা কিরূপে মনের অভিপ্রায় তদ্গোচর করি। পতি ত কোন ক্রমে একাকী গৃহ হইতে বহির্ভূত হইতে দিবেন না এবং তাহার আলয়ের দিকে এমন কোন বাতায়ন বা গবাক্ষও নাই যে তদ্দ্বারা তাহার সহিত কথোপকথন হয় এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সহসা পার্শ্বস্থিত দ্রব্যাগারের ভিত্তিতে একটী ক্ষুদ্র গোলাকারে সুর্য্যকিরণ লাগিয়াছে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু উক্ত কুটীরে সূর্য্যরশ্মি আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই জ্ঞাত থাকাতে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার কারণ বিদিত হইবার জন্য তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অপরদিকের ভিত্তিতে মূষিকে একটী ছিদ্র করিয়াছে॥ অনন্তর সে কৌতুকাবিষ্টচিত্তে উক্ত ছিদ্রে নয়ন সংযুক্ত করিবামাত্র পর গৃহের একটী শয়নাগার দৃষ্টি গোচর হওয়াতে আপনা আপনি বলিলেন, আহা! যদি ঐ বাসগৃহটী চর্ম্মকারেরই বাসগৃহ হয়, তাহা হইলে

অভিলাষ পূরণার্থ আর কোন চিন্তা থাকে না॥ এই মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াই সে স্বীয় বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে তন্নিশ্চয়করণার্থ তদীয় নিকেতনে তূর্ণ পাঠাইয়া দিল॥ সে কিয়দ্বিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল ঠাকুরাণি! আপনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই যথার্থ। ঐটি তাহারই শয়নাগার বটে॥ যুবতী এতদ্‌শ্রবণে যার পর নাই আনন্দিতা হইয়া সহচরীকে সম্বোধন পূরঃসর বলিলেন সখি! তুমি এইদণ্ডেই তাহার নিকটে পূনর্ব্বার গমন করিয়া সানুনয় বচনে কহিয়া আইস যে, ঠাকুরাণির আপনার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, তজ্জন্য আপনার শয়নাগারের ভিত্তিকাতে মূষিকে যে ছিদ্রটী করিয়াছে উক্তছিদ্রের অপর দিকে নয়ন সংযুক্ত করিয়া আপনারনিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার তথায় শীঘ্র গমন করুন॥

সহচরী অবিলম্বে তৎসমীপে উপনীত হইয়া ভর্ত্তৃদারার নির্দ্দেশ বিদিত করিলে, সে যে রমণীর সহিত কদাপি পরিচিত নহে, তিনি এই প্রকার

সংগোপনে কোন নিগূঢ় কথা কহিবার জন্য ঈদৃশ স্থলে সহসা আহ্বান করাতে যদিও সাতিশয় সন্দিগ্ধমনা হইল। তথাপি তাদৃশ ধনশালী ব্যক্তির ভার্য্যার আজ্ঞা হেলনে নিতান্ত মূঢ়তা প্রকাশ হয় বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ নির্দ্দিষ্টস্থানে গমন করিল ॥ যুবতী তদীয় আগমন প্রতীক্ষায় সেইখানেই দণ্ডায়মান ছিল পরে সে আসিবামাত্র তাহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বাগাড়ম্বরে কালক্ষেপ করত অবশেষে লজ্জা, ভয়, মান, সমস্ত অন্তর হইতে তিরোহিত করিয়া স্বীয় মনাভিপ্রায় বিদিত করিল ॥ চর্ম্মকার তৎপ্রমুখাৎ এবম্বিধ বচন আকর্ণনে সাতিশয় চমৎকৃত ও ভীত হইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল; পরে বিনীত বচনে তাঁহাকে সম্বোধন পুরঃসর কহিল হে ললনে! তুমি কেন অকিঞ্চিৎকর ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত নির্ম্মল বিশুদ্ধ আত্মাকে অপবিত্র করিয়া পারত্রিকের অনন্ত সুখে বঞ্চিতা হইতেছ? তুমি এতদ্দেশস্থ একজন ধনিগণাগ্রগণ্য যশস্বী ও সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী এবং তিনিও তোমাকে প্রাণতুল্য স্নেহ করেন,

অতএব তোমার এরূপ বিরূপ ব্যবহারে প্রবর্ত্ত হওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। ধৈর্য্যগুণ দ্বারা চিত্তের প্রগল্‌ভতা দূরীভূত করিয়া ইহাতে নিবৃত্ত হও? কিন্তু পতঙ্গ যেমন দীপশিখায় পতিত হওন কালীন প্রতিরোধিত হইলে উহা শুভ সংমিলনে প্রতি বন্ধকতাচরণ বিবেচনায় অবজ্ঞা করিয়া আরও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করে, সেইরূপ যুবতী তাহার এই সমস্ত হিতকর নিষিদ্ধ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত পরিহাস করত স্বীয় দুর্ব্বাসনার পোষকতা এবং তাহাকে এতদ্‌কার্য্যে প্রবর্ত্ত হওনে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল ॥ সে তাহাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া পুনরপি কহিল সুন্দরি! আমি অতিনীচ কোন ক্রমে ভবদীয় প্রেমের যোগ্যপাত্র নহি এবং এরূপ অবিহিত প্রণয়জাত কোন সুখেরও প্রত্যাশা করি না, এবম্বিধায় যদ্যপি তোমার নিতান্তই পাপবৃক্ষের দৃশ্য মনোহর মধুর রসযুক্ত বিষময় ফলাস্বাদন করত আত্মাকে নষ্ট করিতে কৃত সংকল্প হইয়া থাক; তবে উক্ত ফল আনয়নে তোমার সহকারিতা করণার্থে সমেচ্ছুক ব্যক্তি অনুসন্ধান

কর, আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহাতে নিষ্কৃতি দাও ॥ এইরূপে যুবতী যত তাহাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল সে ততই অনভিমত প্রকাশ করাতে সে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া দুষ্ট-বুদ্ধিপ্রভাবে মনো মধ্যে এই স্থির করিল যে, এ ব্যক্তি অতিভীতস্বভাব ইহার সম্মতি লাভার্থ তাড়না প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য ॥ অনন্তর তাহাকে সক্রোধে বলিল তুমি যদ্যপি মদীয় অভি-লাষ পূরণে অস্বীকৃত হও তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে মৎকর্ত্তৃক অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে ॥ আমি মুহূর্ত্তেক মধ্যে এই ছিদ্রটি বিস্তীর্ণ করিয়া পতিকে অহ্বান পূর্ব্বক কহিব যে, এই ভণ্ড চর্ম্মকার আমাকে দুষ্কি-য়ান্বিতা করণাভিপ্রায়ে প্রত্যহ প্রলোভন প্রদর্শন করে এবং অদ্য দেখিতেছি যে বলপূর্ব্বক আমার ধর্ম্মনষ্ট করিবার নিমিত্ত ভিত্তিকাতে এই বৃহৎ ছিদ্রটীকরিয়াছে । তিনি ইহা দর্শন ও আমার কথা আকর্ণন করিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া প্রথমে স্বয়ংই তোমার যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ করিবেন ॥ পরে বি-চারপতির নিকট তোমার ঈদৃশ আচরণের সমু-

চিত দণ্ডবিধান জন্য আবেদন করিলে তিনি রাজনিয়মানুসারে নিশ্চয়ই তোমাকে জন্মের মত দেশান্তরিত করিবেন ॥ অতএব যদি স্বদেশে সুখে থাকিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে মদীয় অভীষ্ট সম্পাদনে অসম্মতি প্রদান করিও না ॥ চর্ম্মকার তাহার ঈদৃশ তাড়নায় ভীত হইয়া বিনীতবচনে কহিল সুন্দরি ! ভবদীয় অনুমত ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইলেই বা আমার কি শুভগ্রহ, যে দিবস তো-মার পতি এ বিষয় জানিতে পারিবেন কি দেখিতে পাইবেন, সেই দিনেই আমার কথিত রূপ অবস্থা ঘটিবে । সুতরাং আমার পক্ষে দুই তুল্য ॥ যুবতী তাহাতে স্বগর্ব্বিতবচনে প্রত্যুক্তি করিল; সে জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই ॥ আমি পতিকে এবম্প্রকার ছলনাজালে আবদ্ধ করিয়া রাখিব যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া এ বিষয় কখন জানিতে পারিবে না ॥ আর যদিও তিনি জানিতে পারেন, তাহাতেই বা তোমার চিন্তা কি; তাহাতে আমাকেও সমদুর্ব্বিপাকে পড়িতে হইবেআমি তৎকালে আত্মরক্ষার্থে অবশ্যই প্রাণ-পণে যত্নবতী হইব; এবং ইহাও তোমাকে নিশ্চিত্

কহিতেছি যে, আমার যত্ন কখন ব্যর্থ হইবার নহে, কিন্তু অগ্রে তোমাকে মুক্ত না করিলে আমি কোনক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিব না। এবম্বিধায় সে জন্য তোমার উদ্বেগাকুল হওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন॥ চর্ম্মকার কি করে উপস্থিত বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভার্থ অগত্যা সম্মত হইল॥

যুবকবধূ এইরূপ তাড়না দ্বারা তাহার অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া কি প্রকারে তূর্ণ স্বীয় দুর্ম্মানস পূর্ণ করিবে, তদর্থ উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল কিন্তু অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়াও স্বালয়ে কৃতকার্য্য হওনের উপ-স্থিত কোন সদুপায় দেখিতে না পাইয়া এই স্থির করিল যে, আপাতত একদিবস কোন কৌশলে পতির নিকট একাকী বহির্গমনের অনুমতি গ্রহণ পুরঃসর তাহারই আলয়ে যাইয়া ইষ্ট সাধন করা যাউক, তৎপরে যাহাতে তাহার সহিত সর্ব্বদা অবাধে সংমিলন হয় এমন উপায় অবলম্বন করা যাইবে॥ অনন্তর দিবাবসানে পতি প্রত্যাগত হই-য়া অপরাহ্ণ ভোজনাদি সমাপনান্তে বিশ্রামার্থ শ-য্যোপরি উপবিষ্ট হইলে সেই দুশ্চারিণীও তৎ-

পার্শ্বে অধ্যাসীন হইয়া নানাবিধ প্রিয়ালাপ করিতে করিতে " স্বকার্য্য সাধনার্থ " একটী দুষ্টাভিসন্ধি কল্পনা করিয়া কহিল নাথ! অদ্য মধ্যাহ্ণ কালে আমি একাকী বসিয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাঠ করিতে করিতে বিদিত হইলাম যে আমা-দিগের এ মানবদেহ নিতান্ত অসার এবং উহার স্থায়িত্বেরও কিছুমাত্র স্থিরতা নাই এবম্বিধায় আমরা ঈদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়াও মোহান্ধতাপ্রযুক্ত যে সমস্ত পাপাচরণ করি, উহা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে মুক্তি-লাভার্থ ধর্ম্মপুস্তকে প্রভু অপার করুণা বিস্তার করিয়া যে কয়েকটী উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া-ছেন, তদনুসারে কার্য্য করণে এরূপ তৎপর হওয়া কর্ত্তব্য, যেন মৃত্যু আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে, মুহূর্ত্তেক মধ্যে তদীয় করাল বদনে কবলিত হইব। এই হিতকর বাক্য কয়েকটী আমার জ্ঞানগোচর হইবামাত্র স্মরণ হইল যে আপনার সহিত প্রণয়শৃঙ্খলে বদ্ধ হওনাবধি যে সমস্ত পাপকর্ম্ম করিয়াছি উহার প্রায়শ্চিত্ত-

জন্য অপরাপর ধর্ম্মনিষ্ঠা দুরে থাকুক, অদ্যাপি একবার ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মযাজক সম্মুখে ঐ সকল কন্‌ফেসন অর্থাৎ অকপটে ব্যক্ত পর্য্যন্তও করি নাই॥ ইহা স্মৃতিপথবর্ত্তী হওয়াতে আমার চিত্ত এতাদৃশ আন্দোলিত হইয়াছে যে, বোধ হয় যাবৎ উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া না আসি তাবৎ এই চাঞ্চল্য কোন ক্রমেদূরীভূত হইবে না। অতএব পরশ্ব একটী পুণ্য দিন সমুপস্থিত, যদ্যপি তুমি অনুকম্পান্বিত হইয়া মদীয় আত্মার পরিত্রাণ জন্য ইহাতে সম্মতি প্রদান কর, তাহা হইলে উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় সহচরী সমভি-ব্যাহারে উপাসনাগৃহে যাইয়া যাজকসম্মুখে সমস্ত অকপটে ব্যক্ত করিয়া সচঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করি ॥ যুবক যদিও উক্ত ললনার প্রেমে গাঢ় অনুরক্ত হইয়াছিলেন তথাপি রমণীগণের চরিত্রে তাঁহার বহুকালাবধি যে সংশয় ছিল উহা অপগত না হওয়াতে প্রেয়সীর এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ মাত্র তৎকথিত দুষ্ক্রিয়া সমুদায়ের বৃত্তান্ত অবগতেচ্ছু হইয়া কহিলেন প্রিয়ে! তুমি অহর্নিশি

অবরুদ্ধা থাক, অতএব ঈদৃশ অবরুদ্ধাবস্থায় এমন কি ঘোর পাপ কর্ম্ম করিয়াছ যে তাহার প্রায়-শ্চিত্তজন্য এত উতলা হইয়াছ॥ পতি অত্যন্ত সন্দেহমতি, ইহা তরুণী বিশেষরূপে জানিত এবং এক্ষণে তিনি এই প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাতে উপস্থিত আন্তরিক ভাবও বিদিত হইয়া মনে মনে কল্পনা করিল যে ইহাঁকে সন্দেহ-ভঞ্জনীয় কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করা হইবে না বরং যাহাতে বৃদ্ধি হয় এইরূপ কহা যাউক, কারণ ইহাতে আমার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন না কোন সুযোগ হইবার সম্ভাবনা ॥ এই ভাবিয়া তিনি পতিকে সম্বোধন পুরঃসর বিনীত বচনে কহিলেন নাথ! ঐ সমস্ত আপনার নিকট প্রকাশ করি-বার নহে এবং প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের বিরুদ্ধা-চরণ করা হয় সুতরাং আমি কি রূপে বলিব॥ তিনি প্রিয়তমার এবম্বিধ বচনে পুনরপি কহি-লেন, প্রিয়ে! স্ত্রী জাতির পতিই পরম গুরু অত এব আমার নিকট বলিলে কখন ধর্ম্মে পতিত হইবে না, আর যদিও কোন মহৎ দুষ্কর্ম্ম হয় ত-

থাপি আমি তাহাতে রুষ্ট হইব না। যুবতী প্রত্যুক্তি করিলেন, নাথ! আমি করযোড়ে মিনতি করিতেছি, এ বিষয় বিদিত হওবের অভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ অধিনীকে মার্জ্জনা করুন, আমি উহা কোন ক্রমে বলিতে পরিব না। এই প্রকার ভুষ্টা যত মিথ্যা ভাণ প্রকাশ করিতে লাগিল তাঁহার শঙ্কা ও ঐ সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবার আকাঙ্ক্ষা ততই উদ্রিক্তা হইতে লাগিল। অবশেষে ভাবিলেন যে ইনি অতি সুচতুরা ইহাঁর নিকট কোন প্রকার ছলনা না করিলে এতদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। এই বিবেচনা করিয়া তিনি কহিলেন প্রিয়ে! তুমি যদি একান্তই ব্যক্ত করিতে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমিও উহা বৃথা শুনিয়া তোমার মনোবেদনা দিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু এমত ভাবিও না যে, তুমি আমার নিকট ব্যক্ত করিলে না বলিয়া ঈদৃশ পুণ্য কর্ম্মে তোমাকে নিষেধ করিব। তুমি স্বচ্ছন্দে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিও, কিন্তু আমাদিগের বংশের যে ধর্ম্মযাজক পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট আছেন তাঁহারই নিকট

কন্‌ফেষন করিতে হইবে, অপর কাহার নিকট করিতে দিব না। সুচতুরা নায়িকা পতির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিল নাথ! আপনি যাহার নিকট বলিবেন এবং যেরূপ অনুমতি করিবেন তাহার অন্যথা কখনই হইবে না।

যুবক পরদিবস প্রত্যূষে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়াই একজন ধর্ম্মযাজক সন্নিকটে গমন করিলেন, তাঁহার সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত সৌহার্দ্য ভাব থাকাতে গত রজনীতে প্রিয়াসহ যে কথোপকথন হইয়াছিল তদ্বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, সখে! আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন সে সকল আপনার নিকট ব্যক্তকরণোপযোগী নহে, কিন্তু পতিব্রতা সাধ্বী রমণী যদিও অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন অসৎকার্য্য করেন তাহা পতির নিকট কখন অপ্রকাশ রাখেন না, ফলতঃ ইনিও পূর্ব্বে আমার অগোচরে কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে সাক্ষাৎ হইবামাত্র অকপটে বলিতেন।

এক্ষণে এবিষয় পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও যখন প্রকাশ করণে অস্বীকৃত হইলেন তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ভ্রষ্টাচারিত্বরূপ পাপে আমাকে অপবিত্র করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এমন কি পাপ কর্ম্ম আছে যে আমার নিকট অবক্তব্য। সে যাহা হউক এক্ষণে আমার চিত্তের সন্দেহ নিরসনার্থ তদীয় দোষ সমূহ বিদিত হইতে সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, কিন্তু ভাই তোমার সাহায্য ব্যতিরেকে ইহাতে কৃতকার্য্য হওনের অপর কোন উপায় দেখি না, ঋত্বিক্ ঈষদ্ হাস্য আস্যে পরিহাস করত কহিলেন সখে! তোমাদিগের স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্বে আমি কিরূপে সাহায্য করিব। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন সখে! আমি প্রিয়াকে তোমার নিকট কন্‌ফেষন করিতে কহিব, পরে আগত কল্য সন্ধ্যাসমাগমে তিনি ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে তুমি কহিবে যে আমার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকাতে তোমার পতির মতানুসারে আমার একজন পরম বন্ধুকে কন্‌ফেষন লইতে নিযুক্ত করিয়াছি। আমি ইতি

পূর্ব্বে অর্চ্চনাস্থলে যাইয়া তোমার পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক মঞ্চোপরি বসিয়া থাকিব, তাহা-হইলে তিনি আমাকে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক বিবেচনায় আমার সম্মুখে কৃতাপরাধ সমস্ত প্রকাশ করিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবেন। ঋত্বিক্ তদনুরূপ কার্য্যকরণে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেও বন্ধুর পুনঃ পুনঃ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাযে কাযেই স্বীকৃত হইলেন।

যুবক মিত্রের সম্মতিলাভে হৃষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সে দিন যামিনী প্রিয়া-সহ অন্যান্য নানা বিষয়ের কথোপকথন ও হাস্য পরিহাসে যাপন করিয়া পরদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে কহিলেন প্রিয়ে! অদ্য আমার কোন বন্ধু তদীয় আলয়ে রজনীতে ভোজন করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি সেইখানে চলিলাম। তুমি ক্ষণকাল পরে ধর্ম্মমন্দিরে যাইয়া——নামধারী যাজকের নিকট কন্‌ফেষন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন

করিও, আমার আসিতে বোধ হয় অধিক রাত্রি হইবে। পতি এইরূপ আদেশ করিয়া বহির্গত হইলে তরুণী স্বীয় বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে কহিল যে ইনি যাহা যাহা বলিলেন এ সমস্তই মিথ্যা বোধ হয় উক্ত যাজকের সহিত কোন প্রকার মন্ত্রণা করিয়াছেন, যদ্দ্বারা আমার দুষ্কর্ম্ম সকল জানিতে পারেন, এবং সেই জন্যই আমাকে ছলনা করিয়া অগ্রে তাঁহার নিকট গমন করিলেন, অথবা যাহা কহিলেন যদ্যপি সত্য হয় তাহা হইলে অদ্য রজনীতে আমার অভিলাষ পূরণে বড়ই সুবিধা হইবে। অনন্তর তিনি কন্ফেষণ করিতে গমনোপযোগী পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক সহচরীর সহিত অর্চ্চনাস্থলে উপনীত হইলে উক্ত যাজক তাঁহাকে সস্নেহবচনে বন্ধুনির্দ্দেশানুরূপ সম্ভাষণ করত মন্দিরাভ্যন্তরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। যুবতী তাঁহার এতদ্বাক্যে পূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিল তাহাতে আরও দৃঢ়তর সন্দেহ হওয়াতে আর পুনরুক্তি না করিয়া তদীয় আদেশানুসারে নি-

র্দ্দিষ্ট কুটীরে প্রবেশ করত দেখিল যে তাহারই সন্দিগ্ধচেতা পতি যাজকবেশ পরিধান করিয়া মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সে এতদ্দৃষ্টে কোন কথা না কহিয়া অপরিচিতের ন্যায় তদীয় পদতলভাগে নতশিরে উপবেশন করত কিরূপ বলিলে তাহার ঈষ্টসাধনের সুবিধা হইবে ভাবিতে লাগিল। পতি তাহার ঈদৃশ ভাবাবলোকনে বিবেচনা করিলেন, যে, ইনি কুলনারী হইয়া ব্যভিচাররূপ নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের নিকট সহসা ব্যক্ত করিতে লজ্জিতা হইতেছেন। এই অনুভব করিয়া তাহাকে কৃত্রিমস্বরে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন বৎসে! তুমি কেন লজ্জায় নম্রবদন হইয়া রহিয়াছ, কৃতাপরাধ সমস্ত আমার নিকট অকপটে ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না। যেহেতু মৎকর্ত্তৃক উহা কোনক্রমেই প্রকাশ হইবার নহে। অতএব আর বিলম্ব করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিবার কোন আবশ্যক নাই। অনন্তর যুবতী প্রখর মনীষা সহকারে মনোমধ্যে

একটী যুক্তি স্থির করিয়া, লজ্জাযুক্তার ন্যায় শির-অবনমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল। পিত! আমি কোন লম্পট মায়াবীর মোহিনী মন্ত্রে আত্মবিস্মৃত হইয়া পরিণয়শৃঙ্খলবদ্ধ মানব দেহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মোহনীয়তা বর্দ্ধন করি সতীত্বরূপ অমূল্য রত্নভূষণ তাহাকে সমর্পণ করিয়াছি। পরন্তু এক্ষণে সেই দুষ্ট উক্ত রত্নলাভেও তৃপ্ত না হইয়া প্রত্যহ নিশাসমাগমে মদীয় নিকেতনে আগমন পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধ বাসনা পরিপূরণ করত লজ্জা, ভয়, ও শীলতা প্রভৃতি অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাতেও বঞ্চিতা করণে কৃত-সংকল্প হইয়াছে। আমি ইহা জ্ঞাননেত্রে দর্শন করিয়াও তাহার কুহকজাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না, অতএব আপনি যদ্যপি অনুকম্পান্বিত হইয়া আমাকে এমন কোন সদুপদেশ প্রদান করেন যদ্দ্বারা ঐ ভ্রষ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি তাহা হইলে আমি আর যতকাল এ পাপ দেহ বহন করিব তাবৎ ঈদৃশ দুস্প্রবৃত্তিতে মনকে কদাপি রত হইতে দিব না।

পতি সহধর্ম্মিনীর ঈদৃশ দুরাচরণ বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া তদ্দণ্ডেই ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাকে দণ্ড বিধানোন্মুখ হইয়াছিলেন কিন্তু অগ্রে সেই দুষ্টকে কর্ম্মোচিত প্রতিফল প্রদান শ্রেয় বিবেচনায় ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! তোমার পতির সহিত বহুদিবসাবধি সখ্য ভাব থাকাতে আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি যে, তিনি অত্যন্ত সতর্কতা পূর্ব্বক যত্ন ও স্নেহ সহকারে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অতএব তাঁহার এবম্বিধ সাবধানতা সত্ত্বেও ঐ দুষ্ট তোমার আলয়ে কিরূপে প্রবেশ করে তাহা আমাকে যথার্থ রূপে জ্ঞাত করিলে আমি এমন কোন সদুপায় স্থির করিতে পারি যাহাতে সে আর পুনঃপ্রবেশক্ষম না হয়, কারণ তাহা হইলে তুমি বিনা আয়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে অথচ তোমার পতি এ বিষয় কিছুই জানিতে পারিবেন না। তরুণী তদুত্তরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল পিত! সেই দুষ্ট অলৌ-

কিক গুণসম্পন্ন না হইলে মৎ সদৃশ সাধ্বী রমণীর অকলঙ্ক চরিত্র কলঙ্কিত করিতে পারিত না আমরা স্ত্রী পুরুষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার ক্ষণ কাল পরেই প্যানভোজনাদি সমাপনান্তে প্রবেশদ্বার খট্‌কী রুদ্ধ করত শয্যা পরিগ্রহণ করি, কিন্তু কি; আশ্চর্য্য! ঐ ব্যক্তি নিশার ভূরিভাগে দ্বারদেশে উপনীত হইবামাত্র তোরণ মুক্ত হইয়া যায়। পরে সে অসঙ্কুচিতচিত্তে আমাদিগের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া একটী মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করত পতিকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখে এবং অপর একটী মন্ত্রবলে আমাকে আনন্দবিহ্বল করিয়া স্বকার্য্যসাধনানন্তর ত্রিযামা অবসান হইতে না হইতেই প্রস্থান করে। তখন আমার চৈতন্যোদয় হয়, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া কিছুই করিতে পারি না। যুবক এতদ্‌শ্রবণে কহিলেন বৎসে! তোমার আর কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে নিঃসংশয়ে কহিতেছি যে সেই দুষ্ট আগামী কল অবধি আর কখন তোমার ভবনে প্রবেশ করিতে পারিবে না, অপর তোমার কৃত দুষ্কর্ম্ম জন

যখন অনুতাপিতা হইয়াছ তখন শরণাগতাশ্রয় প্রভু অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন, অধিকন্তু আমিও কৃতস্বীকার হইতেছি যে, তোমার ক্ষমার্থে প্রত্যহ তিন বার তাঁহার উপাসনা করিব, এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে অতএব গৃহে প্রত্যাগমন কর। জায়া বিদায় হইবার অনতিবিলম্বে তিনিও ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার অনুগামী হইলেন। পরে তাহার গৃহাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গৃহে উপনীত হইয়া স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় চিন্তায় যামিনী যাপন করিলেন। অনন্তর যুবক পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্নকাল প্রিয়া সহ হাস্য কৌতুকে একত্রে অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্নমুখে তাহাকে সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন প্রিয়ে! আমি গত রজনীতে যে মিত্রের নিকট গমন করিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত বহুকালের পর পুনঃ সংমিলন হওয়াতে উভয়েই পরম সন্তুষ্টচিত্তে নানাবিধ বিষয়ের কথোপকথনানন্তর বিদায় হওন কালীন তিনি প্রণয় সম্ভাষণে কহিলেন

সখে! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, কতিপয় যামিনী তোমার সহিত একত্রে মিলিত হইয়া আনন্দোৎসবে বঞ্চন করি। ভরসা করি, তুমি অভিলষিত বিষয় সংপূরণে কোনক্রমেই অন্যমত হইবে না। তাঁহার এই প্রস্তাবে আমি প্রথমে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেও তিনি বারংবার অনুরোধ করাতে পুনঃ-পুনঃ মিত্রবাক্য উল্লঙ্ঘনে মূঢ়তা প্রকাশ হয় জানিয়া কাযেকাযেই সম্মত হইয়াছি। অতএব আমার অনুপস্থিত রজনী কয়েক তুমি গৃহের দ্বারাদি উত্তমরূপে রুদ্ধ করত সাবধানে থাকিবে। তিনি এতৎকথনানন্তর পরিচ্ছদাদি পরিধান পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্ভূত হইয়া উক্ত সুহৃদ্ যাজকের নিকট গমন করিলেন। যাজক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র ইসদ্ধাস্য করত জিজ্ঞাসা করিলেন কেমন সখে! কি করিয়া আসিয়াছ। তিনি তদুত্তরে, প্রিয়াকে যেরূপ ছলনা করিয়া আসিয়াছেন সমস্ত বর্ণনানন্তর কহিলেন আমি কিয়দ্বিলম্বে দ্বারের কোন সংগোপনস্থানে গিয়া দণ্ডায়মান থাকিব, পরে সেই দুরাত্মা আসিবামাত্র তাহাকে

ধৃত করিয়া উক্ত পাপীয়সীর সহিত একত্রে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিব।

অনন্তর সায়ংকালসমাগমে দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারময় হইলে তিনি প্রবেশদ্বারবহির্ভাগে কোন সংগুপ্ত স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে তদীয় অসতী ভার্য্যা, তিনি বহির্গমন করিবার অনতিব্যাজেই প্রবেশদ্বার উত্তমরূপে রুদ্ধ করত পূর্ব্বোক্ত ছিদ্রসন্নিকটে চর্ম্মকারকে আহ্বান করিয়া পতির সহিত প্রথমে যেরূপ বাগ-বৈদগ্ধ হইয়াছিল তদনন্তর তাঁহার শঠতার উপর আপনি যেরূপ শঠতাচরণ করিয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া সগর্ব্বিত বচনে কহিল দেখ! কে কৃতকার্য্য হইল। এক্ষণে আমি প্রাসাদোপরি হইতে একটা রজ্জুসোপান নিক্ষেপ করিতেছি, তুমি তদবলম্বন পূর্ব্বক মদীয় ভবনে আসিয়া সুখে রাত্রিযাপন কর। সরলহৃদয় চর্ম্মকার তাহার ঈদৃশ বুদ্ধিকৌশল-বৃত্তান্ত শ্রবণে ভীত ও চমৎকৃত হইয়া মনে মনে বিলাপ করিতে লাগিল হায়! এই দুর্ব্বিনীতা

এতদিনে আমাকে পাপাচরণে প্রবর্ত্ত করিল, কি করি, উহার অনুমত ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইলে যদিও ভবিষ্যতে বিপদুৎপত্তির সম্ভাবনা আছে: কিন্তু উহার মতের অন্যথাচরণ করিলে এই দণ্ডেই উৎকট সঙ্কটে ফেলিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আপাতত আত্মরক্ষার্থ উহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তাহার কথায় আর পুনরুক্তি না করিরা অবিলম্বে তন্নিক্ষিপ্ত সোপানাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল। চর্ম্মকার সমাগত হইলে দুঃশীলা তৎসঙ্গে পরম আহ্লাদে একত্রে পানভোজনাদি করত, কামরিপুর তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক ইষ্টসাধন করিয়া মনের সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরে বিভাবরী প্রভাতা হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহাকে পুনর্ব্বার উক্ত সোপান দ্বারা নিজালয়ে নামাইয়া দিয়া প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

যুবক সমস্ত নিশা অনিদ্রিত থাকিয়া প্রহরিতাকরণ ব্যর্থ হওয়াতে অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া,

প্রত্যূষে প্রেয়সী খট্‌কি উদ্ঘাটন করিবার অগৌণেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করত এক নিভৃত স্থানে বসিয়া মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে গত রজনীতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইয়াছে বলিয়া এবিষয় অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অস্থিরচেতা ও নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আমি ঐ দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের পাপাচরণ ধৃত করণানন্তর যথাযোগ্য দণ্ড বিধান না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়া তিনি প্রতি রজনীই প্রহরিতাকরণে নিযুক্ত থাকিতেন, এদিকে তদীয় কুলনাশিনী প্রিয়তমা গৃহাভ্যন্তরে অকুতোভয়ে নায়কসঙ্গে মনেরসাধে কামনা পূর্ণ করিত। পরে সপ্তাধিক রজনী ইত্যাকার অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়াও অভীষ্টপূরণে অকৃতকার্য্য হওয়াতে অত্যন্ত লজ্জিত ও ততোধিক কোপাবিষ্ট হইয়া একদিবস উষামুখে গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রেয়সীকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন রে দুশ্চারিণি! তোর্ উপকান্ত কোথায় বল। তুই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিস্ যে একজন মায়াবী প্রত্যহ নিশীথসময়ে আগমন

এতদিনে আমাকে পাপাচরণে প্রবর্ত্ত করিল, কি করি, উহার অনুমত ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হইলে যদিও ভবিষ্যতে বিপদুৎপত্তির সম্ভাবনা আছে: কিন্তু উহার মতের অন্যথাচরণ করিলে এই দণ্ডেই উৎকট সঙ্কটে ফেলিবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আপাতত আত্মরক্ষার্থ উহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়াই কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া তাহার কথায় আর পুনরুক্তি না করিয়া অবিলম্বে তন্নিক্ষিপ্ত সোপানাবলম্বন পূর্ব্বক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল। চর্ম্মকার সমাগত হইলে দুঃশীলা তৎসঙ্গে পরম আহ্লাদে একত্রে পানভোজনাদি করত, কামরিপুর তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক ইষ্টসাধন করিয়া মনের সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরে বিভাবরী প্রভাতা হইবার ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহাকে পুনর্ব্বার উক্ত সোপান দ্বারা নিজালয়ে নামাইয়া দিয়া প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল।

যুবক সমস্ত নিশা অনিদ্রিত থাকিয়া প্রহরিতাকরণ ব্যর্থ হওয়াতে অতীব ক্ষুব্ধ হইয়া,

প্রত্যূষে প্রেয়সী খট্কি উদ্ঘাটন করিবার অগৌণেই গৃহে পুনঃ প্রবেশ করত এক নিভৃত স্থানে বসিয়া মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন যে গত রজনীতে কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইয়াছে বলিয়া এবিষয় অনুসন্ধানে নিবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অস্থিরচেতা ও নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আমি ঐ দুর্ব্বৃত্তদ্বয়ের পাপাচরণ ধৃত করণানন্তর যথাযোগ্য দণ্ড বিধান না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হইব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাত হইয়া তিনি প্রতি রজনীই প্রহরিতাকরণে নিযুক্ত থাকিতেন, এদিকে তদীয় কুলনাশিনী প্রিয়তমা গৃহাভ্যন্তরে অকুতোভয়ে নায়কসঙ্গে মনেরসাধে কামনা পূর্ণ করিত। পরে সপ্তাধিক রজনী ইত্যাকার অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়াও অভীষ্টপূরণে অকৃতকার্য্য হওয়াতে অত্যন্ত লজ্জিত ও ততোধিক কোপাবিষ্ট হইয়া একদিবস উষামুখে গৃহে প্রবেশ করিয়াই প্রেয়সীকে সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন রে দুশ্চারিণি! তোর্ উপকান্ত কোথায় বল। তুই নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছিস্ যে একজন মায়াবী প্রত্যহ নিশীথসময়ে আগমন

পূর্ব্বক মন্ত্র প্রভাবে তোকে আনন্দবিহ্বল করিয়া স্বকার্য্যসাধনানন্তর শর্ব্বরী শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রস্থান করে। কিন্তু আমি যখন সপ্তাধিক রজনী দ্বারে প্রহরিতা করিয়াও উহার কোন সন্ধান করিতে পারিলাম না। তখন আমি নিশ্চয় জানিয়াছি যে, তুই স্বয়ংই স্বেচ্ছাচারিণী। আমি যাজকবেশ পরিধাণ পূর্ব্বক তোর কন্‌ফেষন্ লইয়াছিলাম, তদনন্তর তোর্ উপকান্তকে ধৃতকরণার্থ যে যে ছলনা করিয়াছিলাম উহা তুই কোন প্রকারে পশ্চাতে জানিতে পারিয়া তাহাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিস্। ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু সে যাহা হউক, এক্ষণে যদি স্বীয় মঙ্গল প্রার্থনা করিস্ তাহা হইলে তোর্ উপপতি কে? এবং সে কোথায় শীঘ্র বল্। নতুবা এই দণ্ডেই তোর্ শিরশ্ছেদন করিব। দুঃশীলা এতদ্রূপ অবস্থায় পতিত হওন সম্ভবপর বিবেচনায় ইহা হইতে মুক্ত হওনের দুশ্চাতুর্য্য পূর্ব্বেই কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল তজ্জন্য পতির ঈদৃশ ভাবাবলোকনে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্বাধীনতা লাভ হওনাশয়ে মনে মনে

আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পুরঃসর কহিল নাথ! এতাদৃশ উগ্র হইবেন না; ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক একবার এ অধীনীর বাক্যে কিয়ৎক্ষণ, কর্ণপাত করুন, তাহা হইলেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। আমি আপনার সহিত উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হওনাবধি আপনি ঈদৃক্ অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, তাহা আমি জীবনান্তেও কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ আপনি সংশয়াপন্নমানস হওয়াতে আমাকে সদাসর্ব্বক্ষণ প্রকৃত অপরাধিনীর ন্যায় সতর্কতা পূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করেন বলিয়া কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখে দিনপাত করি তাহা এক্ষণে বর্ণন করিবার নহে। পরন্তু আমি কন্‌ফেষন্ করণার্থ ভবদীয় অনুমতি প্রার্থনা করিলে আপনি আমার চরিত্রোপরি শঙ্কাযুক্ত হইয়া কৃতাপরাধ সকল বিদিত হওনাভিলাষে স্বয়ং কন্‌ফেষন লইয়াছিলেন; তদনন্তর এ অধিনীকে নিগ্রহ প্রদানার্থ যে যে ছলনা করিয়াছিলেন তদ্‌সমুদায়ই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। ফলে উহা না জানিতে পারিলেও আমি কখন তদ্রূপ

কন্‌ফেষন করিতাম না। কারণ আমার সতীত্ব-ভবদীয় প্রত্যক্ষীভূত করণানন্তর চিত্তের সন্দিগ্ধতা দূরীভূত করণ, ও স্ত্রীজাতিকে অহর্নিশি সতর্কতা পূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিলে যে তাহারা কুপথগামিনী হইতে পারে না, এই ভ্রম আপনার অন্তর হইতে তিরোহিত করণই আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

পতি তাঁহার এতদ্‌বচনের তাৎপর্য্যাবগত হইতে না পারাতে আরও রুষ্ট হইয়া কহিলেন রে নির্লজ্জে! তুই নিজ মুখে স্বীয় দুশ্চারিত্র প্রকাশ করিয়া পুনরপি তাহা ঢাকিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিস্, আমি তোর্ কপটবাক্যে কখনই ভুলিব না। পুংশ্চলী ঈষদ্‌হাস্য করত কহিল নাথ! আমি আপনাকে আর ভুলিতে বলি না। কেবল একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া আমার কার্য্যগুলির ভাব গ্রহণ করুন। আপনি আমার কতিপয় মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সপ্তাধিক রজনী অপরিসীম ক্লেশ সহ্য করত দ্বারে প্রহরিতা করিলেন, কিন্তু আমি যদি অসতী হইতাম তাহা হইলে অনায়াসে বাটীর অপর দিকের গবাক্ষ কিম্বা প্রাসাদোপরি হইতে একটা রজ্জুসোপান নিক্ষেপ করত নায়ককে তুলিয়া লইয়া সুখে রাত্রি কাটাইতে পারিতাম, পরে নিশা অবসান হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে পুনর্ব্বার অবতরণ করিয়া দিলে আপনি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না। সুতরাং আমার সতীত্বরক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনার তাদৃশ সতর্কতা সমস্তই ব্যর্থ হইত। পতি প্রেয়সীর ইত্যাকার বচনাকর্ণনে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তাহাকে সানুনয়বচনে কহিলেন প্রিয়ে! আমি যথার্থই ভ্রমকূপে পতিত হইয়া পতিব্রতা বুদ্ধিমতী সাধ্বী স্ত্রীর অনাদর করিয়াছি। এক্ষণে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে, আর যতকাল জীবিত থাকিব, তাবৎ তোমার সহিত কখন তাদৃশ ব্যবহার করিব না। কুলটা এবম্বিধ কৌশলে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নিত্য নূতন নূতন উপপতির সহিত অবসরক্রমে স্বীয় দুর্ম্মানস পূর্ণ করিত। পতি ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে তিনি একদা কোন প্রত্যয়িত লোকপ্রমুখাৎ বনিতার এইদ্‌দুশ্চরিত্রতা বৃত্তান্ত শ্রবণে মনোমধ্যে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া আপনাকে আপনি ধিক্কার প্রদান করত কহিলেন হায়! আমি কি নির্ব্বোধ যে যোষাকে আমি অপবিত্রচরিত্রা বলিয়া জানিয়াছিলাম, পুনরপি তাহার কতিপয় প্রতারণাবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে পতিপ্রাণা সাধ্বীজ্ঞানে তৎসঙ্গে সহবাস করিতেছি। যাহাহউক, এক্ষণে ঐ কুলনাশিনীর জীবন নাশ করিয়া আমি কখন বৈরনির্যাতন পূরণ করিব না। এই বলিয়াই তিনি একখানা শাণিত অসি নিস্কাষণ পূর্ব্বক উক্ত কার্য্য নিস্পাদনে গমনোন্মুখ হইলেন, কিন্তু শান্তস্বভাব প্রযুক্ত পরক্ষণেই ভাবিলেন যে আমি কি করিতে উদ্যত হইতেছি। আমার কুলশশাঙ্কে যে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে তাহা কিছুতেই ঘুচিবে না। অতএব ঐ পাপিষ্টার শোণিতে হস্তকে কলুষিত করিয়া কি ফল বরং উহাকে একেবারে জন্মের মত পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। পরন্তু তাহাই স্থিরধার্য্য করিয়া তদ্বিষ-

য়ের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পাপীয়সী তদীয় মনাভিপ্রায় কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া একেবারে প্রণয়, স্নেহ, দয়া, মায়া, ও ধর্ম্মভয় সমস্ত পরিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকেই মৃত্যুকবলে নিপতিত করণার্থ কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল। কিন্তু কিরূপে একার্য্য সম্পন্ন করিলে পশ্চাতে জনসমাজে আপনাকে নিরপরাধিণী স্বপ্রমাণ করিতে পারিবে তদর্থ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর পরদিবস উক্ত দুরভীষ্ট সিদ্ধির সমুদয় আয়োজন করিয়া মধ্যাহ্নকালীন ভোজনের সময় পতিকে বলিল নাথ! আমার সহোদরা অদ্য নিশাতে তদীয় ভবনে পান ভোজনার্থ অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছেন, অতএব আপনি যদ্যপি অনুমতি প্রদান করেন তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করি। পতি যদিও তাহার প্রতি ক্রোধে প্রদীপ্ত অনলবৎ হইয়াছিলেন তৎকালে তাহার মনস্তুষ্টির জন্য ইহাতে কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন। দুঃশীলা মহা সন্তুষ্ট-হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পতির ভোজ-

নায়োজন করত ভক্ষ্য দ্রব্য মধ্যে হলাহল মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল।

সরলহৃদয় পতি ইহার কোন সন্দেহ মাত্র করেন নাই সুতরাং নিরূপিত সময়ে ভোজনাদি সম্পন্ন করিয়া বিশ্রামার্থ পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইলে অনতিক্ষণ পরেই প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইয়া গেল। দুর্ব্বিনীতা তাহার কিয়দ্বিলম্বে পুনরাগমন করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধি দর্শনে মনোমধ্যে আনন্দিত হইল বটে; কিন্তু জনসমাজে আপনার নির্দোষিতা দেখাইবার জন্য বাহ্যে অপর্য্যাপ্ত নয়নাশ্রু নিক্ষেপ করিতে করিতে পল্লীস্থ অপরাপর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া কপালে করাঘাত করত কহিতে লাগিল আমার পতি কয়েক দিবসাবধি বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়া নিরন্তর একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেন, কখন বা আমাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন, কিন্তু রোগের সূত্রপাতাবধি প্রাণপণে সুশ্রূষা করিতাম অদ্য কিঞ্চিৎ সুস্থ দর্শন করাতে আমার দুর্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত সন্ধ্যার কিয়ৎপূর্ব্বে তদীয় অনুমতি গ্রহণ করত কোন মিত্রালয়ে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম ইতি-

মধ্যে বোধ হয় তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে জ্ঞানশূন্য হইয়া বিষভক্ষণ করত আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই বলিয়া আরও কপট বিলাপ করিতে লাগিল। পল্লীস্থ প্রধান ব্যক্তিরা ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকাতে কাযে কাযেই ঐ সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করত তদীয় দুর্ভাগ্য পতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল। পতিঘাতিনী এইরূপ কৌশলে লোকাপবাদ ও রাজদণ্ড হইতে মুক্ত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পতির অতুল ঐশ্বর্য্য মনোমত নায়ক সহ ভোগ করিতে লাগিল।

এই উপন্যাসটী সমাপনান্তে বয়স্যগণ প্রণয়পূরিত বাক্যে যুবরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন সখে! এক্ষণে স্ত্রীজাতির আশ্চর্য্য চরিত্রের বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইলেন, তাহাদিগের চরিত্র নির্ম্মল থাকা অতি দুরূহ। এবম্বিধায় পুরুষ তাহাদিগের কপটপ্রণয় হইতে যত অন্তর থাকিতে পারিবেন ততই পুরুষত্ব প্রকাশ পাইবে আর ভবদীয় মনোহারিণী সেই ললনাটী যে কখনই

সচ্চরিত্রা নহে ইহা বোধ হয় আপনার বিশেষ-রূপে প্রতীতি হইয়াছে, যদ্যপি এখনও তৎপক্ষে কোন সন্দেহ থাকে তাহা হইলে উক্ত কামিনীর প্রথম-প্রেরিতা পরিচারিকার বাক্যগুলিন স্মরণ করিলে এবং আপনার উপস্থিত অবস্থার প্রতি একবার লক্ষ্য করিলে সে ভ্রম একবারেই দূর হইবে। পরিশেষে আমাদিগের বক্তব্য এই যে তাদৃশ অসতী স্ত্রী কোন ক্রমেই আপনার প্রেমের যোগ্যা নহে। অতএব তদীয় কপট প্রেম এবং করকপুষ্প সদৃশ রূপ আপনার অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত করুন।

নৃপনন্দন বয়স্যগণের এইরূপ হিতোপদেশগুলিন এবং উদাহরণ কয়েকটী মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করাতে তদীয় হৃদয়াকাশে উক্ত কুলটার প্রণয়রূপ যে কুজ্ঝটিকা উদিত হইয়া জ্ঞানচন্দ্রকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রবোধ বাক্যরূপ প্রবল বায়ুদ্বারা উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করাতে জ্ঞানচন্দ্রের নির্ম্মল জ্যোতি পুনঃ প্রকাশমান হইল এবং তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন বান্ধবগণ!

আমি যথার্থই মোহান্ধতা প্রযুক্ত এতদ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তোমাদিগের অকৃত্রিম স্নেহ ও বিশেষ যত্নে আমি সেই কুহকিনীর কুহকজাল হইতে মুক্ত হইলাম এবং রমণী যে কিরূপ ঘৃণিত পদার্থ তাহাও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম। অতএব তোমাদিগের এ ঋণ আমি যাবজ্জীবনেও পরিশোধ করিতে সক্ষম হইব না।

অনন্তর নৃপতি, তনয়ের চিত্তবিভ্রম দূর হইয়াছে শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত রাজ্যভারার্পণ করিলে তিনিও সুখে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।

লেডী ভন্ ক্রুডেনরের জীবনবৃত্তান্ত।

রুষিয়ার অন্তঃপাতী কোন নগরে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক জন কুলীন ও ধনবান রাজমন্ত্রী। কুমারী অতিশয় গুণান্বিতা ও বুদ্ধিমতী ছিলেন, তরুণ বয়সেই সবিশেষ শিক্ষা লাভ দ্বারা বহুবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়েন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভন্ ক্রুডেন নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়; ইনি কুলীন ও উচ্চপদান্বিত হইলেও, এরূপ গুণবতীর পানিগ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর দুই বার দারপরিগ্রহ হয়; দুই বারই ত্যাগপাত্র দিয়া অকাতরে তাহাদিগকে বিদায় করেন। এরূপ লোককে পতিপদে বরণ করিতে কুমারীর বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা ছিল না, অগত্যা পিতৃআদেশমতে তাঁহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। ভন্ ক্রুডেনর রুষীয় সম্রাটের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সস্ত্রীক বেনীষ নগরে প্রেরিত হন। তথায় গিয়া পত্নীর প্রতি সদয় ও প্রীতি ব্যবহার করিবেন কি, লম্পটাচরণ দ্বারা তাঁহার চিত্তে ব্যথা জন্মাইতে লাগিলেন। উক্ত অবলা আপনার অশেষ গুণ দ্বারা পতির প্রণয়োৎপাদন করিতে সাতিশয় চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যে তাঁহার যাবতীয় চেষ্টাই নিতান্ত ব্যথ হইয়া পড়িল। অতঃপর ভন্ ক্রুডেনর পুনশ্চ উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া কোপেন-

হেগেন নগরে প্রেরিত হইলেন। তথায় গিয়াও তিনি পূর্ব্বব
দুরাচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে ফ্রান্স দেশীয় রসে
নামক জনৈক পণ্ডিতের নূতন দার্শনিক মত অনেক স্থলে
প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল; ভন্ ক্রুডেনরও সেই মতের আশ্রয় ল
ইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষায় জলাঞ্জলি দিতে লাগিলেন
স্বামীর প্রযত্নে লেডী ক্রুডেনরও সেই জঘন্য মতে শিক্ষিত
হইতে লাগিলেন; তিনি যদিও স্বামীর দুশ্চরিত্রতা বশত
তাঁহাকে আন্তরিক অশ্রদ্ধা করিতেন,তথাচ ঐ ভ্রান্তশিক্ষাবিষয়ে
তাঁহার মতের বিপরীত কার্য্য করিতে পারিলেন না, আগ্রহ
সহকারে ঐ বিষময় শিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে কন্যার অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসার্থ লেডীক্রুডে
নরকে পারিস নগরে যাত্রা করিতে হইল। তৎকালে পারি
সের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে রসো ও ভল্টেয়ারের বিষ
ময় শিক্ষা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বুদ্ধিজীবিনী ক্রুডেনর ঐ
সকল সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিতে
লাগিলেন। এইরূপে তাহাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া লেডীক্রু-
ডেনর আর পারিস পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এখানে
থাকিয়া তিনি সাংসারিক সুখে অধিকতর জড়ীভূতা হইতে
লাগিলেন; বড় বড় পণ্ডিতগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ
হইতে লাগিল; তাঁহারা অনুক্ষণ তাঁহার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা
করিতে লাগিলেন! সুখ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষায় লেডীক্রুডে-
নরও স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্রী হইতে প্রবৃত্তা হইয়া একটী উপন্যাস রচনা
করিলেন। উক্ত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া পণ্ডিতবর্গ তাঁহার
বিলক্ষণ প্রশংসাবাদ করিলেন। এইরূপে আত্যন্তিক প্রশংসা ও

শ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আত্মাভিমানি
হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর সহসা এক দিন তিনি আপন স্বামীর মৃত্যু
সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তিনি অকস্মাৎ চমকিত হইয়া
উঠিলেন; ঐ সমাচার বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার তমসাচ্ছন্ন মনে
দীপ্র হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের বিচার ও আত্ম মৃত্যুর বিষয়ে এখন
তাঁহার বিবেক জাগরূক হইয়া তাঁহাকে চেতনা দিতে লাগি-
ল। তাঁহার মন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুলিত হইতে লাগিল;
তিনি নানা উপায়ে হৃদয় সুস্থির করিতে চেষ্টা করিলেন;
মধ্যে মধ্যে এরূপ বলিয়া আপনাকে প্রবোধ দিতে লাগি-
লেন;—আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে দিব্যপূর্ব্বক যাবজ্জীবন সতীত্ব
রক্ষা করিব বলিয়া স্বামীকে যে অঙ্গীকার দিয়াছিলাম,
তাহা তো এখনও বজায় রাখিয়াছি!—কিন্তু কিছুতেই ক্রুডে-
নর বিবেকের দংশন এড়াইতে পারিলেন না "আমার জীব-
নের উদ্দেশ্য কি? কিজন্যই বা আমি জীবন ধারণ করিয়াছি"
এই চিন্তা থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহার হৃদয়-
আকাশকে চকিত করিতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন,
এ পর্য্যন্ত যে ভাবে আমি কালাতিপাত করিয়া আসিতেছি,
তাহাতে আমার জীবনের উদ্দেশ্য বিন্দুমাত্রও সফল হয় নাই।
তিনি নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানবিহীনা অথবা নাস্তিকা ছিলেন না;
মধ্যে মধ্যে আপন লেখাতে ঈশ্বর ও স্বর্গের বিষয় বিবেচনা
করিতেন। কিন্তু সেই প্রকৃত ঈশ্বরের অন্বেষণ না করিয়া তিনি
কেবল আত্মসেবা এবং সাংসারিক সুখ, ঐশ্বর্য্য মানমর্য্যাদা
অন্বেষণ করিতেন। প্রকারান্তরে তিনি দেবপূজিকাই ছিলেন,

কেননা ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে না দিয়া তিনি আপনি আপ
নার পূজা করিতেন। তিনি আপনিই আপনার দেবমন্দির,
দেবমূর্ত্তি, আপনিই আপনার উপাসক ছিলেন।

কিন্তু এখন তাঁহার কেমন সৌভাগ্যোদয় হইল ! ধর্ম্মশা
লিখিত আছে,"দেখ,আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আঘাত করিতেছি।"
এই কথা আজি ক্রুডেনরের প্রতিও বর্ত্তিল; প্রভু স্বয়ং আসিয়
তাঁহার মনোমন্দিরের দ্বারে আঘাত করিলেন। স্বর্গীয় উত্ত
মেষপালক আজি আপন হারাণ মেষের তত্ত্ব করিলেন ; তাঁহাকে
চেতনা দিয়া কহিলেন, "অয়ি নিদ্রাগতে ! জাগ্রৎ হও, মৃত্যু
হইতে উঠ ; আমি তোমাকে দীপ্তি প্রদান করিতেছি।"
[ইফিসীয় ৫ ; ১৪।]

এখন ক্রুডেনরের আত্মজ্ঞান লাভ হইল ; তাঁহার হৃদয়
জাগিয়া উঠিল ; তিনি জগতের মানমর্য্যাদা, সুখসম্পত্তি সকলই
নিতান্ত অলীক ও ক্ষণবিধ্বংসী জানিতে পারিয়া সংসারাশ্রম
পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। পাপপুরী পারিস পরিত্যাগ
করিয়া তিনি স্বদেশের রিগা নগরে প্রত্যাগমন করিলেন ; কিন্তু
আজি পর্য্যন্ত পরিত্রাণের পথ অবগত হইতে পারিলেন না।

এক দিন গৃহের গবাক্ষদ্বারে মুখ দিয়া বসিয়া আছেন,
এমন সময় সহসা এক জন পূর্ব্বপরিচিত কুলীনের সহিত
তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, ক্রুডেনর ইহাঁকে যথেষ্ট সমাদর করি-
তেন। বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে যাইতে অকস্মাৎ
ক্রুডেনরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিক্ষেপ হয়। তাহাতে ব্যস্তসমস্ত
হইয়া যেমন তিনি লেডীকে নমস্কার করিবেন, অমনি সহসা
ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ! এই অনপেক্ষিত শোচ-

নীয় ব্যাপারে ক্রুডেনর যৎপরোনাস্তি সশঙ্কচিত্তা হইয়া উঠি-
লেন। জীবন্ত ঈশ্বরের হস্ত তাঁহাকে ধরিল ; তিনি ভাবী বিচা-
রের ভয়ে যারপরনাই কম্পিতা হইলেন। এইরূপে মনোমধ্যে
নিতান্ত উদ্বিগ্না হওয়াতে তিনি আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ
না করিয়া কতিপয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত গৃহমধ্যে নির্জ্জনে অবরুদ্ধ
হইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয় এতাবৎকাল ত্রাসে একান্ত অভি-
ভূত হইয়া থাকিল।

অতঃপর পাদুকার প্রয়োজন হইলে, এক দিন তিনি কোন
চর্ম্মকারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চর্ম্মকার আসিয়া তাঁহার পা-
য়ের পরিমাণ গ্রহণ করিতেছেন, ইত্যবসরে লেডী তাঁহার মুখ-
ভঙ্গিমার প্রতি দৃক্‌পাত করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,
আহা ! এই ব্যক্তি কেমন সুখী ! কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তাঁহাকে
বলিয়া উঠিলেন, "মিস্ত্রি, তোমাকে বড়ই সুখী দেখিতেছি !"
দীনহীন চর্ম্মকার কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ মা, আমি বাস্তবিকই বেস
সুখী ; বোধ হয়, জগতে আমা অপেক্ষা অধিক সুখী আর
কেহই নাই !"

চর্ম্মকার এরূপ ভঙ্গিতে কথা গুলি বলিয়াছিলেন, যে তা-
হাতে ক্রুডেনরের হৃদয় একবারে বিদ্ধ হইয়া গেল ; কথা গুলি
তিনি কোন মতে ভুলিতে পারিলেন না। এ ব্যক্তি বড় সুখী,
এ ব্যক্তি কেমন ভাগ্যবান ! আমিই কেবল জগতের মধ্যে হত-
ভাগিনী !—বলিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি হায়হুতাশ করিতে লা-
গিলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র মনে করিলেন, গিয়া চর্ম্মকা-
রের মুখে তাহার সুখী হইবার কারণ শুনিয়া আইসি। চর্ম্মকার
রিগা নগরস্থ একটী ক্ষুদ্র খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের লোক, প্রভু যেশু

খ্রীষ্টকে প্রকৃত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া ইহঁার মনে প্রত্যয় হইয়াছিল; সরলভাবে সজীব বিশ্বাস সহকারে ইনি তাঁহার শরণ লইয়াছিলেন। "তাবৎ বুদ্ধির অতীত ঈশ্বরের শান্তি" ইনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তকার্য্য ও পুনরুত্থান ইহাই তাঁহার একমাত্র আলোচনার বিষয়; ইহাতেই তাঁহার প্রত্যাশা সংস্থাপিত, ইহাই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ উদয়ের কারণ। প্রভু য়েশুর প্রেমে তাঁহার হৃদয় এরূপ মোহিত হইয়াছিল, যে ইহকালের যাবতীয় দুঃখক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তিনি অপারআনন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন।

লেডী ক্রুডেনের ইহাঁর বাটীতে উপস্থিত হইয়া আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। চর্ম্মকারও অম্লানবদনে আপনার সুখের প্রকৃত কারণ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। তিনি কোন যুক্তি অথবা বুদ্ধি প্রদর্শন করিলেন না, বরং অতি বিনীতভাবে সরলমনে ত্রাণকর্ত্তার প্রেমের বিষয় বর্ণনা করিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস, অকপটআনন্দ, প্রগাঢ়ভক্তি দেখিয়া ক্রুডেনের যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িতা হইলেন, তাঁহার হৃদয় একবারে গলিয়া গেল। প্রভুর আশীর্ব্বাদে তিনি চর্ম্মকারের সুখের অংশিনী হইলেন। য়েশু তাঁহাকেও প্রেম করেন, তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। কয়েক দিবস পূর্ব্বে যিনি ঈশ্বরকে সংহারক বিচারকর্ত্তা ও ভয়ঙ্করমূর্ত্তিধারী বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, আজি তিনি খ্রীষ্টের গুণে আপনাকে সেই ঈশ্বরের প্রেমের পাত্রী বলিয়া জানিলেন! হৃদয়মধ্যে ধন্য ত্রাণকর্ত্তার অনুপম দয়া ও প্রীতির উপলব্ধি পাইয়া তিনি আনন্দিতচিত্তে

কাতরে আপনাকে দয়াপ্রাপ্তা বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যিনি আপনাকে নিতান্ত হতভাগিনী বলিয়া ধিক্কার দিয়াছিলেন, আজি তিনি আপনাকে কেমন ভাগ্যবতী বলিয়া জানিলেন! খ্রীষ্ট য়েশুর গুণে তিনি সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্ট হইয়া উঠিলেন; তাঁহার পুরাতন বিষয় যাহা ছিল, সমুদয় লুপ্ত হইল, এখন সকলই নূতন হইয়া উঠিল। এখন তিনি একান্ত যত্ন সহকারে নিয়ত ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন; প্রভু য়েশু খ্রীষ্টেরই উপর আপনার সমুদয় আশাভরসা ন্যস্ত করিলেন; প্রকৃতরূপেই তিনি তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

ঈশ্বর এই কোমলমতী স্ত্রীলোকটীকে আপন রাজ্যের মহৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ মনোনীত করিয়াছিলেন; এখন সেই কার্য্য সাধনার্থ ইনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইলেন। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের শুভ পরিত্রাণকার্য্য ঘোষণার্থ ইনি এক জন অপূর্ব্ব প্রচারিকা হইয়া উঠিলেন। তৎকালে [বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে] ইউরোপের অনেকানেক সুশিক্ষিত লোকে প্রকৃত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করিয়া র্যাসনালিজ্‌ম্ Rationalism মতে ভ্রান্ত হইয়াছিল। [র্যাসনালিষ্ট্‌গণ য়েশু খ্রীষ্টকে মানবীয় সদ্গুরুমাত্র জ্ঞান করে। এ দেশে যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলে, ইউরোপে তাহাই র্যাসনালিজ্‌ম্ বলিয়া বিখ্যাত।] এইরূপ ভ্রান্ত শিক্ষার প্রাদুর্ভাবের সময়ে ঈশ্বর এই বিশ্বাসিনী স্ত্রীলোকটীর দ্বারা এক অপূর্ব্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ইনি দেশদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া প্রভু য়েশুর অদ্ভুত প্রেমের বিষয় প্রচার করিতে লাগিলেন। ইনি যে যে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তথাকার

সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মভক্তি ও উদ্‌যোগে আকর্ষিত হইয়া প্রভুর প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল।

ক্রুডেনের যে অনির্ব্বচনীয় শান্তির আস্বাদ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না; যত লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, সকলকেই তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া বলিতেন, দেখ, জগতে কুত্রাপি প্রকৃত সুখ নাই, কেবল খ্রীষ্টেতেই অনন্ত সুখশান্তি পাওয়া যায়! "কেননা খ্রীষ্টেতেই তাবৎ জ্ঞান, সুখ ও ঐশ্বরিক জীবনের ঐশ্বর্য্য সমূহ নিহীত রহিয়াছে।" (কলসীয় ২; ৩।) তিনি এতদূর তেজস্বীতা ও অনুরাগ সহকারে খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন, যে তাঁহার বাক্য খণ্ডন করা প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া আত্মচেষ্ট ও সংসারসেবায় জলাঞ্জলি দিতে লাগিল; সহস্র সহস্র লোকে চূর্ণ ও নম্রমনা হইয়া প্রভুর প্রকৃত সেবক হইয়া উঠিল। (১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে) ইউরোপের অধিকাংশ প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া তিনি শুভ সমাচার ঘোষণা করিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, তথায় অনবরত অনুতাপ, শুভ পরিত্রাণ, ও ভীষণ মহাবিচারের বিষয় প্রচার করিলেন। তিনি সময়ে সময়ে কারাবন্দীদের নিকট সুসমাচার প্রচার করিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন; পণ্ডিতবর্গের নিকট গিয়া খ্রীষ্টের ক্রুশের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেন; রাজা ও অমাত্যবর্গের নিকট রাজাধিরাজ প্রভু যেশু খ্রীষ্টের প্রতাপ বর্ণনা করিতেন। তাঁহার প্রচার শ্রবণে অচেতন পাতকীর হৃদয় সহসা জাগ্রৎ ও কম্পিত হইয়া উঠিল; পাষাণহৃদয় দুরাত্মারা একবারে অশ্রুনীরে প্লাবিত হইতে লাগিল; ইতরভদ্র, আবালবৃদ্ধ, যাবতীয় অনুতাপিগণ ভারাক্রান্তহৃদয়ে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল, শত শত লোকে ক্রুডেনরের উপদেশ ও প্রার্থনার গুণে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের আকাঙ্ক্ষায় অজস্র তাঁহার সমীপে গমন করিল। বাস্তবিকই ক্রুডেনর এক জন অপূর্ব্ব প্রচারিকা ছিলেন; পবিত্রআত্মায় বাহুল্যরূপে অভিষিক্ত হইয়াই তিনি স্বীয় মুখ ব্যাদান করিতেন; তাঁহার হৃদয়ে যে প্রভু যেশুর প্রেম রূপ অগ্নি নিয়ত প্রজ্বলিত ছিল, তদ্দ্বারা শ্রোতৃবর্গেরও হৃদয় একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে লেডী ভন্ ক্রুডেনর তাৎকালিক ক্ষুণ্নাত্মা লোকের আত্মিক অভাব মোচনের প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে লেডী ভন্ ক্রুডেনর পুনরায় পারিসে আসিয়া বাস করিলেন। কিন্তু তাঁহার এক্ষণকার অবস্থিতি পূর্ব্ব অবস্থিতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পূর্ব্বে তিনি সাংসারিক লঘুচেতা পণ্ডিতবর্গে নিয়ত পরিবেষ্টিতা হইয়া সাংসারিক আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করিতেন, অধুনা ঐশ্বরিক ভক্তমণ্ডলীর সমাগমে তিনি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আপন গৃহের শ্রেষ্ঠতর প্রকোষ্ঠকে তিনি ঈশ্বরের উপাসনালয় করিয়া দিলেন; প্রতিদিন বহুসংখ্যক পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী তথায় আসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাঁহার ধর্ম্মভক্তি ও ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিয়া সাধারণে আশ্চর্য্যান্বিত হইল; নগরের সর্ব্বত্র তাঁহার যশোসৌরভ ব্যাপিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার নিকট লোকের সমাগম হইতে লাগিল। এমন কি, ইউরোপের

অদ্বিতীয় রুষসম্রাট আলেকজাণ্ডরকেও ধর্ম্মপুস্তক হস্তে করিয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল। তৎকালে ফ্রান্সদেশীয় সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ান পরাজিত হইলে, উক্ত সম্রাট আলেকজাণ্ডর পারিস হস্তগত করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন লেডী ক্রুডেনরের সহিত আলাপপরিচয় দ্বারা তাঁহার হৃদয়ে খ্রীষ্টের প্রতি প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল।

লেডী ভন্ ক্রুডেনর কদাচ এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না; পবিত্র প্রেমে পরিচালিত হইয়া তিনি সর্ব্বত্র সুসমাচার প্রচার করিতে ইচ্ছা করিতেন। এতদভিপ্রায়ে পুনশ্চ পারিস পরিত্যাগ করিয়া দেশদেশান্তরে ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টকে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বত্র প্রভু য়েশুর প্রতি, ও খ্রীষ্টাশ্রিত ভ্রাতৃগণের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদর্শন করিতেন; এই অনির্ব্বচনীয় নিঃস্বার্থ প্রেমই তাঁহার প্রচারের সার ছিল। তিনি বলিতেন, পবিত্র প্রেম দ্বারাই জীবন লাভ হয়, জীবন লাভ আর প্রেম পরস্পর নিতান্ত অভিন্ন; যে বিশ্বাস গুণে অসম্ভাবিত বিষয় সম্পাদন করা যাইতে পারে, সেই বিশ্বাস এই প্রেম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। য়েশুর প্রায়শ্চিত্তমৃত্যু প্রকৃত প্রেমের উৎস স্বরূপ।—সেই প্রেমে প্রবর্ত্তিত হইয়া তিনি সকল পাপীর জন্য অনবরত প্রার্থনা করিতেন। তিনি যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থলেই এক একটী প্রার্থনাসভা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি মহৎ ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট গিয়া মনঃপরিবর্ত্তন ও পুনর্জ্জন্মলাভের আবশ্যকতার বিষয় প্রচার করিতেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংক্রান্ত

কোন দলাদলী ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; রোমাণ-কাথলিক হউক, বা প্রটেষ্টান্ট্ হউক, যে কেহ তাঁহার নিকট আসিত, তাহারই প্রতি তিনি প্রীতিব্যবহার করিতেন, প্রত্যেক জনকেই তিনি হিতদায়ক শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। এক জন ধার্ম্মিক পুরোহিত তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া নিতান্ত সুখী হইয়াছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন "লেডী ভন্ ক্রুডেনরের দর্শন পাইয়া আমরা অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি; তাঁহার প্রেমগর্ব্ভ উপদেশে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হইয়াছে। ক্রুডেনরের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে পরস্পরে প্রীতির বাহুল্য দেখিয়া আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি; এরূপ উৎকৃষ্ট পবিত্র প্রেম আর কোথায়ও দেখিতে পাই নাই! "আমি সাধুদের সহভাগিতায় বিশ্বাস করি," খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বাসপদার্থের এই বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম আমি এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। দেখিলাম, আমি যাঁহাদের চরণতলে বসিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, সেই সকল বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতগণ, উচ্চপদান্বিত সম্ভ্রান্ত লোকেরা, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পারদর্শী অধ্যাপকগণ অবনতমস্তকে লেডী ভন্ ক্রুডেনরের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন। এই অপূর্ব্ব প্রচারিকার মুখে ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া আমার বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।"

জর্ম্মানীর অন্তঃপাতী লিপ্‌সিক নগরের জনৈক সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; ইনি তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় ক্রুডেনর তাঁহাকে নাস্তিকমতাবলম্বী জানিতে পারিয়া কহিলেন, "আপনি যে দর্শন বিদ্যাকে মহৎ বিদ্যা বলিয়া সি-

দ্ধান্ত করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত বিদ্যা নহে। সাধু পৌলের বাক্য অনুসারে আমিও বলিতে পারি, ইহা নিশ্চয়ই "অলীক প্রতারণামাত্র!" [কলসীয় ২ ; ৮।] আপনি সাবধান হইবেন! আপনকার এই ভ্রান্ত শিক্ষা দ্বারা যে কত কত যুবক সত্যভ্রষ্ট হইয়া অনন্তজীবনে বঞ্চিত হইয়াছে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন! সেই যুবকদের, ও তাহাদের ভ্রান্তশিক্ষা দ্বারা আরও যে শত শত লোকে ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনকাকে একবার নিকাশ দিতে হইবে। আপনি আপনকার অসংখ্য অপরাধের বিষয়ে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তজ্জন্য সরলভাবে অনুতাপ করুন ; এবং পাপহারী জগত্রাতা প্রভু য়েশুর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাহা না করিয়া যদি আপনি ঈশ্বরবিরহে জীবন অতিবাহন করেন, তাহা হইলে শেষে আপনাকে সভয়ে ও সকম্পে অনন্ত নরকে নিপতিত হইতে হইবে। সেই দীনবেশধারী য়েশু বিচারকর্ত্তা হইয়া জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন ; তাঁহার সম্মুখে আপনকাকে দণ্ডায়মান হইয়া এই শেলসম নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিতে হইবে—আমার নিকট হইতে দূর হও, আমি তোমাকে চিনি না! আমি যথার্থই বলিতেছি, আপনি যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্য অবহেলা করিয়া এখনও ঈশ্বরকে অনাদর করেন, তাহা হইলে এ জীবনেও আপনকাকে ঐশ্বরিক দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তাহাতে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ দর্শনবিদ্যা প্রচারের জন্যই যে ঈশ্বর আপনকাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিলেন, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিবে।" লেডী ভন্ ক্রুডেনরের কয়েকটী ভবিষ্যদ্বাক্য বাস্তবিকই সফল হইয়া গিয়াছে ; তিনি এই পণ্ডি-

তকে যে অভিশাপসূচক ভবিষ্যদ্বাণীটী বলিলেন, তাহাও ভবিষ্যতে সফল হইয়া উঠিল। পণ্ডিতটী যথার্থই ঐশ্বরিক দণ্ড ভোগ করিলেন, তাঁহাকে ভয়ঙ্কর উন্মাদ রোগে আক্রমণ করিল, তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেল। গৃহের দেয়ালে প্রভু য়েশু খ্রীষ্টের একটী চিত্র লম্বিত ছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি তিন চারি ঘন্টা কাল চিত্রটীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রহস্যভাবে চীৎকারপূর্ব্বক বলিয়া উঠিতেন, "তুমি তো সেই নাসরতীয় গুরুমাত্র, আর তো কিছু নও!" আবার সহসা কম্পিতকলেবরে সভয়ে বলিয়া উঠিতেন, "আমার পানে আবার অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন? হাঁ, হইতে পারে সত্য সত্যই তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র ; বিনয় করি, তোমার নয়নবাণে আমায় বিদ্ধ করিও না!! পণ্ডিতটী এইরূপ অবস্থায় আপন জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে অনেক অনেক বড় বড় পণ্ডিতের নিকট ক্রুডেনর খ্রীষ্টের বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। অনেক অনেক উচ্চপদান্বিত কুলীন, ও বিখ্যাতনামা লোকে আসিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে বাদেন রাজ্যের রাজমন্ত্রীর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ সম্পাদিত হয়। তিনি শ্বশ্রূর ঈদৃশ ধর্ম্মানুরাগ ও ঐশ্বরিক প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া আপনার মন্ত্রী-পদ, ঐশ্বর্য্য, মানসম্ভ্রম, সকলই বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন! অতুল ঐশ্বর্য্যশালী এখন খ্রীষ্টের প্রেমে প্রেমী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন!

লেডী ভন ক্রুডেনর বিশেষরূপে দরিদ্র লোকদের নিকট গমন করিতেন। তাহাদিগের সাক্ষাতে অদ্ভুত ক্ষমতা সহ-

কারে সান্ত্বনাদায়ক সুসমাচার প্রচার করিতেন; এবং ব ক্যেতে কেবল নয়, কার্য্যেতেও তাহাদের প্রতি সদয় ভাব প্র কাশ করিতেন। প্রাণপণে তিনি দীনদরিদ্রদিগের হিতসাধ করিতেন। তাঁহার সৌজন্য ও অকৃত্রিম প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয় অসংখ্য দীনদুঃখী অজস্র তাঁহার নিকট গমনাগমন করিতে লাগিল।

১৮১৬ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময়ে ক্রুডেনর জর্ম্মাণ দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিতি করেন। তাহাতে সুইজর্‌লণ্ডের ও দক্ষিণ জর্ম্মাণীর অন্যান্য প্রদেশের সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকে তাঁহার নিকট আসিয়া উপকার প্রার্থনা করে। তিনি পরিত্রাণ ও শান্তিপ্রদায়িনী দেবলোকের ন্যায় তাহাদিগেতে পরি- বেষ্টিত হইয়া তাহাদের শারীরিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করেন, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পারমার্থিক মঙ্গলও সাধন করেন! দরিদ্রদিগের উপকার সাধনে তিনি সাম্প্রদায়িক ভাব বিন্দুমাত্র না রাখিয়া তাবৎ সম্প্রদায়ের লোককে অনর্গল অর্থ সাহায্য করিতেন। দুঃখীদিগের আহার নির্ব্বাহার্থ তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া আপন শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করিলেন; তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি ব্যয়িত হইল; আপন পৈতৃক ধন, এমন কি, গাত্রের অলঙ্কার পর্য্যন্ত, তিনি দুর্ভিক্ষ- পীড়িতদের প্রাণধারণের জন্য ব্যয় করিলেন।

এইরূপে তিনি অসংখ্য লোকের সাংসারিক ও পারমার্থিক হিতসাধন করিতে লাগিলেন। অসংখ্য লোকে ঈশ্বরপ্রেরিতা বলিয়া তাঁহাকে মান্য করিতে লাগিল। কিন্তু সংসারে

বিসম্বাদিতরূপে ঐশ্বরিক কার্য্য সাধন করা কাহারও ভাগ্যে টিয়া উঠে না! তাঁহার প্রতি দরিদ্র লোকদিগের এত গাঢ় ক্তি দেখিয়া প্রজাবিদ্রোহের ভয়ে রাজকর্ম্মচারিগণ শঙ্কিত ইতে লাগিল। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া নানাপ্রকারে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে াগিল। স্থানে স্থানে তাহারা এতদূর অন্যায় করিতে লাগিল, ে তাহাদের অনুমতিপত্র ভিন্ন কেহ ক্রুডেনরের সহিত সা- ক্ষাৎও করিতে পারিল না। বিশেষতঃ রাজপুরুষ ও কর্ত্তৃপক্ষী- য়েরা দীনহীনদের প্রতি মনোযোগ করিত না বলিয়া তিনি অম্লানবদনে তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিতেন। তাহাতে তাহারা যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেশনির্ব্বাসিত করিতে চেষ্টা করিল।

এই সকল অপমান তিনি আনন্দ পূর্ব্বক সহ্য করিলেন; কেননা ইহা যে খ্রীষ্টের আশ্রিতগণের প্রকৃত লক্ষণ, তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। অন্যপক্ষে আবার তাঁহার পবিত্র ব্যব- হার দর্শনে নিতান্ত কর্কশস্বভাব লোকেও তাঁহার বাধ্য হইয়া উঠিল। ভ্রষ্টচরিত্র লোকে তাঁহার দ্বারা চেতনা পাইয়া কুপথ পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে লাগিল। যাহারা তাঁহার কুৎসা করিত, তাহারা সাক্ষাৎকারে তাঁহার মৃদু ও নম্র ব্যবহার দর্শন করিয়া, তাঁহার অজস্র প্রীতির ও ভক্তির প্র- চার শ্রবণ করিয়া নিতান্ত অপ্রতিভ হইল। যে যে সৈনিক পু- রুষ কর্ত্তৃপক্ষীয়দের আদেশানুসারে তাঁহার প্রতি ক্রূর ব্যবহার করিতে আসিত, তাহারাও তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া অত্যাচার করা দূরে থাকুক, অগত্যা তাঁহাকে সমাদর করিত।

এইরূপে তিনি যে দিবারাত্রি অজস্র পরিশ্রম করিতেন তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের হানি হইতে লাগিল, ভগ্ন শরীর বশতঃ তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাগমনের নিতান্ত প্রয়োজন হইল।

লেডী ভন ক্রুডেনরের পিতামহ রুষিয়ার দক্ষিণসীমাস্থ ক্রিমিয়া নামক একটী উপদ্বীপ জয় করিয়া রুষসাম্রাজ্যের সীমা-ভুক্ত করেন। ক্রুডেনর তথায় গিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। অবশেষে সন ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বরে ষষ্টিতম বর্ষ বয়স্কা হইয়া তিনি স্বীয় দুহিতা ও অন্যান্য বিশ্বাসী লোকে পরিবেষ্টিতা হইয়া তথায় মানবদেহ-যাত্রা সম্বরণ করেন। এই সকল প্রিয় লোকদিগের মধ্য হইতে বিনাযাতনায় ঐশ্বরিক শান্তিভোগ করিতে করিতে ঐহিক জীবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধন্য ত্রাণকর্ত্তার নিকট গমন করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এই কথাটী বলিয়া যান, "আমা-দ্বারা যে কিছু উত্তম কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের গৌর-বের জন্য থাকিয়া যাইবে; কিন্তু যে সকল মন্দ কার্য্য আমি করিয়াছি, তাহা প্রভুর দয়াতে আচ্ছাদিত ও বিলুপ্ত হইবে।" —দানিয়েল দৈববক্তার এই চমৎকার ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পক্ষে নিশ্চয়ই সফল হইবে, "জ্ঞানিগণ আকাশের দীপ্তির ন্যায় দেদীপ্যমান হইবেন; আর যাঁহারা অনেককে যাথার্থ্যের পথে আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা নক্ষত্রের ন্যায় চিরকাল উজ্জ্বল হইবেন।" (দানিয়েল ১২; ৩) প্রভু যেশুও বলেন:— "ধার্ম্মিকগণ আপনাদের পিতার রাজ্যে সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্য-মান হইবেন।" (মথি ১৩; ৪৩)।

প্রিয় পাঠক, তুমিও তদ্রূপ চিরন্তন মহিমা ও অচিন্ত্য সুখ লাভ করিতে পার। তাহা চাহিলে, লেডী ক্রুডেনরের ন্যায় তোমা-কেও সংসারের কুহক অতিক্রম করিয়া প্রকৃত ত্রাণপথ অব-লম্বন করিতে হইবে। ঐহিক পণ্ডিত ও শাস্ত্রবিদ্‌গণ তোমাকে সেই পথ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। মানবীয় যুক্তিবুদ্ধি তোমাকে কেবল ভ্রমে নিক্ষিপ্তই করিতে পারে। প্রকৃত ত্রাণপথ কেবল বাইবেলেই প্রকাশিত আছে। প্রভু যেশু খ্রীষ্ট স্বয়ং সেই পথ! তিনি ঈশ্বরের সত্য অবতার; তিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। তাঁহার দ্বারা ঈশ্বর তোমার প্রতি অচিন্ত্য দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তোমার পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে জগতে প্রেরণ করিলেন; তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যেশু খ্রীষ্ট আপন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। তুমি যদি একান্তহৃদয়ে এই সত্যে অনুমোদন কর, এবং যেশু খ্রীষ্টকে আপন ত্রাতা ও জীবনদাতা বলিয়া গ্রহণ কর, তাহা হইলে, ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ও অনন্তজীবনের অধিকারী হইতে পারিবে।

লেডী ভন্ ক্রুডেনরের কার্য্য আলোচনা করিয়া তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে, তিনি এক জন অসাধারণগুণসম্পন্ন মনুষ্য ছিলেন, তিনি যে কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার ও চিরপ্রশংসনীয় কার্য্য। কিন্তু ক্রুডেনরকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, আপনি এ সকল কার্য্য সাধনের ক্ষ-মতা কোথায় পাইয়াছেন? কি প্রকারে, কাহার শক্তিতেই বা আপনি এরূপ গুণশালিনী হইয়া উঠিলেন? তাহাতে তিনি মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিতেন, আমার নিজের শক্তিতে এ সকল সাধন করিতে আমি কোন মতেই সক্ষম নহি; এ জন্য আমি

স্বয়ং কোন প্রশংসার যোগ্যপাত্রী নহি। আমি পূর্ব্বে নিতা
অযোগ্য লোক ছিলাম ; কিন্তু এখন খ্রীষ্ট য়েশুর কাছে পরি
ত্রাণ পাইয়াছি। তিনি আমার পরিত্রাণ করিয়া আমায় নূতন
জীবন প্রদান করিয়াছেন। আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহ
আমার নয়, তাঁহারই কার্য্য, তিনিই আমার তাবৎ ধর্ম্মকর্ম্মের
আমার সকল গুণের মূল। ঈশ্বরের প্রসাদেই লেডী ভন ক্রুডে
নরের মনে সেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। প্রভু
য়েশুতে প্রকাশিত ঈশ্বরের প্রসাদের গুণে প্রত্যেক ভ্রষ্ট মনুষ্য
তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হইতে পারে।

সমাপ্ত।

CALCUTTA.

Printed by K. M. Dutt, for the Christian Vernacular Education Society, at the Bengal Press, 75 Cornwallis Street 1876.

জনৈক ডেপুটী কালেক্টরের

আত্ম-বিবরণ।

—০—

৮ ডিসেম্বর, ১৮৫৯।—গত রাত্রে আমি এই স্থানে পঁহুছিয়াছি। আমি ডেপুটী কালেক্টরি পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, এখন দীর্ঘকালের জন্য এই স্থানে আমার সদর কাছারি হইবে। এই নগর বড় উত্তম স্থানে স্থাপিত, বিশেষতঃ আমার বাসগৃহ যে স্থানে, এ অতি উত্তম স্থান। ইহা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার বাস করিবার গৃহ নগরের মধ্যস্থলে নহে, অনেক দূরে। সুতরাং বোধ হয়, যেন আমি পল্লীগ্রামে বাস করি। ছাদে উঠিলে বক্রগামিনী নদী দৃষ্ট হয় ; নদীর এ স্থান অতি অপ্রশস্ত, কিন্তু বড়ই সুন্দর। চারি দিকে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলী ; অম্ব্র বৃক্ষের ত অন্তই নাই। চারি দিকে নিরীক্ষণ করিলে হরিৎ সমুদ্র মধ্যে স্থানে২ উন্নতমস্তক তাল ও নারিকেল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার গৃহের অতি নিকটে একটী সুদীর্ঘ তালতরু আছে—এত নিকটে যে, আমি ছাদ হইতে হাত বাড়াইয়া উহার পাতা স্পর্শ করিতে পারি। সমীরণ পীড়নে তালপত্রাবলী হইতে এক প্রকার মর্ মর্ শব্দ হইয়া থাকে। বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া ধান্য ক্ষেত্র দেখিতে পাই। এক্ষণে শস্য পরিপক্ক হওয়াতে ধান্যক্ষেত্র স্বর্ণক্ষেত্রের ন্যায় দৃশ্য হয়। আমার বাটীর সম্মুখে বাগান করিবার জন্য এক খণ্ড ভূমি আছে। এক্ষণে তাহাতে নানাপ্রকার ফুলের গাছ আছে।

১১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০।—আহা, আমার চতুর্দ্দিক কেমন

সৌন্দর্য্য-পরিবেষ্টিত! যে দিকে দৃষ্টি করি, সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ইংরাজ কবিরা তাঁহাদের দেশীয় বসন্তকালের প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু সে দেশীয় বসন্তকাল আমাদের দেশীয় বসন্তকাল অপেক্ষা অধিক মনোহর হওয়া দূরে থাকুক, সমকক্ষ হইবে কি না, সন্দেহ।

বৃক্ষের শাখাশ্রেণীতে এখনও নবপল্লব হয় নাই, শাখাগুলি যেন প্রায় পল্লবাঙ্কুরে আবৃত হইয়াছে। অশ্বথ বৃক্ষগুলি দেখিতে২ ঈষৎ রক্তবর্ণ নবপল্লবে আবৃত হইল। দিন কতক পরে পত্রগুলি সম্পূর্ণ হরিদ্বর্ণ হইয়া যাইবে। চতুর্দ্দিকে এই সকল দেখিতে পাই আর তাহারা যখন সুশীতল বায়ুভরে

কাঁপিতে থাকে, তখন কি সুন্দরই দেখায়! আমাদের দেশ অতিশয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যশালী; এমন কি, আমি যে সকল ঐশ্বর্য্যশালী দেশের বিষয় পাঠ করিয়াছি, সে সমস্ত অপেক্ষা এই বঙ্গদেশকে আমার অধিক ঐশ্বর্য্যশালী বোধ হয়; ইতালীর সুবিখ্যাত আকাশমণ্ডল যে আমাদের দেশের আকাশমণ্ডল অপেক্ষা অধিক নীলবর্ণ, কোমল ও উজ্জ্বল, আমার এমন বোধ হয় না।

১৫ ফেব্রুয়ারি।—কল্য আমি একটী পড়া নীলকুঠী দেখিতে গিয়াছিলাম। বাগান ছাড়া, কুঠীর আর সমস্তই যেমন ছিল, তেমনি আছে। কিন্তু সে সমস্তেই মৃত্যুর কর-চিহ্ন লক্ষিত হইল। ইহাতে আমার অন্তঃকরণ বিষাদিত হইল, কিন্তু তাহার কারণ কিছু জানি না। বাগানে নানা জাতি ফলপ্রদ বৃক্ষ দেখিলাম, কিন্তু অযত্নরক্ষিত। বাগানের এখানে সেখানে গোলাপ, বেল ইত্যাদি পুষ্প বৃক্ষ দেখিলাম, তাহার কোন কোনটীতে প্রষ্ফুটিত পুষ্পও ছিল। এ জনশূন্য স্থানে ইহাদের ফুটিবার আবশ্যক কি?

১লা মার্চ্চ।—ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে কত ভিন্নতা! কল্য এক জন পুস্তকবিক্রেতা অনেক বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া আসিয়াছিল, আমি তাহার নিকট কয়েক খানি পুস্তক ক্রয় করি। আমার বিবেচনায় এ প্রকার পুস্তক লেখাই অনুচিত। এমন কি, এ সকল পাঠ করিয়াছি বলিয়াই আমি লজ্জিত হইতেছি। আমি কলেজে যে সকল পুস্তক পাঠ করিতাম, সে সকল সম্পূর্ণরূপে অন্য প্রকারের। সেক্ষপিয়র, মিল্‌টন, পোপ, আডিসন, মেকলে প্রভৃতির গ্রন্থ আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল। এ সকল পুস্তক এখনও আমার আদরের সামগ্রী; তাও বলি যে, এ সকল পুস্তকে এখনও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই—এত দৃষ্টান্ত আছে যে, আজিও বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

১৯ মার্চ্চ।—আজি আবার মিল্‌টনকৃত "পারাডাইস লষ্ট" নামক পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম। তৎকৃত সৃষ্টি বিবরণ অতিশয় গম্ভীর। বোধ হয়, বাইবেলে সৃষ্টির যে বিবরণ লিখিত আছে, তদবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে। এ সকল পাঠ কালে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়। কেননা এ সৃষ্টি-বিবরণ আমাদের শাস্ত্রের অত্যন্ত বিপরীত। যৎকালে পাঠ্যপুস্তকরূপে মিল্‌টন পড়িতাম, তৎকালে অনেক বিষয় আমার মনে উদয় হইত; আবার এখন এই সে দিবস উহা পড়িতে২ আমার মনে আরো কত ভাবোদয় হইল। আদম ও হবার চিত্র—তাহাদের পবিত্র ও সুখের মনোহর অবস্থা—জগতে পাপপ্রবেশ—মনুষ্যের সেই পতন ও তাহার সর্ব্ব-নাশক ফল হইতে রক্ষার অতি আশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় উপায়বিধান—ঈশ্বর পিতার ও ঈশ্বর পুত্রের প্রেম; এ সকল বিষয় পাঠ করিলে সত্য বোধ হয়। আমি আজি পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক চক্ষে দেখি নাই—কিন্তু আমাকে উহা একবার পড়িতে হইবে। কিন্তু ভয় হয়—কেমন২ যেন বোধ হয়!

২৫ মার্চ্চ।—অদ্য অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে ভূমিকম্প হইল। পৃথিবী যেন বিলোড়িত হওয়াতে আমাদের কম্প হইতেছিল। গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, "পৃথিবীবাহক কচ্ছপ কি কারণে নড়িলেন?" আমি বলিলাম "পৃথিবী, কোন কচ্ছপের পৃষ্ঠে স্থাপিত নহে।" তিনি বলিলেন, "আমি পুরোহিত ঠাকুরের মুখে শুনেছি, বিষ্ণু কচ্ছপ মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবী বহিতেছেন।" এ কথার উত্তর না দেওয়াই সদুত্তর। তথাপি মিল্‌টনের নিম্নলিখিত পঁক্তিটী আমার মনে পড়িল;—

"And earth self-balanced on her centre hung."

১লা মে।—নানা গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আমাকে মফস্বলে এক মাস কাটাইতে হইয়াছে। সুবিচার বিতরণে

যাহা করা ন্যায্য, আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি দেখিলাম, কোন বিষয়ে সত্য নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব—এক আনা সত্যের সঙ্গে পনের আনা মিথ্যার যোগ। খ্রীষ্টীয়ানেরা বলিয়া থাকে, মিথ্যা বলা পাপ; হিন্দুরাও যদি সকল সময়ে মিথ্যাকে তদ্রূপ জ্ঞান করিত, ভাল হইত।

সাহেবগঞ্জে দিন কতক ছিলাম, সেখানে এক জন বন্ধুর সঙ্গে আমার বড় চমৎকার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি সময়ের গতির বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলেন যে, কলিকাতায় ভদ্রবংশজাত কয়েক জন যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ শুনিয়াছেন। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম, কালক্রমে সকলকেই খ্রীষ্টীয়ান হইতে হইবে; কেননা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনায় হিন্দু শাস্ত্রে আমাদের যে বিশ্বাস ছিল, তাহা লুপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যের একটী ধর্ম্ম থাকা আবশ্যক; বিশেষতঃ কোনই ধর্ম্ম না মানা অপেক্ষা একটী বিশেষ ধর্ম্ম মানা ভাল। তিনি এ বিষয়ে আমার সহিত একমত হন নাই; তেত্রিশ কোটি দেবতাতে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার যে বিশ্বাস আছে, কোন কিছুতে তাহা বিচলিত হইবার নহে। শেষে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তুমি কি খ্রীষ্টান হবে না কি হে?" আমি কখনও বাইবেল চক্ষে দেখি নাই—ইহাতে কেমন করিয়া খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারি? বলিয়া আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধ উত্তর দেওয়া এড়াইলাম। কিন্তু আমার কথায় তাঁহার মনে যে ভাবোদয় হইয়াছিল, আমার উত্তরে তাহার অপনোদন হইল না, ইহা বুঝিতে পারিলাম।

২১ জুন।—গত রাত্রে আমার প্রিয় পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। শিয়রে বসিয়া তাঁহার আসন্নকালের যন্ত্রণা দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া গিয়াছে। আমি জানি, তিনি আমাকে

ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে যত ভাল বাসিতাম, তাহা অপেক্ষাও তিনি আমাকে অধিক ভাল বাসিতেন। কিন্তু মরণকালে উন্নততর দেশে পুনর্ম্মিলনের কথা তিনি কখনও বলেন নাই। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া২ আমি ভাবিতাম যে, আমরা যদি খ্রীষ্টীয়ান হইতাম, এই আসন্নকালীন কথোপকথন অন্য প্রকার হইত। তাহা হইলে কিছু দিন বা কয়েক বৎসর বিচ্ছেদের পর স্বর্গে ঈশ্বরের সম্মুখে পুনর্ম্মিলনের প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া, উভয়ে উভয়কে সান্ত্বনা করিতে পারিতাম। কিন্তু এ অবস্থায় তাঁহার বিচ্ছেদজনিত শোক উপশম করণার্থ তাঁহার বিষয়ক চিন্তা অন্তর হইতে অন্তর্হিত করাই শ্রেয়ঃ।

তাঁহার মৃতদেহ যে দাহ করা হইয়াছে, ঐটী আমার হৃদয়বিদারণের আর এক কারণ। ফলতঃ, যাহারা মৃতদেহ ভূমিগর্ভে শায়িত করে, আমাদের অপেক্ষা তাহাদের অধিক সুবিধা আছে। মৃতব্যক্তিদিগকে স্মরণ করিবার তাহাদের আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক উপলক্ষ থাকে। আমার মনে পড়ে, একবার খ্রীষ্টীয়ান সমাধিক্ষেত্রে বেড়াইতে২ আমি সমাধিপ্রস্তরে খোদিত প্রেম ও আশাপূর্ণ বাক্য সকল পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। তাহার কোন২ কথা আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। যথা ;— "আমিই পুনরুত্থিতি এবং জীবন।" বোধ হয়, খ্রীষ্টই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এ কথার অর্থ কি? খ্রীষ্টীয়ানেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের মৃতেরা পুনরুত্থিত হইবে, ইহা আমি জানি। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইহা নিতান্তই অসম্ভব বোধ হয়। তথাপি এরূপ বিশ্বাস দ্বারা মনে অত্যন্ত সান্ত্বনার উদয় হয়।

এবার একখানা বাইবেলের জোগাড় করিতে হইবে ; কিন্তু কেমন করিয়া করিব, তাই ভাবিতেছি। কলিকাতাস্থ

কোন বন্ধুর নিকট এজন্য লিখিতে লজ্জা করে, আবার কোন মিশনরির নিকট যাইয়া চাহিতেও কুণ্ঠিত হই।

১২ জুলাই।—গত কল্য বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার খুড়তাত ভ্রাতা অমৃত আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহার নিকট আমি এক খানি বাইবেল পাইয়াছি। সে বলিল, এক্ষণে কলিকাতায় এ বিষয় লইয়া বড়ই আন্দোলন চলিতেছে—শিক্ষিত হিন্দুমাত্রেই আত্মজিজ্ঞাসু হইয়া বলিতেছে, "খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম কি সত্য?" অমৃত নিজেও আপনাকে এ প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু ইহার উত্তরে কি বলিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। হিন্দুধর্ম্ম যে মিথ্যা, ইহা নিশ্চয়। যখন বিজ্ঞানের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকা সকল কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন কি প্রকারে এ ধর্ম্ম সত্য হইতে পারে? কিন্তু এ কথাও আবার বিবেচনা করা উচিত যে, আমাদের শাস্ত্রের কাল্পনিকতা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সত্যতার প্রমাণ নহে। সে নিজে বাইবেল পাঠ করিয়াছে কি না, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; তাহাতে সে বলিল যে, নূতন ধর্ম্ম নিয়ম সমস্ত ও পুরাতন ধর্ম্ম নিয়মের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছে। ইহাতে তাহার কি অনুবোধ হয়? কি যে বোধ হয়, সে বলিতে পারে না। যীশু খ্রীষ্টের চরিত্র অতি পবিত্র ও রমণীয়—বাইবেলে তাঁহার কৃত যে সকল অদ্ভুত কর্ম্মের কথা লিখিত আছে, সে সকল বাস্তবিকই যদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ঈশ্বর। কিন্তু আবার যুক্তির বিষয়ে লোকে যাহা বলে, ও যুক্তিবহির্ভূত বিষয়ে বিশ্বাস করণের অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যে সকল কথা পাঠ করা যায়, তাহাতে অমৃতকে সন্দিগ্ধমনা করিয়াছে। অনন্তর সে আমাকে সহসা জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি বোধ কর?" আমি বলিলাম, কখন আমার বাইবেল পড়া হয় নাই—সুতরাং এক্ষণে কোন মত দিতে পারি না।

এ জন্য সে আমাকে তাহার বাইবেল খানা দিতে চাহিল কেননা সে কলিকাতায় থাকে, সেখানে অনায়াসে আর এক খানি পাইতে পারিবে। সে বলিল, “ বাস্তবিক, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি কখনও বাইবেল পাঠ কর নাই— এজন্য এখানি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। এ বিষয়ে আমার মন অস্থির হইয়াছে—অতএব এ পুস্তক পাঠ করিয়া তুমি কি বোধ কর, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।” আমি তাহাকে আমার মত জানাইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। এই প্রকারে আমার এক খানি বাইবেল লব্ধ হইয়াছে ; আমি ইহা পাঠ করিব।

১৫ জুলাই।—আহা, এই পুস্তক কেমন মনোহর ও কেমন পবিত্র! অন্তভাগে খ্রীষ্টের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে, এ কারণ আমি অগ্রে তাহাই পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যীশু কেমন অদ্ভুত ব্যক্তি—যেন পবিত্রতা ও দয়ার প্রতিমূর্ত্তি! গতরাত্রে আমি তাঁহার অপ্রাকৃতিক জন্ম ; বাপ্তিস্ম, ও তদুপলক্ষে পবিত্র আত্মার অবতরণ ; প্রান্তরে পরীক্ষিত হওন ; পর্ব্বতোপরি তাঁহার উপদেশদান ; দরিদ্র কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান ; শতপতির দাসকে সুস্থ করণ ; ভূতনিঃসারণ এবং সমুদ্রকে নিথর করণ ইত্যাদি বিষয় পাঠ করিয়াছি। এই সকল বিষয় কি অযুক্তিসিদ্ধ ? কিন্তু আমার বোধ হয়, যীশু যদি বাস্তবিকই ঈশ্বর হন, তাহা হইলে এ সকল কার্য্য তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

১৬ জুলাই।—যীশু বিষয়ক ইতিহাস যতই পাঠ করি, ততই আমার ভাল বোধ হয়। তাঁহার বাক্যে না জানি কি মহান ক্ষমতা ছিল। তিনি কোন মনুষ্যকে আজ্ঞা করিলেন, “আমার পশ্চাৎ আইস!” আর সে অমনি উঠিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া, তাঁহার অনুগমন করিল। সিবদিয় ও তাঁহার নৌকা যোহন ও যাকোবকে ক্ষান্ত রাখিতে পারিল না ; এবং

করগ্রাহী মথি লাভকর শুল্কগ্রহণ পদ ত্যাগ করিয়া যীশুর অনুসরণ করিলেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিত ও তাঁহার কথা শুনিত, তাহাদের মন গলিয়া যাইত। তিনি যদি এখন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আমরা কি বোধ করিব ? আমরা হয় ত কিছু আড়ম্বর ভাল বাসিব।

১৭ জুলাই।—যীশুর মৃত্যু বিবরণ যার পর নাই রমণীয় ; গত কল্য নিশীথ সময় পর্য্যন্ত আমি এই বিষয় পাঠ করিয়াছি। এতাদৃশ যন্ত্রণাভোগকালেও তিনি যে মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে বিশেষ আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ; তবে কেন তিনি প্রাণ দিতে সম্মত হইলেন ? তিনি কেন স্বর্গীয় দূতগণকে স্বীয় সাহায্যার্থ আহ্বান করিলেন না ? মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে, স্মরণার্থ ভোজ সংস্থাপন কালে, তিনি আপনার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, “তোমাদের নিমিত্ত ভগ্ন এই আমার শরীর, এবং এই আমার পাতিত রক্ত অর্থাৎ নূতন নিয়মের রক্ত, যাহা পাপ মোচনের নিমিত্তে অনেকের জন্যে পাতিত হয়।” তবে ইহা স্পষ্ট যে, যীশু আপনার প্রাণদান দ্বারা অন্য সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিতেছিলেন। নিম্ন উদ্ধৃত কতিপয় পঁক্তিতে মিল্টন যীশুর প্রমুখাৎ যাহা২ বলাইয়াছেন, তাহা উত্তম খাটিয়াছে।—

“ Behold me, then ; me for him, life for life
I offer ; on me let Thine anger fall ;
Account Me man ; I for his sake will leave
Thy bosom ; and this glory, next to Thee,
Freely put off, and for him lastly die
Well pleased ; on me let death wreak all his rage.”

তাঁহার পুনরুত্থান বিবরণ পাঠ করিয়া আমার মন বড়ই আপ্যায়িত হইল। স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে তিনি যে শেষ কথা বলেন তাহা পাঠ করিয়া একটী নিগঢ় বিষয় এত দিনে বুঝিতে

পারিলাম। ফলতঃ তাঁহার সেই শেষ আজ্ঞানুসারে মিশনারিরা এ দেশের নানাস্থানে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তাঁহাদের ধর্ম্মের সত্যতা দৃঢ়রূপে তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, অন্যথা তাঁহারা স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন কেন? তাঁহাদের কাহার সঙ্গে যদি আমার দেখা হইত, বড় ভাল হইত।

২০ জুলাই।—মার্ক লিখিত সুসমাচার সমস্ত পাঠ করিয়াছি। এই সত্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণটী আমার মনের স্তরে২ অঙ্কিত হইয়াছে। অন্তভাগ পাঠারম্ভাবধি একটী বিষয় আমার মনে বিশেষ জাগরূক রহিয়াছে। তাহা এই, আমাদের দেবতাদের জীবনচরিত অপেক্ষা যীশুর জীবনচরিত যার পর নাই ভিন্ন। আমার মনে হয়, এক জন সহছাত্র একবার বলিয়াছিল, "খ্রীষ্টীয়ানদের খ্রীষ্ট ঠিক আমাদের কৃষ্ণের মতন।" এখন বিলক্ষণ মনে পড়িতেছে, এই দুই নামের অতি চমৎকার সাদৃশ্য বিষয়ে চিন্তা করিয়াছিলাম, কিন্তু তৎকালে খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছুই জানিতাম না, এজন্য এ বিষয়ে আর কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছি, কৃষ্ণের সহিত খ্রীষ্টের তুলনা করাই ঈশ্বরনিন্দা। বৈষ্ণবমন্ত্র উপাসকেরা যাহাই বলুন না কেন, আমার বিবেচনায় কৃষ্ণ অতি জঘন্য মনুষ্য ছিল—সে যদি এখন জীবিত থাকিত, ইংরাজশাসনকর্ত্তাদের নিরপেক্ষ রাজনিয়মানুসারে, কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইত! খ্রীষ্ট নির্দ্দোষ পুরুষ ছিলেন।

২৪ জুলাই।—লূকলিখিত সুসমাচার পড়া আমার শেষ হইয়াছে। ইনি সেই খ্রীষ্টেরই চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। আহা, তৎকৃত কোন২ বিবরণ বড়ই করুণভাবাত্মক! কোন এক জন নিরুপায়া স্ত্রীলোক যীশুর কাছে গিয়া আপনার নয়নজলে তাঁহার চরণ ধুইয়া মস্তকের কেশ দ্বারা মুছাইয়া দিয়াছিল। যীশু বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া তাহার অপরাধ

ক্ষমা করিলেন ও তাহাকে কুশলে যাইতে কহিলেন। এই যে বিশ্বাস দ্বারা পাপ ক্ষমা হয়, এ কি প্রকার বিশ্বাস? আমিও কি বিশ্বাস করিয়া ক্ষমা পাইতে পারি না? আমি জানি, আমি পাপ করিয়াছি—আমি জানি, আমি জানিয়া শুনিয়া অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি। আমি কালী দর্শন করিয়াছি, কালীর নিকটে পাঁঠা বলি দিয়াছি; কিন্তু কখনও মনে এমন প্রবোধ পাইলাম না যে, আমার পাপ মার্জ্জনা হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়টী আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে। ঈশ্বর স্বয়ং এবং দূতেরা প্রত্যেক মনুষ্য-আত্মার জন্য কত প্রকারে মনোযোগী! বিপথগামী কুপুত্রের জন্য পিতা কত মনোপীড়া পাইলেন? দুষ্ট হইলেও তিনি তাহাকে ভুলিলেন না। চেতনা পাইয়া সেই বিপথগামী পুত্র পিতার নিকট প্রত্যাগমন করিতে স্থিরসংকল্প হইল, ইহা পাঠ করিয়া মনে২ ভাবিলাম, "আমিও উঠিয়া আমার পিতার নিকট যাইব।" কিন্তু মূল কথা এই, কি প্রকারে যাইব?

রাত্রি দুই প্রহর কাল।—আমি ভাবিতেছি—ভাবিতেছি—কেবলই ভাবিতেছি। আমার মনে আছে, যীশু কি প্রকারে তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, তোমরা পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তাহা তোমাদিগকে দত্ত হইবে। কিন্তু পবিত্র আত্মা কি, ও কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা ত আমি জানি না।

২৮ জুলাই।—যোহনলিখিত সুসমাচার শেষ করিলাম। চারি সুসমাচারের কোন্‌টী যে আমি অধিক ভাল বাসি, তাহা ঠাহরিয়া উঠিতে পারি না; প্রত্যেকটীই অতি পরিপাটীরূপে লিখিত। যোহনলিখিত সুসমাচার শতবার পাঠ করিলেও আমার ক্লান্তি বোধ হয় না; কথা গুলি কেমন বিশদ, সরল ও কারুণ্যপরিপূর্ণ! লাসারের পুনরায়

জীবনলাভবৃত্তান্ত পাঠে আমাকে কাঁদিতে হইয়াছে। আমার স্ত্রীর পীড়াকালে যীশু যদি এখানে বর্ত্তমান থাকিতেন, তিনি কখনই মরিতেন না। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায় কেমন অমৃতময়! ঐ সকল পাঠকালে ভাবিলাম, আমি যদি যীশুতে বিশ্বাসী হইতাম, ভাল হইত, কেননা তাহা হইলে, ঐ সকলে যে সান্ত্বনা লাভ হয়, আমি তাহা পাইতে পারিতাম। "তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অনেক বাসা আছে, নতুবা তোমাদিগকে জানাইতাম। কেননা আমি তোমাদিগের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, কেননা আমি যেখানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই খানে থাকিতে হইবে।" কেমন প্রেম ও সান্ত্বনাপূর্ণ কথা গুলিন! তথাপি এ সকল পাঠ ও চিন্তাকালে অন্তঃকরণ আমাকে বলে, "এ সকল কথায় তোমার কোন লাভ নাই; তুমি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস কর না; স্বর্গে তোমার জন্য বাটী প্রস্তুত হয় নাই; তুমি মরিলে পর যীশু আসিয়া তোমাকে আপনার কাছে লইয়া যাইবেন না।" আহা, আমি যদি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করণের ফল জানিতাম!

২ আগষ্ট।—আমি প্রেরিতদিগের ক্রিয়া নামক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। এক বিষয়—খ্রীষ্টধর্ম্মের অপ্রতিরোধনীয় শক্তি—আমার মনে বড় ধরিয়াছে। আমার মনে হয়, বিদ্যালয়ে আমরা গ্রীস ও রোমের দেবোপাখ্যান পাঠ করিতাম। তাহাদের দেবতারা যার পর নাই সুন্দর। আমি আরো ভাবিতাম, আমাদিগের ধর্ম্মে ইহার অর্দ্ধ সুন্দর দেবতাও নাই। আমার আরো স্মরণ হইতেছে যে, এই সকল দেবতার আরাধনা রহিত হওয়াতে আশ্চর্য্য বোধ করিতাম। আমি মনে২

আরো ভাবিতাম যে, এমন সময় কি কখন আসিবে, যখন এদেশের লোকেরা কালী, দুর্গা, মহাদেব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদের নাম কেবল পুস্তকেই পাঠ করিবে, এবং পূর্ব্বপুরুষেরা ইহাদের পূজা করিতেন বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে? কিন্তু কি প্রকারে যে গ্রিস্ ও রোমের এই দেবতারা দূরীকৃত হইয়াছিল, তাহা আমি জানিতাম না। পৌল রোমনগরে গমন করিয়া তাহা "প্রতিমাতে পরিপূর্ণ" দেখিয়াছিলেন। কিন্তু পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে দেবতার বেদী ভগ্ন ও দেবপূজা রহিত হইয়া গেল। এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে কেহই এই সকল প্রতিমা পূজা করে না। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "স্বর্গ রাজ্য এমন মাওয়ার সদৃশ, যাহা কোন স্ত্রীলোক তিন মান ময়দার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিলে ক্রমশ সমস্ত মাতিয়া উঠিল।" আমি এখন তাঁহার এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি। গ্রিসের রমণীয় দেবতারা যখন খ্রীষ্টের শক্তি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন আমাদের দেবতারা কি প্রকারে পারিবে? ফলতঃ আমাদিগের দেবতাদের দূরীভব ও দেবমন্দির সকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওনের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

৩ আগষ্ট।—আর আমার দেবসেবায় প্রবৃত্তি হয় না। খ্রীষ্টের জীবনচরিত পাঠ করিবার পর কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত মহাদেবকে আর প্রণাম করিতে পারি না; সচন্দন বিল্বপত্রে আর তাঁহার পূজা করিতে পারি না; এবং গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা ললাটে আর ফোঁটা কাটিতে পারি না। পরিবারস্থ অনেকে এ বিষয়ে আমাকে অনেক কথা বলেন। তাহাতে আমি বলি, "আজ কাল অনেকেই এ সকল করে না; আমিও করি না।"

১ সেপ্টেম্বর।—গত মাসে আমি নানা মণ্ডলীর প্রতি প্রেরিত পত্র সকল পাঠে ব্যস্ত ছিলাম। করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি পত্রের পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুনরুত্থানের যে মত ব্যক্ত

হইয়াছে, তাহা আমার মনে বড় লাগিয়াছে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। এতদ্দ্বারা একটী রহস্য বুঝিতে পারিয়াছি। মৃতদিগের পুনরুত্থানে বিশ্বাস থাকাতেই খ্রীষ্টীয়ানেরা আত্মীয়গণের মৃতদেহের এত যত্ন করিয়া থাকে। মৃত দেহ পুনর্ব্বার সজীব হইয়া উঠিবে, এই বিশ্বাসে তাহারা উহা বীজের ন্যায় ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখে। আহা, এ বড়ই সান্ত্বনা-দায়ী বিশ্বাস! কিন্তু এ বিশ্বাস অবলম্বন করা আমার পক্ষে বড় কঠিন; আমি ভাবিতেছি, ইহা কি প্রকারে ঘটিতে পারে? আবার পৌলের কথা মনে পড়ে; তিনি বলেন, "হে নির্ব্বোধ ব্যক্তি, তুমিই যাহা বপন কর, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না।" যখন বিশ্বাস করি যে, বীজটী ভূমিতে উপ্ত হইলে একটী সুন্দর বৃক্ষ জন্মিবে ও রমণীয় পুষ্পে পরিপূর্ণ হইবে; তখন, মনুষ্যদেহ ভূমিতে প্রোথিত হইলে পর এক দিন যে গৌরব ও সৌন্দর্য্যের সহিত পুনরুত্থিত হইবে, এরূপ বিশ্বাস কি প্রকারে প্রত্যাখ্যান করিতে পারি? প্রকৃতিতে ঈশ্বর এই মতের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন। যথা;—বীজ, মূল, প্রজাপতি ও গুটিপোকা। লোকে শুনিলে বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু বাস্তবিক এই সে দিবস আমি জ্ঞাত হইলাম যে, গুটিপোকা শেষে প্রজাপতি হইয়া যায়। আমি কখনও প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন করি নাই—সুতরাং চক্ষু থাকিতেও চতুর্দ্দিকবর্ত্তী বস্তুসমূহ বিষয়ে অন্ধ ছিলাম। এক দিন প্রাতে বাগানে বেড়াইতে২ আমি বদরী বৃক্ষে কয়েকটী গুটি ঝুলিতে দেখিয়া গুটি সমেত একটী ডাল ভাঙ্গিলাম। জিজ্ঞাসা করিলে মালি বলিল যে, এটী গুটি, গুটিপোকাতে এই গুটি বান্ধিয়াছে। সে আমাকে বৃক্ষের পাতায় কয়েকটী গুটিপোকাও দেখাইয়া দিল। আমি গুটিপোকা সুন্দর দেখিয়া আনিয়া যত্ন করিয়া রাখিলাম, দিন কতক পরে খুলিয়া দেখি, আর সে প্রকার রেশমি

চাকচিক্য নাই, উহাদের মধ্যে যেন কিছু নড়িতেছে। এক দিন প্রাতঃকালে খুলিয়া দেখি, গুটি গুলির মুখ কাটিয়া বিচিত্র প্রজাপতি বাহির হইয়াছে; কিয়ৎক্ষণ পরে প্রজা-পতি গুলি উড়িয়া গেল। ইহাতে আমি কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া আর কয়েকটী ছোট২ গুটিপোকা আনিয়া রাখিলাম। তাহাদের গাত্রে স্বর্ণরেখা অতি অল্প দিন ছিল। কিছু দিন তাহারা বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল। তৎপরে আর আহার করিল না—বিবর্ণ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে গিয়া দেখি, তাহারা গুটি বান্ধিয়াছে। আর কিছু দিন পরে তাহা হইতে অতি সুন্দর প্রজাপতি নির্গত হইল। আমি জানি যে, গুটিপোকার প্রজাপতিতে ও আমাদিগের পার্থিব দেহের পুনরুত্থিত দেহে পরিবর্ত্ত হওয়ার দৃষ্টান্তটী নির্দ্দোষ নহে; কিন্তু উভয়ের রহস্যই অতি আশ্চর্য্য; সুতরাং একটী বিশ্বাস করিলে (বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না;) অপরটীও বিশ্বাস করা উচিত।

একটী বিষয় নূতন দেখিতেছি। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই মৃতদের পুনরুত্থানের কথা বলে না। মুসলমানেরা ইহা বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু উহারা সুসমাচার হইতে এই সত্যটী গ্রহণ করিয়াছে।

আহা, আমার পত্নীর যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকিত, এবং কোন নির্জ্জন স্থানে তাঁহার দেহ প্রোথিত থাকিত! তাহা হইলে তিনি দূতগণ দ্বারা রক্ষিত হইয়া তথায় নিদ্রা যাইতে পারিতেন, এবং শেষ দিনে "উঠ!" খ্রীষ্টের এই বাণী শুনিয়া উঠিতে পারিতেন। এ সকল বৃথা চিন্তা! গতং ন সূচয়েৎ।

২ সেপ্টেম্বর।—অন্তভাগে আনন্দের বিষয়ে যে সকল কথা লিখিত আছে, তৎপাঠে আমি চমৎকৃত হইয়াছি। পৌল পরীক্ষায় ও কষ্টে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু আবার অপরিসীম আনন্দ ও সান্ত্বনাযুক্তও ছিলেন। পিতরও "গৌরবপূর্ণ

অকথনীয় আনন্দের" কথা বলেন। এ জীবন শোক দুঃখ-সঙ্কুল। আমার অবস্থা এক প্রকার সচ্ছল বটে; কিন্তু বিস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, সে দুঃখে আবার আনন্দের মিশ্রণ নাই। বাইবেলে যেরূপ পাঠ করি, সকল খ্রীষ্টীয়ানই যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভাগ্যে আনন্দশূন্য দুঃখ মাত্রই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

শোকের বিষয় অন্তঃভাগে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, আমার বড়ই মনে ধরিয়াছে। কাহারও শোকের কোন কারণ উপস্থিত হইলে আমরা বলি, ইহা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল। কিন্তু এ বিষয়ে অন্তভাগের মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। "কেননা প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন, এবং যে প্রত্যেক পুত্রকে গ্রাহ্য করেন, তাহাকে প্রহার করেন।" "বস্তুতঃ আমাদের আপাততঃ উপস্থিত যে লঘুতর ক্লেশ, তাহা উত্তর২ অনুপমরূপে আমাদের অনন্তকাল স্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে।" "যে ব্যক্তি পরীক্ষা সহ্য করে, সেই ধন্য; কারণ পরীক্ষাসিদ্ধ হইলে পর সেই ব্যক্তি জীবনমুকুট প্রাপ্ত হইবে, কেননা প্রভু আপনপ্রেমকারী-গণকে তাহা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।"

আমি সুখী নহি। আমি দেখিতেছি, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র ও বিশুদ্ধ। আরও বুঝিতে পারি, যাহারা সরলভাবে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা বাস্তবিক সুখী। পৃথিবীর শোক দুঃখ তাহাদিগের নিকট অর্দ্ধেক বল প্রকাশ করিতে পারে না; প্রেম ও জ্ঞানের আকর পিতা পরমেশ্বর হইতে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রত্যেক কষ্ট ও দুঃখ অতি লঘুভার বোধ হয়; এমন কি, মৃত্যুও তাহাদের নিকট ভীষণতা-শূন্য; কেননা পিতা আপন সন্তানবর্গের জন্য যে আনন্দময় আবাস প্রস্তুত করিয়াছেন, মৃত্যু তাহাদিগকে সেই আবাসে লইয়া যাইবার জন্য দূতস্বরূপ। এ সকল সত্য, তথাপি যাহা

মনে অনুবোধ করি, তদনুরূপ কার্য্য করিতে সাহস হয় না। শেষে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া আমি ভীত হই।

৪ সেপ্টেম্বর।—অন্তভাগ পাঠ শেষ হইল। কিন্তু শেষের অধ্যায় কয়টী ধীরে২ রহিয়া২ বার২ পাঠ করিয়াছি। তাহাতে স্বর্গের যে বর্ণনা আছে, তাহা কেমন বিশুদ্ধ ও পবিত্র! "অপবিত্র কিছুই তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না।" আমাদিগের শাস্ত্রে দেবলোকের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে এই সকল কত ভিন্ন! বাসনা হয়, আমি নগরদ্বারে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করি, এবং ঈশ্বরের আবাসের মধ্যস্থলে যে জীবনবৃক্ষ আছে, তাহার ফল চয়ন করি। কিন্তু আমি অত্যন্ত অপিত্র।

৮ সেপ্টেম্বর।—অদ্য অমৃতের এক পত্র পাইয়াছি - কলিকাতাস্থ কতকগুলি শিক্ষিত যুবকে যে এক নূতন ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়াছেন, অমৃত তাঁহাদের বিষয় লিখিয়াছে। অমৃত নিজে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। সে স্পর্দ্ধা সহকারে লিখে, "অবশেষে আমরা সত্যটী প্রাপ্ত হইয়াছি। তেত্রিশ কোটি দেবতা কল্পনামাত্র। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর এক মাত্র—তিনি ব্রহ্ম; শাস্ত্র সকল কিছুই নয়; সহজজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা আমরা চালিত হই। আমাদের আত্মা অমর, মৃত্যু পরে তাহা ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। আমরা সময়ে২ ব্রহ্মোপাসনার্থ একত্রিত হইয়া থাকি; আর পূজাদির আব-শ্যকতা নাই। এই বর্ত্তমান সময় অতি গৌরবের সময়।"

দেবদেবীগণের হাত এড়ান বড় মন্দ কথা নয়। দেব-পূজা অতি বালকের ও নিষ্ঠুরের কার্য্য; উহা রহিত হও-য়াই ভাল। তথাপি না জানি কেন আমার বোধ হয় যে, অদৃশ্য, অশরীরী, সর্ব্বলীনকারী ব্যক্তির আরাধনায় অন্তঃ-করণ তৃপ্ত হইবে না। আমি দেখিয়াছি, এ ভাবটী আমার মনে সম্পূর্ণরূপে ধারণা হইতেছে না। আমার আরও

বোধ হয় যে, এই প্রকারের ধর্ম্মদ্বারা মৃত্যুসময়ে মন স্থির ও ভয়শূন্য হইবে না। খ্রীষ্টীয়ানেরা কি প্রকারে মরে, জানিতে বড় ইচ্ছা হয়। বোধ হয়, ধর্ম্মের দ্বারা সে সময়ে তাহাদের মনে সান্ত্বনা জন্মে।

১৮ সেপ্টেম্বর।—আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমি এক জন খ্রীষ্টীয়ানকে মরিতে দেখিয়াছি। দুদিন গত হইল, অপরাহ্ণে নদীর তীরে পাদচারণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে এক খানি নৌকা তীরাভিমুখে বাহিয়া আইল। নৌকা লাগিবামাত্র এক জন ভদ্র লোক লম্ফ দিয়া তীরে নামিলেন, এবং আমাকে নিকটে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কোন ডাক্তর আছে কি না? আমি তাঁহাকে ডাক্তরের বাড়ী দেখাইয়া দিলাম। যাইবার কালে তিনি বলিয়া গেলেন যে, এক জন বাঙ্গালী খ্রীষ্টীয়ান প্রচারক পীড়িত হইয়া এই নৌকাতে আছেন। তিনি ডাক্তরের জন্য গেলে পর আমি ভাবিলাম, পীড়িত লোকটীকে যাইয়া দেখা যাউক। নৌকাতে প্রবেশ করিয়াই এক জন শীর্ণকলেবর, প্রবীণবয়স্ক ব্যক্তিকে শয্যায় শায়িত ও তাঁহার মুখাবয়বে মৃত্যুর করচিহ্ন স্পষ্ট দেখিলাম। আমি প্রবেশ করিলে তিনি আমার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া যেন কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, "আমি এই স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। আপনার সঙ্গীর সহিত আমার দেখা হইয়াছে; আমি তাঁহাকে ডাক্তরের বাটী দেখাইয়া দিয়াছি। এখন কি চান?" "আমাকে ডাঙ্গায় নিয়ে যেতে পারেন ত বড় ভাল হয়। নৌকাতে আমাকে ফাঁপর করে্য তুলেছে।" আমি নৌকার দাঁড়িদিগকে ডাকিলাম—তাহারা পীড়িত ব্যক্তিকে ধরাধরি করিয়া তীরে লইয়া গিয়া একটী বৃক্ষের তলায় রাখিল। পরিষ্কার প্রদোষের শীতল হিল্লোলে পীড়িত ব্যক্তি যেন একটু ভাল হইলেন। আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি হইয়াছে?" "জ্বর—ভৈরব এখানে থাক্‌লে ভাল হতো।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তিনি ডাক্তর ডাকিতে গিয়াছেন।" "আমি জানি, কিন্তু যাবার দরকার ছিল না; আমার আর বিলম্ব নাই।" তখন আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আপনি কি খ্রীষ্টীয়ান?" তিনি বলিলেন, "হাঁ।" "আপনি কি মরিতে ভয় করেন?" আমি এই কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি কহিলেন, "ভয়! কেন? ভয় করব্ কেন?—প্রভু আমার জন্য মরেছেন—মরিলে পর আমি তাঁর কাছে যাব বৈত নয়।" অনন্তর তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল—তখন "হে প্রভো যীশু, আমার সহিত হউন—

এবং আমাকে সান্ত্বনা দিউন।" আমি তাঁহাকে এই প্রার্থনা করিতে শুনিলাম। তিনি তৎকালে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অস্থির ভাবে দৃষ্টি করিয়া আমাকে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মশায়, যীশু খ্রীষ্ট একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। দেবদেবীরা আমাদের উদ্ধার করিতে পারেন না। যদি আমি সেই সকলে বিশ্বাস করিতাম, তবে এখন আমার কি দশা না হইত?"

"যীশু যে আপনাকে ত্রাণ করিবেন, ইহা কি বিশ্বাস করেন?" "তাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই?" এই কথা আমায় বলিবামাত্র তাঁহার বন্ধু ভৈরব ডাক্তর সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তর হাত ধরিয়া কহিলেন, "আমাকে বৃথা ডাকা হয়েছে—সময় উপস্থিত।" ইহা শুনিয়া ভৈরব উবুড় হইয়া রোগীর কানের কাছে কহিলেন, "ডাক্তর বলিতেছেন, আপনার মৃত্যুকাল উপস্থিত।" "আমি তা জানি ভাই—আমার আনন্দের সময় উপস্থিত।" "আপনার কোন কথা বলিবার আছে কি?" "আমার স্ত্রী পুত্রদিগকে আমার প্রেম চুম্বন দিয়া বলিও যে, স্বর্গে আমার সঙ্গে তাঁদের দেখা হবে। আমাদের পাদ্রি সাহেবকে নমস্কার দিয়া বলিও যে, আমি যত দিন পেরেছি, প্রচার করেছি; ঈশ্বর আমাদের কার্য্যে আশীর্ব্বাদ কর্বেন।" "আর কিছু বলতে আছে?" "না।" বলিয়া তিনি আবার অবসন্ন হইলেন, এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে চক্ষু মেলিয়া আমাকে ও আর কয়েক জনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, "প্রিয় বন্ধুগণ, যীশুতে বিশ্বাস করুন। তিনি একা কেবল পাপীকে উদ্ধার করিতে পারেন। তিনি আমাকে মৃত্যুকালে যেমন সান্ত্বনা দিতেছেন, তেমনি আপনাদেরও দিবেন। আমি যাইতেছি ভাবিয়া আনন্দ করিতেছি।" তিনি ইহা কহিয়া ক্ষণেক নীরবে রহিলেন, পরে তাঁহার সঙ্গীকে কহিলেন, "ভাই ভৈরব, আর

একবার আমার সঙ্গে গান ও প্রার্থনা কর।" ভৈরব খ্রীষ্টের বিষয়ে একটী চমৎকার গীত গাহিলেন, মরণাপন্ন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে গানের মোহাড়ায় যোগ দিতে বার২ চেষ্টা করিলেন। অনন্তর ভৈরব প্রার্থনা করিয়া পীড়িত ব্যক্তির আত্মা যীশুর হাতে সমর্পণ করিলেন। আমি দাঁড়াইয়া শুনিলাম। প্রার্থনা শেষ হইলে আমরা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। ভৈরব বারবার বাইবেলের পদ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। মরণাপন্ন ব্যক্তির বাকরহিত হইয়াছিল—কিন্তু ভৈরবের মুখে বাইবেলের পদ শুনিয়া একবার২ চক্ষু মেলিতে লাগিলেন। ক্রমে২ নিশ্বাস ভারি হইল, শেষে তাঁহার আত্মা প্রস্থান করিল। তাঁহার মরণকালে ভৈরব কহিলেন, "যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা এখন অবধি ধন্য; হাঁ, আত্মা কহিতেছেন, তাহাদিগকে আপন২ শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইতে হয়, এবং তাহাদের ক্রিয়া সকল তাহাদের অনুগামী হয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে আমি ভৈরবকে জিজ্ঞাসিলাম, "এ শবের বিষয়ে কি করিবেন?" তিনি কহিলেন, "আমি ইহা সমাহিত করিব, কেননা ইহা আবার উঠিবে।" আমি তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সম্মত হইলাম। অনন্তর তিনি আপনি শবের কাছে বসিয়া রহিলেন, এবং আমাকে কবর খনন করিবার জন্য লোকের যোগাড় করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমি অনেক কষ্টে কয়েকজন লোক আনাইলাম। নদীতীর হইতে অনতিদূরে একটী তাল বৃক্ষ ছিল—ভৈরব কবরের জন্য সেই স্থান পসন্দ করিলেন। কবর খনন আরম্ভ হইল—রাত্রি দুই প্রহরের সময় সমস্ত প্রস্তুত হইল। কবর মৃত্তিকাপূর্ণ করণের পূর্ব্বে ভৈরব প্রার্থনা করিলেন। "হে প্রভো, আমার ভ্রাতাকে আপনি আপনার কাছে লইয়াছেন। আমি তাঁহাকে এ জগতে আর দেখিব না, ও এ জগতে আর তাঁহার রব শুনিব না; কিন্তু

আপনাকে ধন্যবাদ করি যে, তাঁহাকে স্বর্গধামে দেখিবা
ও তাঁহার রব শুনিবার আশা আমার আছে। আপ
নার ধন্যবাদ করি যে, আপনি আমাদের জন্য মরিয়া
ছেন। আপনি আমার ভ্রাতাকে জ্ঞান দিয়াছিলেন, বলি
য়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেবতাদিগের দ্বার
পরিত্রাণ হইতে পারে না। আপনি যে তাঁহাকে আপ
নাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন, এজন
আপনার ধন্যবাদ করি। হে প্রভো, আমি এক্ষণে তাঁহা
দেহ ভূমিতে প্রোথিত করিতেছি—কিন্তু তাঁহার আত্মা আপ
নার নিকট আছে। এক্ষণে স্বর্গীয় দূতেরা এই জীবনশূন
দেহ রক্ষা করুন—আপনার আগমনকালে ইহা আবা
উঠিবে। আমি এক্ষণে একা হইলাম, আপনি আমার সঙ্গ
হউন, আমার অন্তঃকরণ সান্ত্বনাযুক্ত করুন। আশীর্ব্বা
করুন, আমি যেন আরো বিশ্বস্ত ও ভক্ত হই। যখন আমা
আসন্নকাল উপস্থিত হইবে, আমি যেন তখন এই রূপ
নির্ভয়ে ও সান্ত্বনাযুক্তচিত্তে আপনার নিকট গমন করিতে
পারি। হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, আমার প্রার্থনা শ্রবণ ও
আমার পাপ মার্জ্জনা করুন। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
অনুরোধে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করুন। আমেন্।”

অনন্তর কবর মৃত্তিকাপূর্ণ হইল—ভৈরব আমার নিকট
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া নৌকায় গেলেন। আমি গৃহে
গেলাম—কিন্তু নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি নানা চিন্তা
আসিয়া আমাকে আচ্ছন্ন করিল—কোন মতে বিশ্রাম করিতে
পারিলাম না।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই দুই জন অশিক্ষিত লোকের
মনে এত সুখ ও শান্তি ছিল। এক জন মরিল—কোন ভয়
নাই—ভাবনা নাই—নিশ্চিন্ত—যেন মাতার কোলে নিদ্রা
গেল। আর এক জন তাহার সঙ্গে প্রার্থনা, তাহার নিকট

ত গান করিল এবং তাহাকে ধর্ম্মপুস্তকের আনন্দ ও
ান্তিপূর্ণ কথা শুনাইল! যখন সকল শেষ হইল, সে
াপনার সঙ্গীকে কবরস্থ করিল—দৃঢ় আশা আছে, সে
শেষ দিনে পুনরুত্থিত হইয়া অনন্তজীবন ভোগ করিবে। ফলতঃ
ধর্ম্ম গ্রহণযোগ্য। আমি যদি ঐই ধর্ম্মাবলম্বী হইতাম!

২০ সেপ্টেম্বর।—সে দিবস হঠাৎ মনে হইল যে,
ই অস্থিরতার সময়ে আমি ত ঊর্দ্ধ হইতে সাহায্য পাইতে
ারি! আশ্চর্য্য যে, আমি কখন আমাদের শিক্ষকস্বরূপ
বিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করি নাই। অদ্য রাত্রে
শ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া পবিত্র আত্মা যাচ্ঞা করিব;
দি বাইবেল সত্য হয়, তিনি আসিয়া আমাকে অবশ্য
শিক্ষা দিবেন।

২৮ সেপ্টেম্বর।—এক সপ্তাহ গত হইল, আমি প্রতি-
ন প্রার্থনা করিয়াছি এবং প্রার্থনার পর ধর্ম্মপুস্তক পাঠ
করিয়াছি। এ কি স্বপ্ন, না বাস্তবিক ঘটনা! কেননা বাই-
বেল সংক্রান্ত বিষয় সকল পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বোধ
হয়, যেন স্বর্গীয় করস্পর্শে আমার চক্ষু প্রসন্ন হইয়াছে।
য সকল বিষয় পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই, সে সকল এখন
নিতান্ত বিশদ বোধ হইতেছে। আমার যে কি ভাব হইয়াছে,
তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না।

২৯ সেপ্টেম্বর। আমি এক্ষণে শিক্ষাগুরু পবিত্র-
আত্মার ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে পারি না। কেননা
বাস্তবিকই তিনি বিগত সপ্তাহ ব্যাপিয়া আমার সহিত
ছিলেন, ইহা আমার দিবসিক প্রার্থনার ফল; এরূপ
অনুভব করি, ও জানি। আমি এক্ষণে সমস্ত স্পষ্ট দেখি-
তেছি। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের পুত্র—স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আমা-
দিগকে এত প্রেম করিলেন যে, মনুষ্যদেহ ধারণ করিলেন,
এবং আমাদের পাপের শাস্তি গ্রহণ ও আমাদিগের জন্য

মৃত্যুভোগ করিয়া তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের সহিত পুন
মিলিত করিয়াছেন। আমি ইহা বিশ্বাস করিতে কোন বাধা
দেখি না! তথাপি ঈশ্বর যে জগৎকে—আমাকে—এত প্রে
করেন, এ বড় আশ্চর্য্য!

বিগত সপ্তাহ ব্যাপিয়াও আমি অনুবোধ করিয়াছি যে
পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টের এই সম্মিলনবার্ত্তা, ও খ্রীষ্টকে আমা
অনন্য ত্রাণকর্ত্তারূপে গ্রহণ ও তাঁহাকে আমার প্রভু ও ঈশ্ব
বলিয়া স্বীকার করিতে আমাকে উত্তেজিত করিতেছেন
আমি তাঁহার উত্তেজনা প্রতিরোধ করিতে পারি না,
করিব না। অদ্য রাত্রে—এখনই—আমি খ্রীষ্টকে গ্রহণ করিব
এই যে পুস্তকে আমি এত সন্দেহ, ও আশার কথা লিখিয়াছি
যে সকল বাক্য দ্বারা আমি খ্রীষ্টেতে চিরকালতরে নিবদ্ধ
হইতেছি, তাহাও ইহাতেই লিখিব।

"হে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি
মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ ঈশ্বর। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনি
সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইয়াও আমাদিগের পাপ বহন করি
বার ও আমাদিগের পরিবর্ত্তে মরিবার জন্য জগতে আসিয়া
মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে
আপনি আমাদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন—এবং যে
কেহ কেন আপনার দ্বারা ঈশ্বরের সমীপে আইসুক না
আপনি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন। হে
প্রভো, আমি আপনাকে আমার ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ
করিতেছি। আপনার কৃত প্রায়শ্চিত্তে আমি পাপ মোচনার্থ
নির্ভর করিতেছি। অদ্যাবধি মহাদেব, ও কৃষ্ণ, কালী ও দুর্গার
সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। আপনি একা কেবল
আমার পাপমলা ধৌত করিতে পারেন। আপনি
আমার রাজা—আমার আত্মা আপনার হাতে সমর্পণ করি
লাম। আপনি ইহা রক্ষা করুন। আমার বিষয় আপ

নার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন। আপনি আমার মুক্তিদাতা;
আপনি আমার সর্ব্বেসর্ব্বা! আমেন্।"

শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এখন যাহা করিলাম, ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা জানি; তথাপি আমার আনন্দ ও সুখ বোধ হইতেছে। অবশিষ্ট জীবন আমাকে এ জগতে অসুখে ও কষ্টে কাটাইতে হইবে, কিন্তু যখন স্বর্গের ও স্বর্গস্থ গৌরবাদির বিষয় চিন্তা করি, তখন এ জগতের দুঃখ কষ্ট তৃণবৎ জ্ঞান হয়। ঈশ্বরের সহিত অনন্তকাল বাসের সঙ্গে এ জগতের ক্ষনিক জীবনের তুলনাই হইতে পারে না।

বিবরণটী সমাপ্ত হইল—আমার জীবনও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুস্তকান্তরে নূতন জীবনের বিবরণ বিবৃত করিবার বাসনা রহিল। ঈশ্বর আমাকে যাবজ্জীবন বিশ্বস্ত রাখুন, এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিউন। আমি যেন সেই বৃদ্ধ খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় মরণকালে সাক্ষ্য দিতে পারি যে, খ্রীষ্টই অনন্য ত্রাণকর্ত্তা।

সমাপ্ত।

BHOWANIPORE:

PRINTED BY E. M. BOSE, FOR THE CALCUTTA TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE SAPTAHIK SAMBAD PRESS. 1877.